বিচিত্র সংবাদ

(প্রথম খণ্ড)

বরুণ মজুমদার

শিবা অ্যাণ্ড কোম্পানী
(সাহিত্য প্রকাশনী বিভাগ)
১০/১, জি, টি, রোড
হাওড়া-৭১১১০১

প্রথম প্রকাশ—১৯৬০

প্রকাশক—
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১০/১, জি, টি, রোড
হাওড়া-৭১১১০১
পশ্চিমবঙ্গ

মুদ্রক—
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৬৯

বিচিত্র সংবাদ

যৌবন বটিকা

এক ধরণের ট্যাবলেট আপনার জীবনে যৌবনের ঝর্ণাধারা বইয়ে দিতে পারে। ঐতিহ্যবাদী চীনা ওষুধ সম্পর্কীত এক বিশেষজ্ঞ এই ধরনের এক ট্যাবলেট আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। চীনের হাং চু অঞ্চলের এই ধরনের একটি সংস্থার প্রধান ফেং গেং সেং বলেছেন যে, মিং রাজবংশের আমলে ইয়ংপেল ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের জন্য গোপন এই বড়ি প্রেসক্রিপশন করা হত।

সম্প্রতি পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ঘেটে এই ধরনের বড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। চীনের বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী কর্তৃপক্ষ, অভিনেতা এবং চিকিৎসক এই ট্যাবলেট খেয়ে ভাল ফল পেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই ট্যাবলেট খেয়ে যে কোনো লোকের মনে হবে যে, তার বয়েস দশ বছর কমে গেছে। গিনসেং নামে এক রকম গাছের শেকড় থেকে মূলতঃ এই ট্যাবলেট তৈরী হয়। এটা আপনার জীবনীশক্তি বাড়বে, যৌনক্ষমতা বাড়বে। আর বাড়াবে আপনার স্মরণশক্তি। এই ট্যাবলেট খেলে অবশ্য শরীরের বা মনের কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই।

ভাবী সন্তান—ছেলে না মেয়ে

শিশু জন্মাবার আগেই শতকরা ৯০টি ক্ষেত্রে ঠিক মতো বলে দেওয়া যাবে যে, সে ছেলে হবে, না মেয়ে হবে।

লক্ষ্ণৌর কিং জর্জ মেডিকেল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস এই দাবী করেছেন। তিনি গত

কয়েক বছর ধরে এ ব্যাপারে গবেষণার কাজ চলাচ্ছেন। তিনি বলেছেন যে, চারমাস অন্তঃস্বত্ত্বা অবস্থায় যে সমস্ত মহিলা আসবেন এবং যাদের ইতিমধ্যে দুটি কি তিনটি কন্যা সন্তান তাঁদের কাছে জন্মেছে. সেই সব মহিলাকে পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যাবে, তার সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে।

পণ প্রথার বিরুদ্ধে

পণ প্রথার অভিশাপের হাত থেকে বাঁচতে বিহারের বিভিন্ন জেলায় পণ দিতে অসমর্থ পিতামাতারা এখন গুণ্ডাবাহিনীর আশ্রয় নিচ্ছেন। তাঁবা এই সব দলকে ভাড়া করছেন তাদের মেয়েদের বিযে দেবাব জন্য। ঐ বাহিনী যুবক পাত্র ধবে তাদের সামনে বন্দুক উচিয়ে ধরে তাদের বিয়ে কবতে বাধ্য করেছে। মুঙ্গের সহ কয়েকটা জেলায় এই ধরনের জোর ক'রে বিয়ে দেবার সংখ্যা এখন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছিল। কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে রীতিমত উদ্বিগ্ন। সংবাদ সংস্থার একজন প্রতিনিধি ১৯৮২ সালে মুঙ্গের ও তাব আশেপাশের কয়েকটি জেলা সফর করেছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছেন যে, দুমাসে সেখানে এ ধবনের অন্ততঃ পাঁচশো বিযে হয়েছে।

ধূমপান ও মদ্যপান

অস্ট্রেলিয়ার একদল গবেষকের মতে যে সমস্ত লোক ধূমপান করেন, সামান্য মদ্যপান এবং রাতে নাক ডাকেন, তাঁদের মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে। সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের প্রধান লেকচারার ডাঃ কলিন সুল্লিভানের মতে, রক্তে অক্সিজেনের স্তর কমে যাবার ফলে এই বিপদের আশঙ্কা থাকে। বিশ্রামের ঠিক আগের মুহূর্তে যদি এই ধূমপান ও মদ্যপান করা হয়, তবে এই ধরনের বিপদের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। রাত্রে শুতে যাবার আগে মদ্যপান করলে

তাতে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। এতে হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

হাসির গল্পের রেকর্ড

একটানা হাস্য কৌতুকের গল্প বলে রিক্ রকওয়েল গিনিস রেকর্ড বই-এর রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। তিনি একনাগাড়ে ২৪ ঘণ্টা ৬ মিনিট এই ধরনের গল্প বলেছেন। এর আগে গত ১৯২৪ সালে নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কের ক্লিফটন পার্কে এক নাগাড়ে ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিট হাসির গল্প বলে বব করুরল রেকর্ড করেছিলেন। এরপর এখন ২৫ বছর বয়স্ক প্রাক্তন পেশাদার হকি খেলোয়াড় রকওয়েল গড়লেন নতুন রেকর্ড।

নতুন ধরণের প্রাণী

তামিলনাড়ুতে সম্প্রতি তানকুয়েবারের কাছে পুড়ুপেটে সমুদ্র থেকে প্রায় ৫শো জেলে মিলে একটা অদ্ভুত দর্শন জীবকে সমুদ্রের পাড়ে তুলেছেন। প্রাণীটির ওজন প্রায় ৫ টন। তার চোখ ও মুখটা দেখতে অনেকটা হাতির মতন। আর একটা লেজ আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ মিটার। স্থানীয় অঞ্চলের হাজার হাজার লোক এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখতে ভীড় জমিয়েছিলেন।

নতুন স্টাইলের বিয়ে

পণ প্রথা বিলোপ করতে চান তো তামিলনাড়ু স্টাইলে ছেলে মেয়ের বিয়ে দিন। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণদের সংস্থা নিজেদের মধ্যে আবার স্বয়ংবর প্রথায় ফিরে গেছেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিলের ১৫ তারিখে ধর্মপুরীতে যে প্রথম গণ বিবাহটি হয়েছে, তাতে তিনশোরও বেশী ব্রাহ্মণ বালক বালিকা পণ ছাড়াই পরস্পরের পাণিপীড়ন করেছেন। এটাই হল তামিলনাড়ু স্টাইল।

দিন মজুরীর ডাক্তার

দিন মজুরীতে মজুর খাটানো হয়, কিন্তু দিনমজুরীতে ডাক্তাররা কাজ করেন, এমনটা বোধহয় শোনেন নি। এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন দিল্লী প্রশাসন। সম্প্রতি দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনের যে সব ডিসপেন্সারী আছে, সেগুলিতে কাজ করার জন্য ৬৩ জন ডাক্তরকে নির্বাচন করা হয়েছে। তাঁরা শহরের রাজমিস্ত্রী ও দিনমজুরের মতো দৈনিক মজুরী হারে ডাক্তারী করবেন। এই অভিনব ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ হল, ঐ সব ডিস্পেন্সারীতে যে ১৪০ জন ডাক্তারের পদ আছে, তার অর্দ্ধেকই বছরের সব সময় খালি থাকৃত।

ভুতুড়ে কলেজ

ভুতুড়ে বাড়ীর কথা শুনেছেন। কিন্তু ভূতুড়ে কলেজ? তাও রয়েছে খোদ রাজধানী দিল্লীতে। ঐ কলেজের খাতায় একটিও ছেলেদের নাম নেই। ১৯২৪ সালে ৮৪টি ছাত্র অবশ্য ভর্তি হয়েছিলো, কিন্তু তারা পরে অন্য কলেজে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যায়। পরের বছরে একটিও ছেলে ভর্ত্তি হয়নি। তবু কলেজটা আছে, তাই ভুতুড়ে।

চীনে উকিলের দুর্ভিক্ষ

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—চীনে এখন উকিলের দুর্ভিক্ষ চলছে। ৩ লক্ষ চীনেদের জন্য এখন ১ জন উকিল। চাহিদার চেয়ে অনেক কম। এর অর্থ হল ১০ লক্ষ চীনাবাসীর জন্য উকিলের সংখ্যা তিনের একটু বেশী। অর্থাৎ চীনে মোট উকিলের সংখ্যা ৩ হাজার তিনশোর বেশী নয়। কেননা, চীনের লোক সংখ্যাই হল ১০০ কোটি।

চোখ তো নয়—রঞ্জন রশ্মি

উকিল না থাকলে কি হবে, চীনের কিছু ছেলের চোখ যেন্ রঞ্জন রশ্মির মতো। এরকম একটি ছেলের নাম উইয়ো ইয়াং। সে যেন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। এইসব শিশুদের মানসিক ক্ষমতা বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়মকে হার মানিয়ে দিয়েছে। উইয়োর বয়স এখন ১২ বছর গত বছর তার বাবা মা আবিষ্কার করলেন, ছেলের চোখ তো নয়, যেন এক্স-রে। সে পুরু ইটের দেওয়ালের ওপরে কী আছে তা না দেখেই এপার থেকে বলতে পারে। রোগীদের পেটের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে, পেটে টিউমার রয়েছে কিনা। এ থেকেই খবরের কাগজে হৈ চৈ পড়ে গেল যে, চীনের কয়েকটি প্রদেশে ছেলেরা শুধু চোখ দিয়েই নয়, কান দিয়েও পড়তে পারে।

জ্বালানী ফল

জগৎ জুড়ে জ্বালানীর সংকটে আমরা জ্বালানীর নতুন উৎস সন্ধান করছি। ফিলিপাইনে একটা গাছ আবিষ্কার হয়েছে, যার শক্ত ফল কেরোসিনের কুপির কাজ করতে পারে। এরকম একটা ফল ১৫ মিনিট জ্বলে। একটা গাছ বছরে এরকম ফল ফলে ১২০ থেকে ১৪০টি। এই অদ্ভুত গাছটির নাম বাগিলোম্বান। এর কোন বৈজ্ঞানিক নাম অবশ্য পাওয়া যায়নি। যে কোন মাটিতে এই গাছটি লাগানো যায় প্রায় আড়াই একরে লাগানো যায় ২৫০ থেকে ৩০০ গাছ। পাঁচ বছর পরে গাছে ফল ধরে। ফলগুলো নাকি বাদামের মতো।

মশা দিয়ে মশা মারা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিজ্ঞানীরা কামান দিয়ে মশা মারা নয়, মশা দিয়ে মশা মারার এক রণকৌশল ভেবে দেখছেন। তাঁরা আবিষ্কার

করেছেন যে, একজাতের মশা মানুষকে কামড়ায় না, কিন্তু তাদের বাচ্চারা অন্য মশার কীটগুলিকে খেয়ে ফেলে। এই মশাদের নাম চোকসোর কিনচাইটিস্। এর দুটি জাতকে এখন পোষ মানিয়ে সপ্তাহে এক লক্ষ হারে বংশবৃদ্ধি করানো হচ্ছে, যাতে করে এরা একটি খুনী প্রজন্মের জন্ম দেয়, যারা ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর প্রভৃতি অসুখের কারণ মশাদের খেয়ে শেষ করতে পারে।

নব জাতকের হার্ট অপারেশন

দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক্তাররা একটি নবজাত শিশুর বুক চিরে একটি হৃদযন্ত্রের অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। বাচ্চাটির হৃদ্‌যন্ত্রে কোন ভাল্‌ভ না থাকায় ফুসফুসে যথেষ্ট রক্ত যেতো না। বাচ্চাটি তখন একদিনেরও হয়নি। তার ওজন তখন ৩ কিলোর একটু বেশী। তাতেই ক্রীশ্চান বার্নারেব দেশের সার্জ্জেনরা সাফল্যের সঙ্গে এই অপারেশনটি করেছেন।

হেঁচকি ম্যানিয়া

দিনে কটা হেঁচকি একজন সুস্থ লোক সহ্য করতে পারে? এডি্ড ক্রস নামে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গত ১৫ মাস ধরে মিনিটে ৩৫টি করে হেঁচকি হচ্ছে। তিনি সবরকম চিকিৎসা করে দেখেছেন, কাগজের ব্যাগে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেখেছেন, গলায় চামচ ঢুকিয়ে দেখছেন, মাছ ধরা নৌকায় চড়ে আগুন লাগিয়ে ভয় পেয়ে দেখেছেন—কিছুতেই তার হেঁচ্‌কি কমে না। চিকিৎসায় তার ১০০০ ডলার বা আট, ন হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে, তবু হেঁচ্‌কি থামে নি। এখন বুড়োর ইচ্ছে তিনি একজন ডাইনি বদ্যি দেখাবেন। কেননা, শুধু এটাই বাকী আছে।

প্রভুভক্ত কুকুর

কুকুরের মতো প্রভুভক্ত প্রাণী দেখা যায় না। একটি পোষা কুকুর সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের প্রাণের বিনিময়ে তার এগার বছর বয়সী প্রভুর প্রাণ রক্ষা কোরেছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ গোয়ার এ্যাভোরডোমের কাছে জঙ্গলের মধ্যে। ছেলেটি জঙ্গলে গিয়েছিল কাজুবাদাম তুলতে। ভুল কোরে সে কেউটে সাপটিকে আঘাত করলো। ক্রুদ্ধ সাপটি ছেলেটিকে তেড়ে আক্রমণ কোরতে আসে,—কিন্তু কুকুরটি মাঝে পড়ে সাপটিকে মেরে ফেলে। কুকুরটিকে সাপ মারাত্মকভাবে কামড়ে দেয়। এতেই সে প্রাণ হারায়।

উত্তর প্রদেশের বুন্দেল শহরে একটা পোষা কুকুর তার প্রভুকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর মৃতদেহের ওপর কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছে। কিছুদিন আগে সেখানে একটা দেওয়াল ধ্বসে পড়লে ঐ ভদ্রলোক তার নিচে চাপা পড়ে যান। এই বিশ্বস্ত কুকুরটা তাঁর প্রভুকে ধ্বংস স্তূপের নিচে থেকে টেনে বের করার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। তার প্রভু নিহত হন। খুকুরটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এইভাবে তাঁর প্রভুর মৃতদেহের ওপরে শুয়ে থেকে কাঁদতে কাঁদতে সে প্রাণ দিয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে সেখানকার একটা গ্রামে।

কবরে অক্ষত মৃতদেহ

চীনে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ৩শো ৮১ বছরের পুরানো একজোড়া দম্পতির মৃতদেহ আবিষ্কার করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। ঐ মৃতদেহ দুটির চামড়া এখনো পীতাভ ধরনের রয়েছে এবং এর মাংসপেশী ও দেহের সংযোগস্থল নমনীয়। চীনের সিচয়ান প্রদেশের একটা কবর থেকে এই মৃতদেহ দুটি পাওয়া গেছে। এই কবরটি মিং রাজত্বকালের বলে মনে করা হচ্ছে। মিং রাজত্বকাল শেষ

হয় ১৬৪৬ সালে। পুরাতত্ত্ববিদরা বলেছেন যে, পুরুষের মৃতদেহটি খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে, তবে মহিলার মৃতদেহটি বিকৃত হয়েছে।

সততার পুরস্কার, না তিরস্কার

কানাডার অটোয়াতে এক বেকার যুবকের অভ্যেস ছিল পুরানো ফেলে দেওয়া লটারির টিকিট কুড়িয়ে বেড়ানো। একদিন সে আবর্জনার স্তুপ থেকে ৫ হাজার ডলার পুরস্কার বিজয়ী নাম্বারের একটা লটারির টিকিট কুড়িয়ে পেলো। তার তো চক্ষু স্থির। একজন কর্তব্যপরায়ন নাগরিক হিসাবে সে সেই টিকিটটা পুলিশের হাতে তুলে দিল। তিনমাস আগে এই ঘটনাটা ঘটেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যে বিষয় যে এখনো কেউ সেই টিকিটের পুরস্কারের টাকার জন্য দাবী জানায় নি। এখন সে ভাবছে সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি কিনা! কেননা সে তো আর এখন ঐ পুরস্কারের টাকা সংগ্রহ করতে পারবে না!

মাছের ফসিল

অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী উপত্যকায় প্রাণহিতা থেকে প্রায় ফসিল হয়ে যাওয়া একজোড়া মাছ পাওয়া গেছে। এটা বেশ কয়েক লক্ষ বছরের পুরানো বলে অনুমান করা হচ্ছে। সেখানে জমে থাকা পলির নীচে থেকে এগুলি পাওয়া গেছে। ঐ ধরনের মাছের বংশ এখন লোপ পেয়েছে। ঐ ফসিল দুটি এখন কলকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে রাখা আছে।

ক্যান্সার সমীক্ষা

বোম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে জরায়ুর ক্যান্সারের পর বুকের

ক্যান্সারেই সবচেয়ে বেশি মেয়ে আক্রান্ত হয়। ১০০ জন ক্যান্সার রোগীর মধ্যে ১৮ জনই বুকের ক্যান্সারে ভোগে। এই রোগ পার্শী মহিলাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। ঐ সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, বুকে ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলি মেয়েরা নিজেরাই বুঝতে পারেন, এবং চিকিৎসা আরম্ভ করলে রোগ একেবারেই আরোগ্য করা যায়।

জ্যোতিষ্ক পুঞ্জের কেন্দ্র

জ্যোতির্বিদরা এখন বিশ্বাস করেন—চারটি জ্যোতিষ্ক পুঞ্জের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য্যের থেকে দশ লক্ষ গুণ বড়ো একটা বিরাট কালো গহ্বর। ওয়াশিংটনে গ্যালটিক সেন্টার সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক আলোচনা-চক্রে এই মত প্রকাশ করা হয়েছে। অবশ্য এর কোন সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় নি কেননা ঐ কেন্দ্র ৩০ হাজার আলোক বর্ষ দুরে এক তারকাপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ধূলি ও গ্যাসের পুরু স্তরের দ্বারা পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করা রয়েছে।

সুইডেনে বিয়ের ফ্যাশান

সুইডেনে আবার বিয়ে করাটা ফ্যাশানে দাঁড়াচ্ছে। 'বিবাহ' নামক চিরাচরিত এই প্রথার একটি রহস্যময় আকর্ষণ রয়েছে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এই দেশগুলিতে বিবাহের বিকল্প হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করাটা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিবাহের কাছে ঐ ব্যবস্থাটা হঠে যাচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যায় যুবক যুবতীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। যে সব তরুণীরা কোন পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস কোরছিলেন, তাঁরাও পুরনো ধরণের কনের পোশাকে সজ্জিত হোয়ে উপযুক্ত মর্য্যাদায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোতে চান।

হাত ঘড়িতে টি ভি

হাত ঘড়ির পক্ষে জিনিষটা বোধ হয় একটু বেশি ভারি, তবে একটি টেলিভিশন পর্দার পক্ষে জিনিষটা যত দুর সম্ভব তত ছোট। একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান এই প্রথম একটি টেলিভিশন পর্দা এবং সময় দেখার ব্যবস্থাসমেত এক ধরণের হাত ঘড়ি তৈরী কোরেছে। টিভির পর্দার দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ১ সেন্টিমিটার এবং যে কোনো চ্যানেলে তাকে ঘোবানো যোয়। একটি হেডফোনের সাহায্যে শব্দ শোনা যায়। ঐ ঘড়ির দাম হবে প্রায় ৮ শো ডলার। আগামী বছরেব গোড়ার দিকে এই এই ঘড়ি বাজারে ছাডা হতে পারে।

সমৃদ্ধির প্রতিক খরগোস

হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকায় এক ধরণের খরগোস কৃষকদেব কাছে আশা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হোয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা পশম এবং মাংসের জন্য খরগোস পালন করিতে শুরু করেছে। কিছুটা সাহায্য পেলে ঐ ব্যবসা থেকে শুধু কুলু উপত্যকারই নয়, দেশেব অন্যান্য অঞ্চলেরও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হোতে পারবে।

আবার ওঙ্গে শিশু

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রায় বাইশ মাস পরে আবার একটা ওঙ্গে শিশু জন্মেছে। ফলে এই ওঙ্গে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনাটা উজ্জ্বল হয়েছে। এই জাতিব অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে যাচ্ছিলো। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে ডুগংক্রীকে শ্রীওটালেজের স্ত্রী সম্প্রতি এই সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তাকে নিয়ে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মোট ওঙ্গের সংখ্যা দাঁড়ালো

৯৮। এই উপজাতির শেষ সন্তান জন্মেছিল ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে।

বৃদ্ধতমের হার্ট অপারেশন

একশো এক বছর বয়েসী কোনো হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হার্ট অপারেশন করার পর তিনি দিব্যি সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন, ঘটনাটা সত্যিই বিরল। গত ১৯২৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী তাঁর হৃদযন্ত্রে তিন ঘণ্টা ধরে অপারেশন করে মহাধমনীর ভালভে গরুর টিস্যু সংযোজন করা হয়েছে। এর আগে তিনি গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সম্প্রতি তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। ওপেন হার্ট অপারেশনের ক্ষেত্রে এটা বিশ্ব রেকর্ড। কেননা এত বেশী বয়েসী লোকের এর আগে এ ধরণের অস্ত্রোপচার করা হয়নি। এর আগে ৯৫ বছর বয়স্ক লোকের এই ধরণের অস্ত্রোপচার হয়েছিল বলে নথিপত্র থেকে জানা যায়।

ভাগ্যবান শিশু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে কুড়ি মাস বয়েসী একটা শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে একটা বিরাট অট্টালিকার আটতলার জানলা দিয়ে নিচে পড়ে গেল। তার প্রতিবেশীরা তো হন্তদন্ত হয়ে তাড়াতাড়ি তাকে কম্বলে জড়িয়ে সোজা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য! তার কোথাও কোনো আঘাত লাগেনি! ছোট ছেলেটা সম্পূর্ণ অক্ষত। আসলে প্রচণ্ড তুষার পাত হচ্ছিলো। আর তুষারের ওপর পড়ার ফলেই নাকি তার কোনো আঘাত লাগেনি। প্রচণ্ড তুষার তার কাছে তৃণের মত কাজ করেছিল।

চুম্বনের বিশ্ব রেকর্ড

চুম্বনের আবার বিশ্বরেকর্ড ? কথাটা শুনে সত্যিই হাসি পাবার কথা। কিন্তু না, ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে। বারবাহা কানে এবং লরেন নামে এক দম্পতি চুম্বনরত অবস্থায় পুরো ছ দিন কাটিয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। এর আগে গিনিস বুক অফ ওয়াল্ড রেকর্ডসে পাঁচ দিন ধরে চুম্বনের বিশ্ব রেকর্ড আছে। অবশ্য এই ছ দিনে প্রতি ঘন্টায় তাঁদের পাঁচ মিনিটের জন্য বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য কাজ সারতে।

ডাকাত থেকে যোগী

ডাকাতি থেকে একেবারে দিব্য জীবন যাপনের একটা কাহিনীর কথা শুনুন। চম্বলের দস্যু সর্দার পঞ্চম সিং এক সময় ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল কিন্তু এখন সে মধ্যপ্রদেশের লাহারে তার নিজের গ্রামে একটা যোগকেন্দ্র চালাচ্ছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন জীবিত ছিলেন, সেই সময় পঞ্চম সিং তার সহযোগী মাধাও সিং, মোহর সিং প্রমুখ ডাকাতকে নিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলো। কয়েক বছর আগে মুঙ্গাভালি জেলে সে ব্রাহ্মকুমারীর কাছে যোগ শেখে। কয়েকদিন আগে সে সাংবাদিকদের জানিয়েছে যে, যোগ তার সমগ্র জীবন ধারাই পাল্টে দিয়েছে। তার ১৯ বছর বয়েসী মেয়েও ব্রহ্মকুমারী হয়েছে।

বিবাহ বিশারদ

গ্লোভান্নি ভিজলিয়াট্রো নামে একটা লোকের কথা শুনুন। লোকটা গত ৩৩ বছরে সারা পৃথিবীতে ১০৫ জনের বেশী মহিলাকে

বিয়ে করেছে। এটা তার নিজেরই স্বীকারোক্তি। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তার শ্বশুরবাড়ী। সেই হিসাবে তাকে সারা বিশ্ববাসী জামাই বলে সম্বোধন করতে পারেন। অবশ্য এহেন জামাইবাবু এখন হয়ত শ্রীঘরে জামাই আদর পাবে। কেননা, এরিজোনার এক মহিলাকে সে সম্প্রতি বিয়ে করেছে। বিয়ের দু সপ্তাহ পরে মিসেস গার্ডিনার নামে ঐ মহিলাকে একটা হোটেলে ফেলে রেখে পালানোর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। আরিজোনার একটা আদালতে তাকে প্রতারণা ও একই সময়ে একাধিক পত্নী রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ভিজলিয়াট্রো স্বীকার করেছে যে, এর আগেই সে দু দুজন মহিলাকে বিয়ে করেছে, অথচ তাদের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নি। তবে, সে তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

নাক ডাকার শাস্তি

ঘুমানোর সময় নাক ডাকাটা মোটেই হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। আর এই নাক ডাকার জন্য দুজন লোককে সামাজিকভাবে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে গণ্য করা হয়েছিল। এই নাক ডাকা বন্ধ করতে তাদের চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হয় এবং এর জন্য তাদের ৫ হাজার ডলার গুণগারও দিতে হয়েছে। ষ্টানফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিকিৎসক মিঃ সিমন্স তাদের সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা করে নাক ডাকা বন্ধ করেছেন। ঐ চিকিৎসক ভদ্রলোক বলেছেন যে, তাঁর রোগীদের মধ্যে একজন ছিলেন একটি কারখানার ফায়ার-ম্যান। তাকে নাক ডাকার জন্য নির্বাসিত জীবন যাপন করে ফায়ার হাউসের গ্যারেজে রাত্রে ঘুমোতে হত।

ক্যান্সারের নূতন চিকিৎসা

ক্যান্সারের মুক্তির ব্যাপারে একটা সুখবর আছে। দিল্লীর

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে ক্রায়োসার্জারী নামে এক নতুন পদ্ধতিতে ও দেশী সাজ সরঞ্জাম ব্যবহার করে মুখের ভেতর ও বাইরেকার ক্ষতিকারক টিউমারের চিকিৎসায় খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে। হাসপাতালের চক্ষু ও গলা বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ প্রেম কুমার কাক্কার জানিয়েছেন যে, গত দু বছরে তিনি সেখানে এ ধরণের ৭৫ জন রোগীর চিকিৎসায় সফল হয়েছেন। আক্রান্ত অঞ্চল অবশ করে অথবা অবশ না করেই এই পদ্ধতিতে টিউমার অপারেশন সম্ভব।

মিষ্টি হাতের ছোঁয়া

একজন লোক মিষ্টিকথা বলতে পারেন কিন্তু তিনি নিজেই কি মিষ্টি হতে পারেন? পুণের ভানুদাস গাইকোয়াড় নামে একজন যুবক দাবী করেছেন যে, তিনি যা কিন্তু স্পর্শ করেন, তাই মিষ্টি হয়ে যায়। এক গ্লাস জলে কয়েক সেকেণ্ড আঙ্গুল ডোবালেই, তা সরবতের মতো মিষ্টি হয়ে যায়। একটা পেন বা রুমাল অথবা যে কোন জিনিষ হাতে কোরে কিছুক্ষণ ডললে তা চিনির মতো মিষ্টি হয়ে যায়। এটা কি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা, না একটা ধোকাবাজী?

ঐ যুবকটি জানিয়েছেন যে এক বছর আগে তিনি এ ব্যাপারটা লক্ষ্য কোরে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বহুমূত্র রোগ হয়েছে আশঙ্কা কোরে তিনি সোজা ডাক্তারের কাছে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন যে, তিনি অন্য পাঁচজন সুস্থ লোকের মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন তাঁর এই লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তা কেউই বলতে পারলেন না। যুবকটি বলেছেন যে, যদিও তাঁর ক্ষেত্রে এই রকম ঘটনা ঘটছে, তবুও এটাকে তিনি কোনো দৈবশক্তি বলে মনে করেন না। তিনি কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা

অর্জন করতে চান। ঐ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে পয়সা রোজগার করতে চান না।

বায়ু দূষণে উইপোকা

আমরা যদি প্রাকৃতির পরিবেশকে দুষিত করি, তবে তার থেকে আমাদের রেহাই নেই। আমাদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বন সাফ করার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রচুর পরিমান উইপোকার ঢিবি জন্মেছে। এই উইপোকা-গুলি যদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তাহলে অবস্থাটা কি হবে একবার ভাবুনতো! পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জ্বলন্ত কয়লা এবং তেল থেকে যে পরিমাণ কার্বনডাই অক্সাইড নির্গত হয়, উইপোকারা তার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত কোরে পরিবেশকে দুষিত করতে পারে। একটা হিসাবে দেখা যায়, উইপোকা প্রত্যেক বারে ৫ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং ১৫ কোটি টন মিথাইন গ্যাস ছাড়ে। এর ফলে বায়ু যে কি পরিমান দুষিত হয় তা বলে বোঝানো যাবে না। গাছ কেটে ফেলার ফলে এই উইপোকারা গাছের ডাল খেয়ে বিরাট বাসা বাঁধে। গড়ে তোলে তাদের বিরাট বিরাট কলোনী।

অদ্ভুত রেস্তোরাঁ

ঈশ্বরের পক্ষে মানুষকে মিষ্টিতে পরিণত করাটা হয়ত খুব সহজ, কিন্তু নিষ্ঠুরতা থেকে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো কষ্টকর। হংকং-এর একটি রেঁস্তোরা এক ঘোষনায় জানিয়েছে যে, তারা এখন থেকে শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই নয়, উপরন্তু জীবন্ত বাঁদর, পাখি প্রভৃতি জীবন্ত পশুপাখি খাবারের জন্য ডিসে করে সরবরাহ করবে। ঐ রেঁস্তোরাটি ঘোষনা করেছে যে ৫ হাজার ডলার দাম

নিয়ে তারা এই রাজকীয় ভোজের খাবার সরবরাহ করবে। এই রাজকীয় খাদ্য তালিকায় আছে ভাল্লুকের থাবা, টিয়াপাখির জীভ, খেঁকশিয়াল, বুনো শুয়োর, হাঁসের ঠ্যাং ঝলসানো প্রভৃতি। জীবন্ত রাজহাঁসের ঠ্যাং কেটে, সেই ঠ্যাং টেবিলে রাখা উত্তপ্ত প্লেটের ওপর দেওয়া হয়। ঠ্যাংগুলো তখনও নড়াচড়া করতে থাকে। সিঙ্গাপুর সরকার ঐ রেঁস্তোরার মালিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, তারা যদি ঐসব সামগ্রী খাবার হিসাবে সরবরাহ করতে চান, তবে তা স্যুপের মধ্যে দিতে পারেন, কিন্তু এভাবে নয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর দৃষ্টান্ত

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁরা এখন সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে স গ্রাম করছেন। এমন একজন হলেন গুজরাটের সুরাট জেলার গান্ধেরী তালুকের কাচ্চোলি গ্রামের প্রধান, স্বাধীনতা সংগ্রামী কিকুভাই নায়েক। সম্প্রতি তাঁর পত্নী বিয়োগ হলে তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয় কুটুমদের ভুরীভোজে আপ্যায়িত না করে, সামাজিক সংস্কারের নতুন পরীক্ষা চালালেন। আত্মীয় স্বজনদেরও তিনি পুরানো রীতি অনুযায়ী তার স্মরণে দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করতে নিষেধ করলেন। এইভাবে যে অর্থ বাঁচালো, তা এবং কিকুভাই নিজের টাকা মিলিয়ে সব অর্থ মেয়েদের জন্য একটি মূক ও বধির বিদ্যালয়ের তহবিলে দান করলেন।

সাপ নিয়ে খবর

এবার মানুষ আর সাপ সম্পর্কে কাহিনী শুনুন। শারজাতে একজন সর্প প্রেমীকে একটা গোখরো সাপ কামড়ে দিয়েছে। ৩২ বছর বয়স্ক ভারতীয় সর্পপ্রেমী তায়িল আবু ২৫টা গোখরো সাপ-

বিশিষ্ট একটা ঘরে পুনরায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাপের ঘরে বেশীদিন কাটিয়ে বিশ্বরেকর্ড ভঙ্গ করা। গত জুনমাস পর্য্যন্ত তিনি ঐ ঘরে সময় কাটাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। হঠাৎ সে ঘরে এক আলোর ঝলকানিতে একটা গোখরো সাপ ঐ যুবকের গলার পিছনে কামড়ে দিলো। তিনি দাবী করছেন যে, বিভিন্ন ধরনের বিষের বিরুদ্ধে তাঁর শরীরে প্রতিষেধক তিনি গড়ে তুলেছেন। অবশ্য সাপে কামড়াবার কয়েকঘন্টা পরেই তাঁকে স্থানীয় হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কচ্ছপের ডিম

আর যখন সাপেদের পোষ মানাতে ব্যস্ত, তখন তামিলনাড়ুর বন এবং বন্যপ্রাণী দপ্তর কচ্ছপ বাঁচাও অভিযানে ব্যস্ত। তাঁরা সমুদ্রের পয়েন্ট ক্যালিমের, আরকোট্টিথুরাই এবং ভিল্লাপল্লমে কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্রে সামুদ্রিক কচ্ছপের ২৬ হাজার ডিমের প্রতি গত দুমাস ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছেন। কোডাইমুনাই থেকে মান্নারম পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার সমুদ্র উপকূল অঞ্চল থেকে এই ডিমগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ডিমগুলি ফোটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

ডিম ফুটুক না ফুটুক

দুষ্প্রাপ্য ধরনের দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টার্ড পাখী, যাকে সাধারণতঃ গোদাভান বলা হয়, সেই পাখী যোধপুরের চিড়িয়াখানায় সম্প্রতি এই প্রথম একটা বড় ঘেরা জায়গায় একটা ডিম পেড়েছে। প্রায় তিন সপ্তাহ তা দেবার পর, সেই ডিম থেকে বাচ্চা বের হবে। দেশের চিড়িয়াখানার ইতিহাসে এই প্রথম কুঁজোর মতো আধারে ঐ পাখীর বাচ্চা ডিম ফুটে বের হতে চলেছে।

হ্রদের জলে বিরাট প্রাণী

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে, স্কটল্যাণ্ডের লচ হ্রদে একটা অতিকায় প্রাণী কালো জলে হা করে থাকতে পারে। এ সম্পর্কে সাজসরঞ্জাম নিয়ে সম্প্রতি যে সব অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়েছিল, তাতে এ সম্পর্কে ৫০ বছরের প্রাচীন সব উপাখ্যানকে ভুল বলে প্রমাণ করা যায়নি। ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে এই প্রাণীকে প্রথম দেখা গিয়েছিল। শত শত লোক সেটাকে দেখেছিলেন, আর তখন থেকেই এ নিয়ে নানা উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। কিন্তু ১৯৫০ সালের আগে লচ হ্রদে এ নিয়ে সুষ্ঠু অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়নি।

আশ্চর্য্য মিলন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক গল্প উপাখ্যানের মধ্যে এখন কিছু কিছু বাস্তব ঘটনার কথা জানা যাচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চুড়ান্ত দিনগুলিতে যখন সোভিয়েত বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে, তখন একটা জাপানী শিশু পাছে কেঁদে ওঠে এবং তার কান্না শুনে সৈনেরা সেদিকে এগিয়ে যায়, তাই এটা প্রতিরোধ করতে জাপানী সেনাবাহিনী ঐ শিশুকন্যাটিকে বেয়োনেটের আঘাত করলো। ভাবলো সে মরে গেছে। সেই মেয়েটি দীর্ঘ ৩৮ বছর পরে জাপানে আবার তার পিতামাতার সঙ্গে এক অশ্রুসজল মুহুর্তের মধ্যে মিলিত হয়েছে। তার মা টোম চাতা তার চীনাভাষী কন্যা ইয়াসুকোর উদ্দেশ্যে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, তুমি মারা গেছো। এক চীনা দম্পতি ঐ শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন এবং চীনা ভাষা শেখান। তার নাম রাখেন সুমেই ওয়াং। ওয়াং-এর গলায় তিন ইঞ্চি ক্ষতের দাগ রয়েছে। গত এপ্রিলে যে ৪৫ জন মহিলা ও পুরুষ জাপানে তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ খবর করতে এসেছিলেন ওয়াং তাঁদের মধ্যে একজন।

১৯৪৫ সালে আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে জাপানীরা চীনে তাঁদের অনেক সন্তান সন্ততিকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরাও তাদের মধ্যে ছিলেন।

মর্মান্তিক

হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডি জেলার সুন্দরনগর মহকুমার বান্দলি পঞ্চায়েত অঞ্চলে মীন চাঁদ নামে এগারো বছর বয়স্ক একটা কিশোর প্রচণ্ড তুষার স্তুপের মধ্যে পুরো চারদিন এবং চার রাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে গেছে। সে তার পঞ্চান্ন বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মাকে নিয়ে পাহাড়ে দেড় মিটার তুষারের আস্তরণে আটকে পড়েছিল। মারহাদা গ্রামের ঐ মা ও ছেলে দুজনে মিলে পাহাড়ের অন্যপ্রান্তে গিয়েছিলেন। হঠাৎ আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়লো এবং সারাদিন ধরে প্রচণ্ড তুষার পড়তে লাগলো। কিন্তু তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, দু হাজার আটশো মীটার উঁচু পাহাড় অতিক্রম করে তাঁদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছাবেন। তাঁরা যদিও শেষ পর্য্যন্ত সেই পাহাড় অতিক্রম করলেন, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি আর একটুও পথ চলতে পারলেন না। সেখান থেকে তাঁদের গ্রাম তখনো দু কিলোমিটার দূরে। মা সেই পাহাড়ের এক কোণে কম্বল পেতে ছেলেকে রাতটা কোনো রকমে সেখানেই কাটাতে রাজী করলেন। একটা কম্বল পেতে, আর একটা কম্বল দুজনে জড়িয়ে রাত কাটালেন। পরদিনও তুষারপাত অব্যাহত ছিল। তৃতীয় দিনে যখন আকাশ পরিষ্কার হল, তখন সেই কিশোর কোনোরকমে তাঁদের চারপাশ থেকে বরফ সরিয়ে ফেললো। কিন্তু তার পক্ষে খুবই মর্মান্তিক ঘটনা যে, তাঁর মা তখন বেঁচে নেই। সেই কিশোর কোনো রকম খাবার না খেয়েই মায়ের মৃতদেহ আগলে সেখানে বসে রইলো। দুদিন পরে গ্রামবাসীরা মা ও সন্তানকে উদ্ধার

করে। ছেলেটা প্রাণে বেঁচে গেছে, তবে মায়ের জন্য তাঁর বড়ই আপশোষ।

স্বর্ণমুদ্রা

তামিলনাড়ুর চেংগাম তালুকে ইরাভান্দাওয়াদীতে চারজন মহিলা একখণ্ড জমির মাটি খুড়ছিলেন। কিছুদুর খোড়ার পর তাঁরা মাটির তলায় একটা ধাতুর পাত্র পেলেন। তার মধ্যে রয়েছে ২৪৮টি স্বর্ণমুদ্রা। পুলিশের হাতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি জমা দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাগুলি মোঘল আমলের বলে অনুমান করা হচ্ছে।

সৌর কুকার

নাগপুরের একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক একটি সৌর কুকার উদ্ভাবন করেছেন। ছ কিলোগ্রাম ওজনের এই সৌর কুকারটি একটা ছোট স্যুটকেশের মত এবং এটা বহন করা খুব সহজ। চারজনের খাবার এই কুকারে করে ৯০ মিনিটের মধ্যে রান্না করা যায়। এর দাম সাড়ে চারশো টাকার মতো।

দশ হাজার বছরের কঙ্কাল

মধ্য টেক্সাস শহরের ওয়াকোর কাছে মাটির তলা থেকে দশ হাজার বছরের পুরানো দুটি মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ধরনের কঙ্কাল খুব বিরল। বেনর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ জানিয়েছেন যে, আসলে তেরো বছর আগে ঐ কঙ্কাল দুটি পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদরা তাঁদের গবেষণার কাজ শেষ না করা পর্য্যন্ত তার কথা গোপন রাখা হয়। কঙ্কাল দুটির মধ্যে আছে একটি তুষার যুগের মানুষের কঙ্কাল ও অপরটি প্রায় তেরো চৌদ্দ বছর বয়স্ক একটি বালকের কঙ্কাল। উত্তর

পশ্চিম ওয়াকোর প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে ব্রাজোস নদীর তীরে একটা গুহার মধ্যে তাদের মৃতদেহগুলি পাশাপাশি রেখে কবর দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই গবেষণার কাজ শেষ হওয়ায় এই তথ্যটা জানানো হয়েছে।

জেলে জন্মদিন পালন

জাপানের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাদামিচি হিরাসাওয়া প্রায় ২৮ বছর ধরে কারান্তরালে থেকে সেণ্ডাই জেলে তার ৯১তম জন্মদিন পালন করেছে। টোকিওর ৩০২ কিলোমিটার উত্তরের সেণ্ডাই জেলে সে রয়েছে। বহু বছর আগে টোকিওর একটি ব্যাঙ্ক থেকে জাপানী মুদ্রা ১ লক্ষ ৬০ হাজার ইয়েন ডাকাতি করা এবং ১২ জনকে হত্যার অভিযোগে তাকেমৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বে হিরাসাওয়াই একমাত্র বন্দী যে এতদিন মৃত্যুদণ্ড পেয়ে কারাদণ্ড ভোগ করছে। জাপানে যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ বন্দী।

জীবিত না মৃত ?

দেরাডুনের এক মহিলাকে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করার পর তিনি হঠাৎ বেঁচে উঠলে তাঁর চিকিৎসকরা রীতিমত বিস্মিত হন। বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক কর্মীর পত্নী এই মহিলা হৃদযন্ত্রের অসুখে ভুগছিলেন। দুনের হাসপাতালে ভর্তি হবার দুদিন পরে তিনি মারা যান। পরে ডাক্তাররা যখন তার হৃদযন্ত্রে ম্যাসাজ করেন এবং ওষুধ ইনজেকশন প্রয়োগ করেন তখনই সেই মহিলা প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠেন।

কয়েদীদের গণবিবাহ

কিছুদিন আগে তেহেরাণ জেলে এক আশ্চর্য্য গণবিবাহ

অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনেরা ছিল দাগী আসামী ও কুলটা আর পাত্রেরা ছিল মূলতঃ চোর, ডাকাত ও ওষুধে ভেজালকারী। জেল কর্তৃপক্ষ সতেরোজন দম্পতিকে ইমাম মহ্‌দিহুমের জন্মদিন উদ্‌যাপিত করার জন্য একত্রিত করেছিলেন।

জীবজন্তুকে সম্পত্তি দান

কায়রোর একজন কোটিপতি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কুকুর, বিড়াল, গাধা প্রভৃতি জীব জন্তুর জন্য দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে তাঁর প্রতিবেশী মানুষদের চেয়ে এরাই ছিল প্রিয়তর। তাঁব উইলে এই ক্রোড়পতি বলে গেছেন, এই জীবজন্তুরা তাঁর সংগে কোনদিন বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনি, বরং তাঁকে খোশ মেজাজে রেখেছিল।

ডাকাতের লুকোনো সম্পদ

ইন্দোরের মোহরগড় দুর্গে একজন ডাকাত সর্দারের লুকানো, সম্পদের মধ্যে মান্দভ্ শাসকদের আমলের তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে,। ঝাঁসির লখপত্ রাই শর্মা নামে একজন ব্যক্তি অনুসন্ধান চালিয়ে দাবি করেছেন যে, তিনি এমন একটি তাম্র ফলক পেয়েছেন, যাতে এই গুপ্তধনের সন্ধানের লিপি দেওয়া আছে। শ্রীশর্মার সংগে মধ্য প্রদেশ সরকারের এক চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, ঐ ডাকাত সর্দারের লুকানো প্রচুর ধনসম্পদ উদ্ধার করা গেলে মধ্যপ্রদেশ সরকার পাবেন ৫০ শতাংশ, বাকিটা পাবেন শ্রীশর্মা। মধ্যপ্রদেশ সরকার এই অনুসন্ধান কাজের জন্য এ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন।

টেস্ট টিউব শিশু

আর একটা টেস্টটিউব শিশুর জন্ম হয়েছে। মেলবোর্ণের কুইন

ভিক্টোরিয়া মেডিকেল সেন্টারে গত ১৯৮১ সালের জুন মাসে এই কন্যা শিশুটির জন্ম হয়। অস্ট্রেলিয়ায় জন্মানো টেস্টটিউব শিশুর মধ্যে সে হল সপ্তম। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের মতে শিশুটি তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বারো সপ্তাহ আগে জন্মেছে এবং এর ওজন এক দশমিক এক কিলোগ্রামের কিছু বেশী। শিশুটির মার বয়স ২৭ বছর এবং তিনি একটি তিন বছরের পুত্র সন্তানের জননী। ভারতে প্রথম টেস্টটিউব শিশুর বয়স তখন ২ বছর ৯ মাস। এই শিশুটি প্রয়াত ডাঃ সুভাষ মুখার্জীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে ডাক্তার মুখার্জী এই শিশুটিকে পৃথিবীর আলো দেখাতে সাহায্য করেছিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতার শ্মশানে বাবার সঙ্গে এসে এই শিশুটি ডাঃ মুখার্জীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে।

সবচেয়ে বড় কমলালেবু

দক্ষিণ আফ্রিকায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কমলালেবুটি পাওয়া গেছে। এর ওজন ২·৫ কিলোগ্রাম। নেলসপুট জেলায় একজন শ্রমিক এই ফলটি পেয়েছেন। বিশাল এই কমলালেবুটা আগের ওজনের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। এর আগে রেকর্ড ছিল ৭৫৯ গ্রাম।

গাছের ভুতুড়ে কাণ্ড

শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু ঘটনাটা সত্যি একদল মজুরের সামনে এই ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে গেলো! প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে দুটি অর্জুন গাছ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। মজুরেরা যখন ডালপালা কাটছিল, তখন ধীরে ধীরে গাছদুটি খাড়া হতে শুরু করে দিল। তিন চার মিনিটের মধ্যে গাছ দুটি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পড়লো। ভীত সন্ত্রস্ত মজুরেরা লাফিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লো। এমন কি গাছের

গর্ত ও চারদিকের আলগা মাটি আগের মতোই সমান হয়ে বসে গেলো। উপড়ে পড়ার কোনো চিহ্নই আর থাকলো না। ঘটনাটা ঘটেছে আমাদেরই এই বীরভূম জেলার খয়রাশোল থানার পেরুয়া গ্রামে।

নামে কি আসে যায়

সেক্সপীয়র যদিও বলেছেন, নামে কি আসে যায় এবং গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক তার তেমনই সুগন্ধ থাকবে। আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীরা কিন্তু তা মনে করেন না। বিশেষ করে বিষয়টা যখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাঁরা মনে করেন, শিশুর জন্মের হার কমাতে হলে পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নাম বদলে শুধু পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর বলা উচিত। তা নাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রণটা তেমন তেজী হবে না। সম্প্রতি দিল্লীতে স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে তাঁরা এই অ-সেক্সপীয় হয়ে মন্তব্য করেছেন।

নারী বনাম পুরুষ

আদিবাসী মেয়েরা যে শুধু কঠোর পরিশ্রম করে তাই নয়, তারা পুরুষদের চেয়ে সংসারে বেশী আয় করে এবং আরো ভালো সংসার চালায়। এই তথ্য গুজরাটে আদিবাসীদের মধ্যে এক গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। আমেদাবাদে অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণে ভারতীয় গবেষণা সংস্থা আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে এ নিয়ে যে সমীক্ষা করেছিল, তাতেই এটি প্রকাশ পেয়েছে।

ছেলেকে বাচাতে

যে কোনো মায়ের কাছে তার শিশুর জীবন তার নিজের চেয়ে অনেক মূল্যবান। তার সাত বছরের ছেলের জীবন বাঁচাবার জন্য

এক ভদ্র মহিলাকে জীবন দিতে হয়েছিল। গত ৮১ সালের জুন মাসে মথুরা জংশনের কাছে দিল্লীগামী একটা ট্রেন থেকে মেয়েটি ঝাঁপ দিল তার ঐ ছেলেকে বাঁচাতে। ছেলেটা পাদানী থেকে পা ফস্‌কে পড়ে যায়। ছেলেটা বেঁচেছে, তবে হাসপাতালে। অবস্থা ভালোর দিকে। মায়ের মৃত্যু ঘটেছে।

রামানুজম তত্ত্ব

ভারতে অঙ্কের জগতে এক বিরাট প্রতিভা—রামানুজম। সংখ্যার সংযুক্তিকরণ বিষয়ে এক তত্ত্বের ওপর কাজ করছিলেন। তার মৃত্যু না হলে এটা একটা বিরাট আবিস্কার হতে পারতো। পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ জর্জ ই এণ্ড্রুজ এই মত পোষন করেন। তিনি লাইব্রেরিতে একটা পাণ্ডুলিপিতে ৬০০টি সমাধানের মধ্যে রামানুজমের সংখ্যা সংযোগতত্ত্বের খোঁজ পেয়ে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি

জয়পুরে মহারাজা সাওয়াই মানসিং মিউজিয়ামে সবচেয়ে পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে রয়েছে শালগ্রামমালা। সংস্কৃতে এবং হিন্দিতে লেখা ২১৬ পাতার এই পুস্তকটিতে ১৪৬ ধরণের শালগ্রামের কথা রয়েছে। প্রত্যেকটির আবার আলাদা প্রতীকচিহ্ন রয়েছে। বৈষ্ণবদের কাছে এবং গবেষকদের কাছে এর গুরুত্ব বিরাট। এর খুব কম কপি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কবর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

চীনা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা একটাপুরানো কবরের গর্ত খুঁড়ে খৃষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী আগেকার রথ আর ঘোড়ার ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন।

মুয়াইয়াং-এর সমন্বকার এই খাদটিতে ২৪টা ঘোড়া ও আটটা রথের ধ্বংসাবশেষ, মাটির বাসনপত্র, কাঠের চেয়ার এবং মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে।

ছত্রিশবছর গর্ত্তে লুকিয়ে

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, একজন রাশিয়ান সৈনিক নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অভিযোগে দণ্ডিত হবার ভয়ে ৩৬ বছর ধরে একটা গর্তের ভেতরে লুকিয়েছিল। ৬১ বছর বয়সে যখন সে বেরিয়ে এলো, তখন সে সন্ত্রস্ত, এবং সুর্য্যের আলোর দিকে তাকাতে অসমর্থ। সোভিয়েত কর্ত্তৃপক্ষ বলেছেন তার যৌবনে যা করেছিল, সেজন্য তাকে এখন শাস্তি দেওয়া হবে না।

কাঁচা মাছ খেয়ে সাতদিন

যখন তরুণ জয়বর্দ্ধন এবং তার কিশোরবয়স্ক বন্ধু সানমুঘা দাস সমুদ্র উপকূলে মাছ ধরার জন্য শ্রীলঙ্কার মাদগাল সমুদ্রতীর থেকে যাত্রা করে, তখন তারা একবারও ভাবেনি—গভীর সমুদ্রে নদিন ধরে কাচা মাছ আর নোনা জল খেয়ে তাদের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 'হিমগিরি' তাদের উদ্ধার করে বিশাখাপত্তনমে নিয়ে আসে। তারা জানায়, ১৯৮১ সালের জুন মাসের দুই তারিখে তারা মোটর বোটে মাদগাল উপকূলভাগ ছেড়েছে। মোটর লঞ্চের মোটর অকেজো হয়ে গেলে তাদের কাঁচা মাছ আর সমুদ্রের জল খেতে হয়েছে। তারা সঙ্গে কোনো খাবার নেয়নি।

হার্টের অসুখের আবিষ্কার

ম্যানিলাতে একদল চিকিৎসক রিউম্যাটিক হার্টের রোগের কারণ

আবিষ্কার করার পরে অর্দ্ধোন্নত দেশগুলিতে এই রোগের হার কিছুটা কমতে পারে। এশিয়ার বায়োলজিক্যাল গবেষণা বিভাগের জন্য ফিলিপাইন হার্ট সেন্টারের প্রধান জানিয়েছেন, এক ধরণের জীবাণুর সংক্রামণের ফলেই রিউম্যাটিক জ্বর এবং এই জাতীয় হার্টের অসুখ হোয়ে থাকে।

নাগাসাকিতে বোমা বর্ষনের নায়কের খেদ

ভুল নিশ্চয়ই মানুষ করে, আর সেই ভুল থেকে মানুষ শিক্ষা পেয় যাতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। বিশ্বে কিন্তু এমন ভুল বা অন্যায় করা হয়, যা দেখে কেউ কিছু শেখে না। আজ থেকে ৩৬ বছর আগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমা বর্ষণের ফলে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই মর্মন্তুদ ইতিহাস সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের সবচেয়ে বিধ্বংশীকারী মারাত্মক নিউট্রন বোমা তৈরীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে জাপান এই আগষ্ট মাসটি পারমানবিক বোমা-বিরোধী মাস হিসেবে পালন করেছে। পারমানবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করণ এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবীতে হাজার হাজার মানুষ জাপানের সড়কে সড়কে মিছিল বের করেন। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্টে মার্কিনী পারমানবিক বোমায় হিরোশিমা এবং ৯ই আগষ্ট নাগাসাকিতে নিহত নিরপরাধ মানুষের উদ্দেশ্যে জাপানের মানুষরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যে বিমানের সাহায্যে এই পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করা হয়, সেই বিমানের রেডিও অপারেটর মিঃ র‍্যাল্‌ফ কারির ওপরে ভার ছিল নাগাসাকির ওপরে বোমাটি বিস্ফোরণের সঙ্কেত দেওয়ার। ৩৬ বছর আগে এক রবিবার দিনে তিনি যে দৃশ্য দেখেছেন, তা তিনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না। ২০ হাজার

বিস্ফোরকের ক্ষমতা সম্পন্ন দশ হাজার পাউণ্ড ওজনের এই পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণে এক মুহূর্তে ৪০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। মিঃ কারি আরো বলেন যে, বিস্ফোরণের পরেই এক বিরাট মেঘের মত ধোঁয়া ক্রমে মহাকাশে উঠে আসে। তখন তাঁর বয়স ৫৬ বছর। ইলিনয়ের ষ্টারলিং এ বসবাসকারী স্বর্ণকার মিঃ কারি এখনো বুঝতে পারছেন না যে, এই ধরনের বোমা বর্ষণে কি আশা করা যেতে পারে।

এণ্টিবায়োটিক সমাচার

এখন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধপত্র এমন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে বিশ্বে নতুনভাবে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অসুখের নিরাময়ের জন্যে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধপত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা সোচ্চার দাবী জানিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, বেহিসেবি অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ফলে রুগীর শরীরে ওষুধ প্রতিরোধক ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্নরকমের সক্রামক রোগের জীবানুর বিরুদ্ধে যথেচ্ছভাবে পেনিসিলিন এবং টেট্রাসাইক্লিন ওষুধ ব্যবহারের ফলে, এই দুই ওষুধেব বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধক ব্যাকটেরিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে।

আদিবাসীদের গণবিবাহ

ভারতে গণবিবাহের ঘটনা মোটেই বিরল নয়। এই ধরণের গণবিবাহের পৃষ্ঠপোষকতায় সরকারও খুব বেশি এগিয়ে আসেন নি। মধ্যপ্রদেশ সরকার এই ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গত ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশের রতলাম, ঝাবুয়া এবং ধার জেলার পাঁচশোর বেশী আদিবাসী যুবকযুবতীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজ্য সরকার এগিয়ে আসেন। মহাজনদের হাত থেকে এই

আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্যেই রাজ্যসরকার এই প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচখরচা মেটাবার জন্যে আদিবাসীদের মহাজনের কাছ থেকে চড়াসুদে টাকা ধার করতে হতো। এছাড়া চরম দারিদ্রের জন্যে অনেক আদিবাসী যুবকযুবতী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতেই পারতেন না।

সাহসী যুবক

মানুষের সাহসের কি সীমা পরিসীমা আছে? না নেই। আর তাই প্রমাণ করেছেন কর্ণাটকের ১৮ বছর বয়স্ক আদিবাসী যুবক। এই আদিবাসী যুবকের নাম গোবিন্দ। কর্ণাটকের হোন্নাভরের কাছে এক বনে গোবিন্দ হঠাৎ এক মানুষখেকো বাঘের মুখোমুখি। হাতে তাঁর অস্ত্র বলতে ছিল কাস্তেটি। অপূর্ব সাহসের পরিচয় দিয়ে গোবিন্দ এই কাস্তের সাহায্যে হিংস্র বাঘের মোকাবিলা করেন। বাঘটি মারা পড়ে, কিন্তু বাঘের কামড়ে, থাবার আঘাতে গোবিন্দ বুকে, হাতে বেশ আহত হয়েছেন।

সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব

সাপের কথা শুনলে, দেখলে আঁতকে উঠেন না, এখন মানুষ বিরল। শুনলে নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন না যে, এমন মানুষও আছে যাঁদের কাছে সাপ বন্ধুপ্রাণী। সম্প্রতি কোয়েম্বাটুরে শ্রীনরসিম্মহণ পার্থসারথী একটি কাঁচের ঘরে বিষধর সাপের সঙ্গে ১৭ দিন কাটিয়েছেন। এটিই ছিল জনসমক্ষে তাঁর প্রথম প্রদর্শণী।

সত্যি মর্মান্তিক

তামিলনাড়ুর নগেরকয়েলের কাছে মুচি গ্রামে সাপের ব্যাপার নিয়ে এক মর্মন্তুদ ঘটনার খবর এসেছে। ওই গ্রামের এক কৃষকের

বাড়িতে পোষা বেড়াল ও একটি সাপের মধ্যে লড়াইয়ে এই দুটি প্রাণী মারা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি কিশোরীও নিহত হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এই গৃহস্থের বাড়িতে বিষধর সাপটিকে দেখতে পেয়ে পোষা বিড়ালটি ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেড়ালটিও সাপের কামড় থেকে রেহাই পায়নি। এক সময় বেড়ালটি মুখে কামড়ে ধরে সাপটিকে ছুঁড়ে ফেলে। পড়বি তো পড়—সাপটি গৃহস্থের ঘুমন্ত কন্যার ওপরে গিয়ে পড়লো, ও তাকে কামড়ে দিলো। কিছুক্ষণ পরে কিশোরী কন্যাটি সহ সাপ ও বেড়ালটি মারা যায়।

গাছের জল তেষ্টা

তেষ্টা পেলে গাছ আওয়াজ করে এমন ঘটনার খবর অস্ট্রেলিযার নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে পাওয়া গেছে। সেখানকার গবেষকরা দেখেছেন, তেষ্টা পেলে মাটি থেকে জল আহরণের জন্যে ওই গাছগুলি তাদের শেকড়ের ওপরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে, ফলে ক্লিক ক্লিক আওয়াজ শোনা যায়।

গাড়ির লাকি নাম্বার

হংকং-এ গাড়ি কেনা কোনো সমস্যাই নয়—তা সে মার্সিডিজ হোক, বা ক্যাডিলাক হোক। কিন্তু গাড়ির লাকি নাম্বার প্লেট পাওয়া হংকং-এ এক বিরাট ঝামেলার ব্যাপার। সেখানকার চীনা-বাসীরা গাড়ির লাকি নাম্বার প্লেট পাওয়ার জন্যে যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। এই লাকি নম্বরগুলো হলো তিন, ছয় অথবা আট। হংকং-এর চীনাদের কাছে তিন সংখ্যা হচ্ছে জীবনের প্রতীক, ছয় সুখ ও স্বাচ্ছন্দের আর আট সমৃদ্ধির। সম্প্রতি হংকং এর জনৈক সিনেমা শিল্পের কুবের ছয় সংখ্যাবিশিষ্ট গাড়ির নাম্বার প্লেটের জন্যে ৬৬ হাজার মার্কিন ডলার দিয়েছেন। প্রশাসনের জনৈক

উচ্চপদস্থ লাইসেন্সিং অফিসার জানিয়েছেন, গাড়ির ১ হাজার ১০টি লাকি নম্বর প্লেট নিলাম করে হংকং-এর প্রশাসন সম্প্রতি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার আয় করেছেন।

গুরু সমাচার

দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়াতে এক ধর্মোন্মাদের সংবাদ পাওয়া গেছে। অনুগামীদের এই উগ্র ধার্মিক গুরু বলেছিল যে, '১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে পৃথিবী লয় পাবে। প্রবল বৃষ্টিতে সারা পৃথিবী ভেসে যাবে। কেবল ৩২ জনের সমবেত আত্মহত্যার মাধ্যমেই পৃথিবীকে রক্ষা করা যেতে পারে বলে কলম্বিয়ার এই গুরুটি জানিয়েছিল। আর এই কাজের জন্যে ওই ব্যক্তিটি ৩২টি শিশুকে অপহরণ করেছিল। পুলিস তার উপাসনা কেন্দ্রে হানা দিলে সে কিন্তু পুলিসকে কোনো বাধা দেয়নি। অন্য দিকে উদ্ধারকৃত শিশুরা কিন্তু পৃথিবী রক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। আরো জানা গেছে, ঈশ্বরের তথাকথিত এই দূতটি কোনো পাহাড়ের চুড়া থেকে ২০শে অক্টোবর যে ৩২ জন আত্ম বিসর্জন করবে, তা নির্বাচনের জন্যে ব্যস্ত ছিলেন। এরপর কি ঘটেছে, জানা যায় নি।

বিরল রাখীবন্ধন

ঘটনাটি সাধারণ রাখীবন্ধনের নয়। সকলেরই জানা যে ইতিহাসের সেই কোন দিনটি থেকে সারা দেশজুড়ে বোনদের সম্মান রক্ষার জন্য ভাইয়েরা রাখী বন্ধনের দিনে অঙ্গীকার নেন। যে ঘটনার কথা বলতে চলেছি, তা কিন্তু অন্য রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান অপেক্ষা একটু ভিন্ন ধরনের। আমেদাবাদের সবরমতী জেলে এই ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয়। জনৈক গৃহ বধূ, হত্যাপরাধে দণ্ডিত চার জন

আসামীর হাতে রাখী বেঁধে দেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ঐ গৃহবধূর স্বামীকে হত্যার জন্য ওই চারজন আসামী বর্তমানে ওই জেলে দণ্ড ভোগ করছে। এছাড়া, স্থানীয় সংস্থা—সদবিচার পরিবারের বালিকা সেচ্ছাসেবীরা সবরমতী কারাগারে আটক অন্য অপরাধীদের হাতে রাখী বেঁধে দেন।

পায়ে হেঁটে বিদেশ সফর

কলিকাতার ছেলে শ্রীস্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন মার্কিন, যুক্তরাষ্ট্রে। পেশায় তিনি একজন মেকানিক। বন্ধুত্ব, প্রেম এবং বিশ্বশান্তি প্রসারে গত সাত বছরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় হেঁ:ট বিশ্বের ৫৬টি দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। গত এক বছর ধরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছেন। সফরের খরচ মেটাবার জন্যে তিনি আঁকা ছোট ছোট ছবি বিক্রি করেন। আর লোকের হাত দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সাতবছর সফরে তিনি অনেক অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে ভ্রমণের সময়ে তিনি এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন। এই দেশের একটি গ্রামের অধিবাসীরা তাকে গাছে পিছ:মোড়া করে বেঁধে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। ছোট একটি শিশুই তাঁর জীবন বাঁচায়।

ধূমপায়ীরা সাবধান

বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, শুধু ধূমপায়ীরা যে ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হন—তা নয়। ধূমপায়ীদের স্ত্রীরাও ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। চৌদ্দ বছর ধরে নানান সমীক্ষার পর গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। একটি বৃটিশ মেডিক্যাল পত্রিকায় এক নিবন্ধে জানানো হয়েছে যে, ধূমপান করেন না,

অথচ ফুসফুস ক্যান্সারে মারা গেছেন এমন মহিলার সংখ্যা সম্প্রতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমীক্ষায় আরো প্রকাশ যে, ধূমপান স্বামীদের ক্রমাগত ধূমপানের শিকার হয়েছেন ওঁরা।

মায়েরা সাবধান

মধ্যবয়সী মায়ের সন্তানের ন্যাটা হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। বৃটিশ গবেষকরা এক হাজারের বেশী শিশুর জন্ম ইতিহাস সমীক্ষা করে জানতে পেরেছেন যে, মধ্য বয়সী মায়ের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে একটি বাঁহাতি হবার সম্ভাবনা প্রচুর। কেন মানুষ বাঁ-হাতি হয়— সে সম্বন্ধেও গবেষণা করেছেন বৃটিশ গবেষকরা। জানা গেছে যে, বাঁ-হাতি মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে মগজের ডানদিক। যদিও স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মানুষের অঙ্গপ্রতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের বাঁদিকের মস্তিষ্ক। বাঁ-হাতি মানুষের ক্ষেত্রে মগজের ডানদিক বেশী সক্রিয় হওয়ার ফলে তাদের শরীরের বাঁ-দিক খুব বেশী কার্য্যক্ষম হয়ে ওঠে। আরো প্রকাশ, মগজের বাঁ দিকের তুলনায় ডানদিকের অংশের রি-ফ্লেক্স নিয়ন্ত্রণ অনেক দ্রুত। আর এর জন্যেই অনেক বাঁহাতি খেলোয়াড়ের Reflex ডানহাতি খেলোয়াড়ের তুলনায় অনেক বেশী।

পণ না নেবার শপথ

পণপ্রথা যে একটি নিন্দণীয় সামাজিক ব্যবস্থা তা আমাদের দেশে সকলের জানা। আর এই দুষ্ট প্রথার মোকাবিলাও যে সামাজিক পর্য্যায়ে করতে হবে—তাও এখন সকলেই বুঝতে পারছেন। সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোরে জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত পাঁচশোর বেশী নরনারী পণ নেবেন না বলে শপথ নিয়েছেন। শ্রীজৈন নবযুব মণ্ডল নামে একটি সংস্থা এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

কর্ণাটক হাইকোর্টের একজন বিচারপতি শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে অংশ নিয়েছিলেন। শপথ নেওয়া ছাড়া অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই পণ দেবেন না বলে ব্যক্তিগত মুচলেকাও দিয়েছেন।

যৌন রোগ সমাচার

দেশে এখন যৌন রোগের প্রকোপ বেশ কমের দিকে। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশের মতো মানুষ নাকি সিফিলিস বা উপাদংশ রোগে আক্রান্ত। আর গণোরিয়া বা প্রমেহ রোগে ভুগছে, এমন মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না বললেই চলে। কারণ প্রমেহ রোগে স্ত্রীলোকরা বেশি ভোগেন—আর তারা অনেকেই রোগের নাম জানতে গররাজী থাকেন। দেশে যৌনরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এমন মানুষের সংখ্যা মোট জনসখ্যোর প্রায় ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

মুল্যবান রত্ন

সম্প্রতি লণ্ডনের কমনওয়েলথ ইনষ্টিটিউটে শ্রীলঙ্কার একটি অমুল্য নীলকান্তমণি বা নীলা প্রদর্শিত হয়েছিল। দর্শণার্থীরা কিন্তু আরো বেশী চমৎকৃত হয়েছিলেন এই মণিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে। একটি গেখ্‌রো সাপ এই মুল্যবান প্রস্তর খণ্ডটি পাহারা দিচ্ছে। জানানো হয়েছে যে, শ্রীলঙ্কা রাষ্ট্রীয় মণিমুক্তা সংস্থা ১৯৭৩ সালে এই নীলাটি কিনেছিল। প্রকাশ যে, বিশ্বের প্রথম বৃহৎ কয়েকটি নীলার মধ্যে এটির স্থান তৃতীয়। টাকার মাপকাঠিতে এই পাথরটির দাম বলা খুবই মুস্কিল। সম্প্রতি লণ্ডনে আয়োজিত শ্রীলংকা উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আরো অনেক মুল্যবান রত্নরাজি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ধূমপান ও হৃদরোগ

ধূমপায়ীদের জন্যে সুখবর আছে। যে সমস্ত ধূমপায়ী বছর বছর ধরে সিগারেট ইত্যাদি ধূমপান করে আসছেন, তাঁরা যদি ধূমপান করা ছেড়ে দেন, তা হলে, হৃদরোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন। আগের গবেষণায় জানা গিয়েছিল যে, ধূমপানের ফলে ধমনী বা আর্টারী দিয়ে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সম্প্রতি ৫ হাজার লোকের ওপরে সমীক্ষা করে জানা গেছে যে, যাঁরা ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে।

কুকুর মারায় জরিমানা

শারিরীক বা মানসিক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যে গৃহপালিত পশুকে মেরে ফেলা পশ্চিমী দেশে একটি সাধারণ ঘটনা। আর ওই দেশে এমন ঘটনা আখছার ঘটে। সম্প্রতি লণ্ডনের একটি আদালতে জনৈক ব্যক্তিকে ৪০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অপরাধ, তিনি তাঁর প্রয়াত মায়ের কুকুরটিকে মেরে ফেলেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি আদালতে জানিয়েছেন যে, মায়ের মৃত্যু শোকে ৯ বছর বয়সের এই পোষা কুকুরটি প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলো। আর সেই কষ্ট থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই তিনি কুকুরটিকে মেরে ফেলেছেন।

পারমাণবিক মেঘ

মহাকাশে ছায়াপথের সীমানায় একটি বিরাট আকারের পারমানবিক বা মলিকুলার মেঘ আবিষ্কৃত হয়েছে। গবেষকরা অনুমান করছেন যে, পৃথিবী থেকে এই মেঘ ৩০ থেকে ৫০ হাজার

আলোক-বর্ষ দূরে আছে। আর এই আলোকবর্ষ মাপবার একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাও আছে। এই ধরণের নব আবিষ্কৃত মহাকাশের অনেক মেঘ আমাদের এই পৃথিবী থেকে ২০০ আলোক-বর্ষ দূরে আছে।

মানসিক রোগ সমীক্ষা

পুরুষমানুষের চেয়েও মেয়েরা মানসিক অবসাদে বেশী আক্রান্ত হ'তে পারেন। সম্প্রতি দেশের শহর এবং গ্রামাঞ্চলে মনস্তত্ত্ববিদরা এক সমীক্ষা চালিয়ে জানতে পেরেছেন যে, আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরণের রোগের প্রকোপ বেশ কম। জানা গেছে আদিবাসী পুরুষদের মধ্যে মানসিক অবসাদে ভুগছেন, এমন মানুষের সংখ্যা প্রতি হাজারে মাত্র ৬ দশমিক ৭ শতাংশ, অথচ মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে এই সংখ্যা হ'ল ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতি হাজারে এই সংখ্যা ৩১ দশমিক ১, এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে হাজারে ৪০ দশমিক ৬। অন্য দিকে, হিন্দুদের মধ্যে প্রতি হাজার পরুষের মধ্যে ২০ দশমিক ৩ শতাংশ লোক এই রোগে-ভুগছেন, আর মহিলাদের মধ্যে এই ধরণের রোগাক্রান্তের সংখ্যা হ'ল প্রতি হাজারে ৫২ দশমিক ৬।

বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

মধ্যপ্রদেশের সিওনি গ্রামে একটি ১১ বছরের বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য গত কিছুদিন আগে রায়পুর ওয়ালটেয়ার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি একটি বড় ধরণের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। রেল লাইনের কাছে খেলার সময় ছেলেটি হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে, লাইনের কয়েকটি ফিসপ্লেট নেই। দেখেই বুঝতে পারল যে, এখনি খবর না দিলে বিপদ ঘটবে। সে ছুটলো খবর

দিতে। একটু দূরেই রেলের কিছু গাংম্যান কাজ করছিল। বালকটি এই খবর দিতেই, তারা আপ ও ডাউনের দুটি ষ্টেশনেই খবর পাঠায়। আর এই দুর্ঘটনা যাতে না হয় তার জন্যে ষ্টেশন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেন।

মানুষকে কামড়ে সাপের মৃত্যু

সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায়, এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এমন খবর পাওয়া গেছে যে, মানুষকে কামড়াবার পর একটি গোখরো সাপের ইহলীলা সাঙ্গ হ'য়েছে। শুনতে অবশ্য কেমন কেমন লাগে। তবে ঘটনাটি সত্যিই ঘটেছে। খবরে প্রকাশ, উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে কাটেহারির একটি কলেজের পিওনকে একদিন রাত্রে এক গোখরো সাপ কামড়ায়। এরপর সাপটি ঐ পিওনের পায়ে বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলে অন্য লোকজন এসে জোর করে সাপটিকে টেনে বের করে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, তারপর সাপটি যন্ত্রণায় ছটপট কোরতে থাকে এবং সমবেত গ্রামবাসীর চোখের সামনে সাপটি তখনই মারা যায়। পরে জানা গেছে যে, ঐ পিওনটি গাঁজা খেতো। সাপে কামড়াবার ঘটনার ঠিক আগেই সে গাঁজা খেয়ে এসেছিল। এখন ঐ পিওনটি কিন্তু দিব্যি সুস্থ আছে।

দেড় ঘণ্টার জন্য মৃত্যু!

প্রচণ্ড জোরে বৈদ্যুতিক শক খাবার পর চীনের সাংঘাই শহরের গৃহনির্মান বিভাগের একজন কর্মী চ্যাং লিংগাও ৯৭ মিনিট মৃত ছিলেন। তবে সাংঘাই হাসপাতালের ডাক্তাররা ৯৭ মিনিট পরে ঐ মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। ঘটনার দিন সকাল ৮ টা ৩৮ মিনিটে ঐ কর্মীটি

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন এবং তাঁর হৃদস্পন্দনও বন্ধ হ'য়ে যায়। ডাক্তাররা অপারেশন কোরে তাঁর হৃৎপিণ্ডটি ডলে ডলে এবং মৃদু বিদ্যুৎ সঞ্চার কোরে সেটিকে আবার সবল কোরে তুলতে সক্ষম হন। যদিও তাঁর শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিকভাবে কাজ কোরছে তবু তাঁর মস্তিস্কের কিছু ক্ষতি হয়েছে।

যন্ত্র শব্দ শুনে কাজ করে

মানুষের মত যন্ত্রকেও নির্দেশ দেওয়া যায় এবং সেই মতোই যন্ত্র কাজকর্ম কোরছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট লুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ জে ফ্লেশমাই এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন কোরতে সক্ষম হ'য়েছেন, যার দ্বারা তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচারে সাহায্য পাচ্ছেন। যন্ত্রটি শব্দ শুনে কাজ কোরতে পারে।

ঘুমন্ত মাছ

সেদিন আর বেশী দুরে নেই যখন মৎস্য প্রেমিকরা জ্যান্ত মাছই কিনতে পারবেন। জাপানের জনৈক খাদ্য বিশারদ এমন একটি কৌশল উদ্ভাবন কোরেছেন, যার সাহায্যে মাছকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, জলের মধ্যে সমপরিমাণে অক্সিজেন এবং কার্বনডাই অক্সাইড মিশিয়ে এমন একটি ব্যবস্থা করা, যাতে মাছ ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতে পারে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার পর মাছটিকে আবার অন্য জলে ফেলে দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

নুইসেন্স ক্লাব?

সামাজিক অভিশাপের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য চণ্ডীগড়ের

মানুষরা নতুন এক উপায় খুঁজে বের কোরেছেন। বিভিন্ন রকম সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক এক অভিযান শুরু কোরেছেন। এর জন্য তাঁরা নতুন একটি প্রতিষ্ঠানও খুলেছেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছেন নুইসেন্স ক্লাব। সিনেমার টিকিটের কালো-বাজারীর বিরুদ্ধে তাঁরা অভিযান চালিয়েছেন, দুর্নীতি এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধেও সারা শহর জুড়ে তাঁরা অভিযান চালিয়েছেন।

মদ্যপানের বিরুদ্ধে

আর এক অভিযানের কথায় আসি। সুদূর মিজোরামের চম্পাই শহরের যুবকরা মদ্যপানের বিরুদ্ধে এক নতুন ধরনের অভিযান শুরু কোরেছেন। তাঁরা সোশ্যাল রিফর্ম ইউনিয়ন নামে একটি সংস্থা গঠন কোরেছেন। প্রথমে তাঁরা মদ্যপায়ীদের সাবধান কোরে দিচ্ছেন। তাতে কাজ না হ'লে, অপরাধীদের ধরে তাঁরা মাথা কামিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। এতেই শেষ নয়, এই ন্যাড়া করার জন্যে অপরাধীদের কাছ থেকে মাথাপিছু ২ শো টাকার মতো অর্থদণ্ডও আদায় কোরে নেয়া হ'চ্ছে। এই অভিযান কিন্তু ঐ অঞ্চলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

এরকম আরেকটি খবরের কথা বলি, আন্দামানের লোকেরাও কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই পিছিয়ে নেই। বে আইনী চোলাই মদের কারবার এবং বিক্রি বন্ধ করবার ব্যাপারে দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের তুষ্ণাবাদ গ্রামের অধিবাসীরা খুব চেষ্টা কোরে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা সফলও হ'য়েছেন। গ্রাম প্রধান তিন বছর আগে মদ খাওয়া ছেড়ে দেন, আর তাঁর এই দৃষ্টান্তে সকলেই অনুপ্রাণিত হন। শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন, আজ ঐ গ্রামটিতে কিন্তু কেউ মদ খান না।

পায়ে হেঁটে রেকর্ড

কর্ণাটকের ২১ বছর বয়েসী যুবক শ্রী বি, কে, দাত্তাত্রি কর্ণাটক

থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি মোট ১৯ হাজার কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন। তাকে ঘুরপথে যেতে হয়েছে এগারোটা রাজ্যের মধ্য দিয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং এর এই প্রাক্তন ছাত্র দৈনিক ৬০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন। শ্রীদাত্তাত্রি জানিয়েছেন যে, যোগশিক্ষার ফলে তাঁর পক্ষে দৈনিক আট থেকে ন ঘন্টা হাঁটা সম্ভব হয়েছে। এর জন্যই তিনি ঐ জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করতে পেরেছেন।

শিম্পাঞ্জীদের ট্রেনিং

কালিফোনিয়ায় এক গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, কম্পিউটারের মাধ্যমে শিম্পাঞ্জীদের মানুষের সঙ্গে কথা বলার ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে। শিম্পাঞ্জীদের মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগে প্রথম পাঠ আয়ত্ব করতে। কম্পিউটার চালানোর পদ্ধতি তাদের শিক্ষিয়ে শিম্পাঞ্জীদের বুদ্ধি কতটা তা নির্ণয় করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই তাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

চায়ের গুণ

গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, ভারতীয় চায়ে এমন ধরণের ভেষজ উপাদান আছে, যা হৃদরোগ এবং রক্তচাপের রোগ সারাতে সক্ষম। দক্ষিণ ভারতের ইউনাইটেড প্ল্যান্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই গবেষণা সম্পর্কে শীঘ্রই নথিপত্র প্রকাশ করা হবে। ডঃ এন, পি, শেষাদ্রি কোচিনে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন।

হোম থেরাপী

বিশেষ বিশেষ সামগ্রী আগুণে আহুতি দিয়ে অগ্নিহোত্রের মাধ্যমে

ভগবানের উপাসনা করার প্রাচীন বৈদিক রীতির কথা জানা আছে। এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই রোগমুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা হোম থেরাপী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে শুধু রোগমুক্তিই নয়, মানসিক অবসাদ দূর হয়। মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ মিঃ ব্যারি র‍্যাথনার পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক উত্তেজনা প্রশমনে অগ্নিহোত্রের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, এতে শিশুদের মৃগীরোগ আরোগ্যে এবং মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক উন্নতিতে সাহায্য হয়। মিঃ ব্যারি বলেছেন যে, মৃগীরোগগ্রস্ত তিনজন শিশুকে চারমাস ধরে অগ্নিহোত্রের মাধ্যমে শরীরে তাপ লাগিয়ে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত কবা সম্ভব হয়েছে। এমনকি, এতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বুদ্ধির পরিমাণ অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং কয়েকজন ধূমপান ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, এই অগ্নিহোত্র চর্মরোগ, চক্ষুরোগ, সর্দি, পেটের অসুখ, টন্সিলাইটিস এবং পেশীর ব্যথার বিরুদ্ধে খুবই কার্য্যকরী। একটা জার্মান ওষুধ তৈরীর কোম্পানী যজ্ঞের ছাই থেকে ওষুধও তৈরী করেছে, যা সরষে গাছের ক্ষয়রোগ সারাতে সক্ষম। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে অগ্নিহোত্র খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

পুলিশের দৃষ্টান্ত

আমরা বেশীর ভাগ লোকই মনে করি, পুলিশ মানেই লাঠিধারী হৃদয়হীন মানুষ। কিন্তু বাইরের কঠোর মূর্তির আড়ালেও পুলিশের মধ্যে মানবিক অনুভূতি বিরাজ করে। দিল্লীর একটা সাম্প্রতিক ঘটনায় তার প্রমাণ মিলেছে। গত জানুয়ারী মাসের ২৫ তারিখে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ ৫ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী দিল্লীর একজন সিমেন্ট ডীলারের বাড়াতে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দিচ্ছিলো। সেই বাড়ীর কয়েকজন লোক দুষ্কৃতকারীদের তাড়া

করলেন। দুষ্কৃতকারীরা গুলি ছুড়লো। এতে একজন বুলেটে আহত হলেন। খবরটা শুনে পুলিশের লোকেরা ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলেন এবং আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ আহত ব্যক্তির দেহ থেকে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে। হাসপাতালে তার অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন হল। একজন ডেপুটি কমিশনার সহ দশজন পুলিশ অফিসার নিজেদের রক্ত দিয়ে সেই আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করলেন। তাঁরা স্থাপন করলেন মানবিকতার এক নজীর বিহীন দৃষ্টান্ত।

প্রতিবন্ধীর বিশ্ব রেকর্ড

কথায় বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। প্রতিবন্ধী একজন প্রাক্তন সৈনিক ৩২ জন সক্ষম ব্যক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ম্যারাথন সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতায় বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত কুড়ি হাজার কিলোমিটার সাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতায় শ্রী এন, পিতম্বরণ নামে একজন প্রতিবন্ধী ৫৮ দিন সময় নিয়ে এক নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ২১টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে সাইকেল চালিয়ে যেতে হয়েছে। প্রতিদিন তিনি গড়ে তিনশো কিলোমিটার পথে সাইকেল চালিয়েছেন। শ্রীপীতম্বরণ একজন প্রাক্তন ছত্রী সৈন্য।

মহাকাশে প্রেম

সেদিন আর খুব দূরে নেই যখন স্বামী স্ত্রী যৌথভাবে মহাকাশ পরিক্রমায় বের হবেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, মহাকাশ যানে পরিক্রমার সময় ভারসাম্যহীন অবস্থায় প্রেম করা সম্ভব। তাঁরা একথাও বলেছেন যে দীর্ঘ সময় মহাকাশে পরিক্রমাকালে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক দৈহিক মিলনও ঘটতে পারে। তবে

দম্পতিদের এ ব্যাপারে কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, পৃথিবী থেকে কেউ তা দেখছেন না।

উচিত শিক্ষা

এবার এক রোমিওর উচিত শিক্ষার ঘটনার কথা বলছি। ব্যাংককের একজন পুলিশ এক সপ্তদশী যুবতীকে জোর করে চুম্বন করতে গিয়ে ঐ যুবতীর দাঁতের কামড়ে নিজের জীভটা খোয়ালো। পুলিশটা ঐ সপ্তদশী কন্যার বাড়ীতে গিয়ে কলিং বেল টিপলো। মেয়েটি দরজা খুলতেই লোকটা তাঁকে পরম আগ্রহে চুম্বন করলো। মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের প্রচণ্ড কামড়ে তার জীভের কিছু অংশ কেটে নিল। বেচারা পুলিশের জিভের কিছুটা অংশ মেয়েটার মুখের মধ্যে রয়ে গেল। কাটা জিভ ফেলে বেচারা দৌড়ে পালালো। সেই মায়াবী কন্যা এরপর জীভের ঐ কাটা অংশটা প্লাষ্টিকের ব্যাগে পুরে স্থানীয় থানায় নিয়ে গেলো। এরপর সেই রোমিওর ভাগ্যে কি ঘটেছে, তা অবশ্য জানা যায়নি।

এক ঘণ্টায় দই

মহীশূরের সেণ্ট্রাল ফুড টেকনোলজি ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট চটপট দই তৈরীর এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই দই তৈরী হয়ে যাবে। স্বাভাবিক পদ্ধতিতে দই তৈরী করতে প্রায় বারো ঘণ্টা সময় লেগে যায়। শীতকালে আরো বেশী সময় লেগে যায়। মহীশূরের ঐ সংস্থা এক ধরনের শুকনো মিক্সচার তৈরী করেছেন। দুধের সঙ্গে সামান্য ভাল দই মিশিয়ে তাতে ঐ গুঁড়ো মিক্সচার মিশিয়ে দই পাতলে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে দই জমে যাবে। আর ঐ শুকনো মিক্সচারটা তিন মাস পর্য্যন্ত রেখে দেওয়া যাবে, খারাপ হবে না।

হস্তী সমাচার

বন্য প্রাণীরা আন্তর্জাতিক সীমারেখা বা স্থানান্তর সংক্রান্ত আইন মেনে চলে না। উত্তর প্রদেশের দুধওয়া জাতীয় পার্কের ক্ষেত্রে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সেখানকার ২৫টি হাতী সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সীমারেখা ছাড়িয়ে নেপালের অরণ্যে প্রবেশ করেছে। ঐ পার্কের অধিকর্তা বলেছেন যে, ভূমিতে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে বুনো হাতিরা সবচেয়ে বেশী এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়। তারা এক জায়গায় খুব বেশীদিন থাকে না। অবশ্য ঐ সব হাতিরা সেখান থেকে চলে যাবার আরো একটা কারণ হল, ঐ পার্কে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি। গত ৬ বছরে সেখানে বাঘের সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৫তে দাঁড়িয়েছে। বাঘেরা হাতিকে অবাধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে দেয়না।

টাকা রেখে সুদ নেন না

ব্যাঙ্কে টাকা রেখে তার জন্য কেউ সুদ নেন না, এমন কথা কি আপনারা কেউ শুনেছেন? না, তাইতো লোকে বলে, টাকার চেয়ে সুদ মিষ্টি। কিন্তু কেরালার ব্যাঙ্কগুলো সেই দিক থেকে সত্যিই ভাগ্যবান। সেখানে কয়েক হাজার ধার্মিক মুসলমান ব্যাঙ্কগুলোতে টাকা গচ্ছিত রাখেন, কিন্তু তার জন্য সুদ নেন না। মোটামুটি একটা হিসাবে জানা গেছে যে, কেরালার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে মুসলীমদের এবং মুসলীম সংস্থাগুলির প্রায় দশ কোটি টাকার সুদ মুক্ত আমানত আছে। আজ থেকে চৌদ্দশো বছর আগে পবিত্র কোরাণে মুসলীমদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল যে, তাঁরা যেন সুদ না নেন। তাই তারা সুদ নেননা, এমনকি সেই সুদের টাকা অনাথ আশ্রমগুলোকে পর্য্যন্ত দান করতে

চাননা। কারণ তারা মনে করেন এটা এমন একটা পাপ, যা ক্ষমার অযোগ্য।

দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা

মথুরাতে সরকারী মিউজিয়ামে খৃষ্টপূর্ব আটশো বছর আগেকার আমল থেকে শুরু করে বর্ত্তমান সময়ের বহু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা প্রদর্শণের জন্য একটা গ্যালারী খোলা হয়েছে। সেখানে আড়াইশো মুদ্রার মধ্যে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে মথুরাতে প্রচলিত পাঞ্চ করা মুদ্রাও স্থান পেয়েছে। এই সব মুদ্রার মধ্যে এমন মুদ্রাও আছে, যাতে ভগবান কৃষ্ণের বড় ভাই বলরামের মূর্তি আঁকা রয়েছে।

ঝুলন্ত কফিন

আধুনিক বিশ্বের অনেক আশ্চর্য্যজনক ঘটনার মধ্যে উত্তর ফিলিপিন্সের সাগাদা শহরের শতশত বছরের পুরানো ঝুলন্ত কফিন হল একটি। সেখানে মাটি থেকে প্রায় এক হাজার ফিট উঁচুতে একটা গ্রানাইট পাহাড়ের চূড়ায় কয়েকটা কফিন আছে। পাহাড়ের চূঁড়ায় কেউ উঠতে পারে না। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই পাহাড়ের পাদদেশে চিতা জ্বালিয়ে সেখানে শুয়োর আর মুরগী কাটা হয় মৃতদের আত্মাকে খুশী করার জন্য। কফিনগুলো পাহাড়ের চুড়ায় রাখা আছে, মৃত আদিবাসীদের নেতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শণের জন্য। সাগাদার ঐ ঝুলন্ত কফিনগুলোকে বলা হয় ফিলিপিন্সের ব্যাবিলন।

এক সঙ্গে ছটি সন্তান

ছত্রিশ বছর বয়স্কা একজন ইরাকী মহিলা একসঙ্গে ৬টি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। ছটিই পুত্র সন্তান। মাকবুলা-আহমেদ

নামে ঐ মহিলার ৬টি সন্তানের প্রত্যেকটির ওজন হল ৬ পাউণ্ড। মধ্য ইরাকের একটা হাসপাতালে মা ও তার ছটি সন্তান এখন ভালই আছে। মিসেস আহমেদের এর আগের চারটি সন্তান আছে।

জাপানে বিবাহ বিচ্ছেদ

জাপানে দ্রুত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। এক সরকারী সমীক্ষায় জানা গেছে যে, সেখানে প্রতি তিন মিনিট এগারো সেকেণ্ড অন্তর একটি করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। ঐ সময়ে একজোড়া দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলেও পাঁচ জোড়া দম্পতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। এ হিসাবটা গত বছরের। জাপানী মহিলাদেব শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ফলেই নাকি এই সব বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। সেখানে দশ বারোবছর বিবাহিত জীবন যাপনের পরই ঐসব বিবাহ বিচ্ছেদেব ঘটনা ঘটছে বলে সমীক্ষা রিপোর্টে জানা গেছে।

টেস্ট টিউব বাছুর

টেস্ট টিউবে মানবশিশু জন্মানোর কাহিনীর কথা শুনেছেন। এবার শুনুন টেষ্ট টিউবে বাছুর জন্মানোর কাহিনী। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিকভাবে টেস্ট টিউবে অপুষ্ট ডিম্বানুকে পুষ্ট করার এক পদ্ধতি উদ্ভাবনে সাফল্য অর্জন করেছেন। লেনিনগ্রাদের কাছে সোভিয়েত শহর পুশাকিনে তাদের পরীক্ষার ফলে একটি গরুর টেস্ট টিউবে একটা এঁড়ে বাছুর জন্মেছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এই সাফল্য খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ ইতিপূর্বে টেষ্ট টিউবে খরগোস এবং ভেড়ার জন্ম দেবার পরীক্ষা অন্যান্য দেশে সফল হয়নি।

বিমানে সন্তান প্রসব

বাংলাদেশের একটা বিমানে সেদিন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। বিমানটা ঢাকা থেকে উড়ে করাচির দিকে যাচ্ছিলো। মাঝ পথে আকাশে রাজস্থানের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় বিমানের এক মহিলা যাত্রী বাথরুমে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরেই বাথরুমের ভেতর থেকে সাহায্যের জন্য তাঁর করুণ আর্তনাদ ভেসে এলো। যাত্রীরা হতচকিত। পরে সেই মহিলা বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক নবজাত পুত্রসন্তানকে কোলে নিয়ে। মাটি থেকে এগারো হাজার মিটারের বেশী ওপরে বিমানের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার ঘটনা সম্ভবত এই প্রথম। বাংলাদেশের বগুড়া নিবাসী ঐ মহিলার নাম মাজমুন। তিনি এবং তাঁর পুত্রসন্তান ভাল আছে। বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, তাদের বিমানে এই দুর্লভ ঘটনার জন্য তাঁরা নবজাত ঐ শিশুটিকে সারাজীবন তাঁদের বিমানে বিনাভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দেবেন।

চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া ?

সম্প্রতি ম্যানিলা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য নির্দ্ধারিত একটি চলচ্চিত্রে একটা যৌনদৃশ্য দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে এক ভদ্রলোক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। ঐ একই চলচ্চিত্র দেখে এসে এক ঈর্ষাকাতর মহিলা তাঁর স্বামীকে গুলি করে হত্যা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

কুমেরুতে গবেষণা

কুমেরুতে দ্বিতীয় ভারতীয় অভিযাত্রী দলটি বরফাচ্ছাদিত মহাদেশের দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে তাঁদের মূল শিবির স্থাপন করেছেন।

তাঁদের সঙ্গে যে বেতার টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে তা বেশ ভালভাবেই কাজ করছে। এই অভিযাত্রী দলের বিজ্ঞানীরা সেখানে হিমবাহ, ভূতত্ত্ব, আবহাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে এখন গবেষণার কাজ চালাতে ব্যস্ত! কুমেরু মহাদেশে কিছু দুষ্প্রাপ্য ধরণের উল্কার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে সূত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপর যে অভিযাত্রী দলটি সেখানে গিয়েছিলেন, তাঁদের রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা গেছে। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কুমেরু মহাদেশে একত্রিশটি এই ধরণের উল্কার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে কয়েকটিতে অঙ্গারক অনু পদার্থ রয়েছে। আবার কিছু অঙ্গারক অনুপদার্থে অ্যামিনো-এসিডের অস্তিত্ব আছে, যা জীবন্ত কোষের মৌলিক উপাদান।

সবচেয়ে ছোট কম্পিউটর

কম্পিউটর প্রযুক্তির দিক থেকে মানুষের অগ্রগতির কোনো সীমা পরিসীমা নেই। জাপানের প্রযুক্তিবিদরা এমন ছোট ধরণের কম্পিউটর তৈরী করেছেন, যা একটা ব্রীফকেসের মধ্যে করে অনায়াসে নিয়ে যাওয়া যায়। ত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা আর একুশ দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার চওড়া এই কম্পিউটরটি হাতে বহনযোগ্য বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটর বলে দাবী করা হয়েছে।

পরিশ্রমী শিল্পী

এবার রাজস্থানের একটা ছোট্ট গ্রামের কঠোর পরিশ্রমী কারুশিল্পীদের সাফল্যের কাহিনী শুনুন। জয়পুর থেকে প্রায়

পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে বাগরু বলে একটা গ্রাম আছে। সেখানকার কয়েকজন শিল্পীর হাতে ছাপা সূতীবস্ত্র নক্সার দিক থেকে উৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এতদিন তাঁদের ঐ শিল্পকর্মের বাজার শুধু জয়পুরে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্রায়তন গ্রামীন শিল্প কর্পোরেশনের সহায়তায় তাঁদের ছাপানো ঐসব সামগ্রীর শুধু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, বিদেশেও দারুণ চাহিদা দেখা দিয়েছে। তাঁরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ঐসব জিনিষের জন্য অর্ডার পাচ্ছেন।

এক সঙ্গে পাঁচটি সন্তান

হাঙ্গেরীতে এক মহিলা পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এর মধ্যে আছে চারটে কন্যা এবং একটা পুত্র সন্তান। তারা সকলেই এখন ভাল আছে। সিজারিয়ান অপারেশন করে ঐ সন্তানদের ভূমিষ্ঠ করা হয়। হাঙ্গেরীতে গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই প্রথম একজন মহিলা একসঙ্গে পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিলেন। তাই এটাকে একটা রেকর্ড বলা যেতে পারে। বুদাপেষ্টের একটা ক্লিনিকে এই পাঁচটি সন্তানের জন্ম হয়েছে।

তামাক থেকে সাবধান

তামাক চিবোনো থেকে সাবধান! তামাক চিবোনো থেকে আপনাদের মারাত্মক মুখের ক্যান্সার রোগ হবার সম্ভাবনা আছে! কটকে সদ্যসমাপ্ত ভারতীয় রেডিওলজিক্যাল কংগ্রেসে যে নথিপত্র পেশ করা হয়েছিল তাতে বলা হয়, তামাক চিবোনোর ফলে মুখের ক্যান্সার হতে পারে বলে গবেষণা করে দেখা গেছে। ওড়িশায় এই গবেষণার কাজ চালানো হয়। তামাক চিবোন এমন প্রায় তেতাল্লিশ হাজার জনকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে প্রায় নয়

শতাংশ ক্ষেত্রে ক্যান্সারের পূর্ববর্তী লক্ষণ ধরা পড়েছে। কয়েকজনের মুখের মধ্যে সাদা দাগ লক্ষ্য করা গেছে। আর ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে দাঁতে এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে ক্যান্সার রোগের লক্ষণ বিদ্যমান ছিল।

মহাকাশচারী শিম্পাঞ্জীর মৃত্যু

মহাকাশে রকেটে করে বিশ্বের যে প্রথম শিম্পাঞ্জীকে পাঠানো হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা জু-লজিক্যাল পার্কে সম্প্রতি তার মৃত্যু ঘটেছে। হ্যাম নামে এই শিম্পাঞ্জীটি মারা গেছে ২৬ বছর বয়সে। ১৯৬০ সালের ৩১শে জানুয়ারী হ্যামকে মার্কিন রকেট রেডস্টোনে করে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল।

বোমার বদলে মুদ্রা !

এবার এক সৌভাগ্যের কথা বলছি। এথেন্সে ওলিম্পিক এয়ার-ওয়েজের বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিমানের মধ্যে একটি বোমা রাখা আছে, টেলিফোনে এরকম খবর পেয়ে গ্রীক পুলিশ বিমানে তল্লাসীর কাজ শুরু করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ! বিমানে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ বোমার পরিবর্তে খুঁজে পেলেন ৯০ লক্ষ গ্রীক মুদ্রা ভর্তি একটা স্যুটকেস। এর মূল্য হবে এক লক্ষ সাত হাজার ডলার। বিমানটির জুরিখে যাবার কথা ছিল। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির কাছ থেকে ফোন পেয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানটিকে একটা নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তল্লাসীর কাজ চালালেন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। আর তারই মধ্যে পাওয়া গেল ঐ মুদ্রা ভর্তি স্যুটকেসটা। বলা বাহুল্য, স্যুটকেসের কোনো দাবীদারের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ব্রাদার পিটারের কাহিনী

মানুষের সেবার ইচ্ছে থাকলেও তার কাজের কোনো সীমা পরিসীমা থাকে না। তিরানব্বই বছর বয়স্ক একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় সাব পোষ্ট মাষ্টারের কাহিনী শুনুন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ডাক বিভাগে তার কাজের ৭০ বছর পূর্ণ করলেন। তামিলনাড়ুর কোঙ্গইকনল এ একটা ডাকঘরে তিনি কাজ করেছেন। ঐ ডাকঘরটা দেশে এই ধরণের ডাকঘরের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। সকলেই তাঁকে ভালবেসে ডাকেন ব্রাদার পিটার বলে। আন্তর্জাতিক বৃদ্ধ-বর্ষে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

গরুর গাড়ীতে উপগ্রহ

বর্তমানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যখন উপগ্রহ তৈরী করা হচ্ছে, তখন এই গতির যুগে গরুর গাড়ী কেমন যেন বেমানান। আর একটা গরুর গাড়ীতে করে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ বহে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—দৃশ্যটা সত্যিই একেবারে কেমন যেন অদ্ভুত। কিন্তু বাস্তবে সত্যিই এ ঘটনা ঘটেছে। আর এটা ঘটেছে আমাদের এই ভারতেই। ব্যাঙ্গালোরে মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা ১৯৩০ সালে এ্যাপেল উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপনের জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার আগে ধাতব মুক্ত পরিবেশে পরীক্ষার জন্য সেটিকে গরুর গাড়ীতে করে কাছাকাছি একটা মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করতে মোট সময় লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা। খরচ পড়েছিল কত জানেন? বড় জোর পঞ্চাশ টাকা।

অথচ অন্য কোনোভাবে এর পরীক্ষা করতে গেলে উপগ্রহটিকে

বাইরে পাঠাতে হত এবং তার জন্য প্রচুর খরচ পড়তো। শুধু তাই নয়, অনেক বেশী মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হতো।

সবচেয়ে বড় জুতো

মহাকাশে মানুষের অবস্থানের ব্যাপারে যখন রেকর্ড স্থাপন করা হচ্ছে, তখন একটা জুতো রেকর্ড বুকে স্থান করে নেবে, তার কথা কি কেউ চিন্তা করছেন? হ্যাঁ, আগ্রায় তৈরী এক জোড়া জুতো গিনিস বুক অফ ওয়াল্ড রেকর্ডে অন্তর্ভূক্ত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। কেননা এ ধরনের জুতোর মধ্যে এ দুটো যেমন বড়, তেমনি ভারী। এর একটা জুতো ক্যানাডার টোরান্টোতে ইন্টারন্যাশানাল মু-মিউজিয়ামে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কিন্তু এটা মোড়কে ভরার সময় জুতোর কিছু ক্ষতি হওয়ায় দিল্লীর কাছে ফরিদাবাদে একটা জুতোর কারখানায় তা সারাবার জন্য পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় জুতোটিকে কর্মচারীদের ভাল কাজের জন্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের প্রশংসার নিদর্শন স্বরূপ কোলকাতায় একটা জুতোর কারখানায় পাঠানো হয়েছে। এই জুতো জোড়ার প্রত্যেকটির ওজন ১২০ কেজি। জুতোটা লম্বায় ১৭৫ সেন্টিমিটার। এর উচ্চতা ২৫২ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার। এর আগে গিনিসন বুক অফ রেকর্ডসে সবচেয়ে বড় এবং ভারী জুতোর যে রেকর্ড ছিল সেই জুতোটার উচ্চতা হল মাত্র ১৩৫ সেন্টিমিটার এবং এর ওজন ছিল ২৮ দশমিক ১ কেজি। প্রথম জুতো দুটো এক ভদ্রলোক তৈরী করার অর্ডার দিয়েছিলেন। এখন ঐ জুতো প্রস্তুতকারকরা এই ধরণের তৃতীয় জুতোটা তৈরী করতে ব্যস্ত।

হৃদরোগীদের জন্য

হৃদরোগীদের পক্ষে একটা সুখবর আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

ইউনিভারসিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডা মেডিকেল কলেজের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম ম্যাগনেটিক হার্ট পাম্প সিস্টেম উদ্ভাবন করেছেন। এটা হৃদযন্ত্র কাজ না করলে তার পরিবর্তে কাজ করবে। হৃদযন্ত্র চলাচলে এটা সাহায্য করে। আর এটা নিয়ে রোগী এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাফেরাও করতে পারবে। এই নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা তিন বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তবে তারা একথাও বলেছেন যে মানুষের দেহে এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো অন্তত সাত থেকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। এখন এই ব্যবস্থা প্রাণীদের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

হৃদরোগ সম্পর্কে এবার আরো কিছু বলছি। চিকিৎসকদের মতে ধূমপানে ও উচ্চ রক্তচাপের মতো রাগ বিদ্বেষও মানুষের হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁরা জানিয়েছেন যে, এই ক্রোধ এবং রাগারাগির ফলে হার্টের অসুখে অনেকে উপযুক্ত বয়সের আগেই মারা গেছে, এমনও দৃষ্টান্তও আছে। যে সমস্ত লোক খুব সহজভাবে জীবন-যাপন করেন, কোনো ব্যাপারেই উত্তেজিত হয়না, তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

পুরানো অভ্যেস

একটা কথা আছেনা, পুরানো অভ্যেস কিছুতেই যায় না। বাংলা দেশের একজন পুলিশ কনষ্টেবলের সততা এবং তৎপরতার ফলে সেদেশের একটা গাড়ীতে লুকিয়ে রাখা ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের চোরাই সোনা উদ্ধার করা সম্ভব হল। তার এই কাজের জন্য সেদেশের সামরিক কর্তৃপক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন। কিন্তু ঐ যে বলেছি অভ্যেস যায় না মলে। সেই একই পুলিশ কনষ্টেবল তার সাত মাস পরে ট্রাফিক ডিউটিতে

থাকাকালে বাস এবং ট্রাক চালকদের কাছ থেকে ঘুষ নেবার জন্য ধরা পড়লেন তাকে শেষ পর্যন্ত যেতে হলো শ্রীঘরে।

মরুভূমির জাহাজ-হাতি?

উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। কিন্তু নামিবিয়ার ক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়। সেখানে মরুভূমির জাহাজ হল উট নয়, হাতি। আফ্রিকান বা ভারতীয় যে হাতিই হোক না কেন তাদের সাধারণত বিষুব অঞ্চল অথবা গ্রীষ্মপ্রধান গভীর জঙ্গলে দেখা যায়। কিন্তু নামিবিয়া হল একমাত্র জায়গা সেখানে মরুভূমিতে হাতি দেখতে পাওয়া যায়। আর এই সব হাতিগুলোর পা খুব লম্বা লম্বা এবং পায়ের পাতাও খুব বড়। এখন মাত্র ৫০ থেকে ৬০টা হাতি সেখানে রয়েছে।

বন্দী বাঁদরের বাচ্চা

সিংহের ল্যাজের মত ল্যাজ ওয়ালা একরকমের বাঁদর আছে যাব বংশ এখন প্রায় লোপ পেতে চলেছে। সিয়া বাঁদর নামে পরিচিত এই জাতের বাঁদরকে সাধারনত পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং কেরালার নির্জন উপত্যকায় দেখতে পাওয়া যায়। সর্বশেষ গণনায় জানা গেছে যে এই ধরণের বাঁদরের সংখ্যা এখন মাত্র আটশোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ একটা সুখবর দিই। জয়পুরের চিড়িয়াখানায় জয়পো নামে এই জাতের একটা বাঁদরীর সম্প্রতি একটা বাচ্চা হয়েছে। এটা উল্লেখ করলাম এই করণে বন্দী অবস্থায় এই ধরনের বাঁদরী সচরাচর কোন বাচ্চা পাড়ে না। জয়পুর সহ আরো দুটি জায়গায় চিড়িয়াখানা বন্দী অবস্থায় এই ধরনের বাঁদরের প্রজনন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে একটি চিড়িয়াখানা হল দিল্লীতে এবং অপরটি

ত্রিবান্দ্রাম। বন্য প্রাণী সম্পর্কীত বিশেষজ্ঞ শ্রীআর, এস, যাদব একথা জানিয়েছেন।

মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই

পাপুয়া নিউগিনিতে একমাত্র ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া শিশুদের ফিডিং বোতলে দুধ খাওয়ানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাতৃদুগ্ধের বিকল্প হিসাবে যে বেবিফুড জল দিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে, সেই জল দূষিত হবার ফলে সেখানে শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে গেছে। সেই জন্যই সেখানকার কর্তৃপক্ষ শতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বোতলে কোরে দুধ খাওযানো নিষিদ্ধ করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মায়েরাও তাদের শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে উৎসাহিত হয়েছেন। আর এটা সরকারেব পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই খবরটা অবশ্য জানিয়েছেন স্কটল্যাণ্ডের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাওয়াই। তিনি বোম্বাইতে একথা জানিয়েছেন। সম্প্রতি স্ত্রীরোগ সম্পর্কীত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি ভারতে এসেছিলেন।

অজ্ঞান করার নতুন ওষুধ

আপনারা সকলেই জানেন যে, এখন কোনো রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হলে সাধারণতঃ চিকিৎসকরা আগে এ্যানেসথিসিয়ার মাধ্যমে তাকে অজ্ঞান করে নেন। নিরাপদে অস্ত্রোপচার করতে গেলে এটা প্রয়োজন।

আসল ব্যাপারটা হল তার মাংসপেশীগুলিকে যদি অবশ করে দেওয়া যায় তার ব্যাথা লাগার প্রশ্ন থাকবে না। আর বর্ত্তমান এ নিয়েই ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। শরীরের মাংসপেশী অবশ করার ওষুধ নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এ্যানেসথিসিয়ার চেয়ে

এতে অনেক ভাল কাজ দেয়। আর বর্তমানে এ্যানেসথিসিয়ার যে নানান উপসর্গ দেখা দিচ্ছে তার হাত থেকে একে রেহাই পাওয়া যাবে। নতুন দিল্লীতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান হয়েছে। এই নতুন ধরণের ওষুধের নাম অ্যাস্ট্রাকিউরিয়ান। দীর্ঘ বারো বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে এই ওষুধের উদ্ভাবন করা হয়েছে। বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। এ বছরের এই ওষুধ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে বিক্রীর জন্য ছাড়া হবে বলে আশা করা যায়।

নাকে কম্পাস

কেউ কোনো পথের নিশানা জানতে চাইলে অনেক সময় বলা হয়—নাকবরাবর সিধে চলে যান। কথাটা ঠাট্টার মতো শোনালেও এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। আসলে মানুষের নাকে কম্পাস আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেন না কিভাবে তাতে ব্যবহার করতে হয়। যে সমস্ত আদিবাসী মরুভূমিতে বাস করেন তারা এর ব্যবহার জানেন। আর আদিম যুগে মানুষ এরই সাহায্যে তাদের পথের নিশানা ঠিক করতেন। মানুষের নাকের হাড়ের মধ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এই চৌম্বক শক্তি রয়েছে। তিনজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এই তথ্য জানিয়েছেন।

দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি দান

নাক থেকে এবার চোখের কথায় আসছি। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা দুর্ঘটনার ফলে রেটিনার সঙ্গে স্নায়ুর সংযোগ ছিন্ন হয়ে যদি কেউ দৃষ্টি-শক্তি হারান তবে এক নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারেন। সোভিয়েট এ্যাকাদেমী অফ সায়েন্স ইনষ্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, খুব সূক্ষ্ম

সোনার তারের তৈরী ইলেকট্রোড্‌স্‌ আহত ঐ স্নায়ুতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে ঐ স্নায়ু সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রোগী তার দৃষ্টিশক্তির ৭০ শতাংশ ফিরে পান।

মরা নক্ষত্র ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে আকাশে ছায়াপথের বাইরে তারা ব্যাপক কালো গর্তের মত বস্তুকে আবিষ্কার করেছেন। ছায়াপথের বাইরে এধরণের বস্তু প্রথম দেখা গেল। ওয়াশিংটনে কানাডীয় এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, এটা সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের ধারণা এই সব কালো গহ্বর বড় বড় মরা নক্ষত্রের চূড়ান্ত পর্য্যায়।

এরা ধীরে ধীরে ছোট হযে ঘনীভুত হয়ে যাচ্ছে। এদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত বেশী যে, এরা আলো পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে।

ভবঘুরের কীর্ত্তি !

উৎসবের মরশুম মানুষের মনে আনন্দ আর সুখ নিয়ে আসে। কারো কারো কাছে এটা সৌভাগ্য নিয়ে আসতে পারে। বড়দিন উপলক্ষ্যে এবার ইংলণ্ডের পোর্টস্‌ সাউথে এক জন ভবঘুরে একটা বিভাগীয় বিপনীতে ঢুকে পড়লো। দোকান বন্ধের সময় হলে দোকানের রক্ষী কাউকে ভেতরে দেখতে না পেয়ে ভাবলেন সব খদ্দের বাইরে বেরিয়ে গেছেন। তাই দোকানে তালা বন্ধ করে চলে গেলেন। কিন্তু ঐ ভবঘুরে দোকানের মধ্যে রয়ে গেল। তিনদিন যে ঐ দোকানের মধ্যে রাজার হালে থেকেছে। সে নিজের হাতে খুসীমত ঐ বিভাগীয় বিপনী থেকে খাবার আর পানীয় নিয়ে খেয়েছে। রাত্রে সে ঐ দোকানের বালিশ আর কম্বল দিয়ে দিব্যি তোফা বিছানা তৈরী করে তাতে আরামে ঘুমিয়েছে। তিনদিন পরে দোকানের

কর্মীরা দোকান খুলতে দেখলেন সেই ভবঘুরে তখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

সাপ নিয়ে বিশ্ব রেকর্ড

ছুটি কাটানোর নানান পন্থা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোনান্সবার্গে একটি সর্পোদ্যানের কিউরেটর মিঃ অষ্টিনষ্টিভেন্স পয়লা জানুয়ারী ইংরাজী নববর্ষের দিনটি তার ২৪টি ভয়ঙ্কর সঙ্গী অর্থাৎ বিষধর সাপের সঙ্গে নীরবে কাটিয়েছেন। নিছক ছুটি কাটানো নয়। বত্রিশ বছর বয়স্ক এই সর্প বিশেষজ্ঞের উদ্দেশ্যটা হল বিষধর সাপের সঙ্গে বসবাস করার ব্যাপারে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করা। অবশ্য মিঃ ষ্টিভেন্স ১৯৮০ সালে বিষধর সাপেদের সঙ্গে একটানা ৫২ দিন বসবাস করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। এখন তিনি এর চেয়েও বেশীদিন থেকে তার আগের রেকর্ড ভাঙতে চাইছেন।

সাপ চুরি!

সাপেরা বিষাক্ত অথবা বিপজ্জনক হতে পারে। অথবা এই শ্রেণীর প্রাণীরা ডাকাতদের চুরির হাত থেকে রেহাই পায় না। প্যারিসের পুলিশ গত সপ্তাহ থেকে একজন চোরের খোঁজ করছে। চোরটা ইংরাজী নববর্ষ উৎসবের দিন একটা মোটর গাড়ী থেকে একটা ঝুড়িতে রাখা দু'মিটার লম্বা একটা অজগর সাপকে ঝুড়ি শুদ্ধ তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। ঐ সাপের মালিক পুলিশকে এই চুরির কথা জানিয়েছেন। তবে ফ্রান্সের রাজধানীর ঐ ফাসন দুরন্ত রাজপথে ঐ সাপটা নিয়ে তিনি কি করছিলেন তা অবশ্য জানাননি।

হাতি তাড়াবার জন্য

সাপের কথা ছেড়ে এবার হাতির কথায় আসছি। হাতিরা মাঝে

মাঝে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে বাড়ী ঘর তছনচ করে দিচ্ছে। মানুষকে আক্রমণ করছে। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় হস্তি পরিচালনা সম্পর্কে সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এতে লোকালয়ে যাতে হাতি ঢুকতে না পারে তার জন্য বনভূমির সংশ্লিষ্ট জায়গায় বাঘের প্রসার ছড়াবার ও টেপরেকর্ডারে বাঘের গর্জন শোনাবার সুপারিশ করা হয়েছে। এতে হাতিদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। কেননা বাঘের ডাক শুনলে হস্তি কুল ভয়ে সেই জায়গা মাড়াবে না। তা ছাড়া বাঘের প্রস্রাবের গন্ধ পেলে হাতিরা সেখানে ঢুকবে না। অন্যত্র পালিয়ে যাবে।

রাজনীতিকদের প্রবেশ নিষেধ ?

অনেক রাজনীতিবিদ ভোটের আগে অনেকরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন কিন্তু ভোটের পর সেই সব প্রতিশ্রুতির কোনোটাই রূপায়নে তাঁরা ব্যর্থ হন। আর এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কর্ণাটকের হাসনি জেলার গ্রামবাসীরা। তাঁরা গ্রামের প্রবেশ পথে সবুজ বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছেন। তাতে লেখা আছে—এখানে রাজনীতিবিদদের কোন স্থান নেই।

রাজনীতিকদের খেদ

প্রত্যেক রাজনীতিবিদ যখন মন্ত্রী হবার আশা করেন। তখন এর একটা ব্যাতিক্রম চোখে পড়েছে। সুইডেনের নতুন সোসালিস্ট ডেমোক্রাটিক সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ এণ্ডারসন মাত্র দুমাস মন্ত্রী থাকার পর পদত্যাগ করেছেন। তিনি কেন পদত্যাগ করছেন, জানেন কি ? তবে তাঁর কথাতেই শুনুন। তিনি বলেছেন যে

মন্ত্রী হবার পর পারিবারিক জীবন থেকে সরে এসে তাকে রাজধানীতে নিঃসঙ্গ এবং এক ঘেয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

কবরের খরচের জন্য

আজকের দিনে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি শুধু জীবন্ত মানুষদেরই সমস্যায় ফেলছে না, মৃত মানুষদের কাছেও এটা সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই মূল্যবৃদ্ধির দাপটে মানুষের মরেও শান্তি নেই। বৃটিশ কলম্বিয়াতে কবর দেবার খরচা এত বেড়ে গেছে যে তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে একজন প্রাক্তন রয়াল কানাডিয়ান পুলিশ জ্যাক টার্নার ওয়েষ্টমিনিষ্টারে একটা কাটপিস কফিনের দোকানই খুলে ফেলেছেন। তাঁর ব্যক্তব্য বাড়ীর চেয়ে তার এই দোকান থেকে ভালভাবে সমাহিত করার ব্যবস্থা আছে।

লিভারের অসুখে

মানুষের' লিভারে ক্ষতিকারক লৌহের পরিমান নিরাপদে নির্ধারনের ব্যাপারে খুব স্পর্শকতার চম্বুক কাজে লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টনের একটি মেডিকেল পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, শরীরের ওপর দিয়ে এই চম্বুক চালনা করে এই পরিক্ষার কাজ চালাতে এক মিনিটের ও কম সময় লাগে। এর ফলে বর্তমানের বায়োপসি টেষ্ট পদ্ধতি এড়ানো যাবে। লিভারে বেশী পরিমাণ লৌহ জমার ফলে লিভারের চিরতরে ক্ষতি হতে পারে।

হৃদপিণ্ড ধার

হয়ত এমন একদিন আসবে যখন হৃদ রোগীরা কৃত্রিম হৃদপিণ্ড ধার পেতে পারবেন। অবিলম্বে হৃদপিণ্ডের দাতা না পাওয়া গেলে,

এই কৃত্রিম হৃদপিণ্ড দিয়ে সাময়িক ভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত শল্য চিকিৎসকরা একথা জানিয়েছে।

বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৯৩০ সালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপন এবং মহাকাশে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময় মানুষের অবস্থান। এ ছাড়া ক্যান্সার গবেষণা এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে এই বছরে উল্লেখ যোগ্য কাজ হয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে মৌলিক পদার্থ প্রোটোনের অস্থায়ীত্ব সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যা আমাদের বিশ্বের প্রচলিত ধারনার আমূল পরিবর্তন ঘটাবে। ভারতীয়রা এ বছর কুমেরু অঞ্চলে দুটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং পুনর্ব্যবহার যোগ্য জ্বালানী সূত্র সম্পর্কে ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালনা করেছেন।

বৃহত্তম বাদ্যযন্ত্র

চীনের সঙ্গীতরা ১৯৩০ সালে হুবেই প্রদেশে পাওয়া ২ হাজার ৪ শো বছরের পুরানো একটা ব্রঞ্জের বদ্যযন্ত্র বাজাবার জন্য চর্চা করছেন। এটা দেখতে আধুনিক পিয়ানোর মতো। এতে বিশ্ব-বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বিঠোভেনের নবম সিম্ফনী বা ঐক্যতানের কিছু অংশ বাজানো সম্ভব। এতে এক সরে ধ্বনি হয়। এর উভয় দিকে একটি করে অষ্টক অবশ্য পাওয়া যায় নি। সেগুলি হারিয়ে গেছে। আড়াই টন ওজনের এই বাদ্যযন্ত্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাদ্যযন্ত্র বলে মনে করা হচ্ছে। এতে ৬৫ টি রিডের মত বাজনার জিনিষ আছে।

আর একজনের পক্ষে কিন্তু এটা বাজানো সম্ভব নয়, এটা বাজাতে গেলে পাঁচ থেকে সাত জন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীর প্রয়োজন।

নাক ডাক বন্ধের ওষুধ

স্বামী বা স্ত্রী ঘুমোবার সময় কেউ যদি নাক ডাকেন তবে অপরের পক্ষে তা অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় স্বামী নাক ডাকলে স্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আবার স্ত্রী নাক ডাকলে স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। দম্পতিদের এই সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে একটা সুখবর আছে। একজন ফরাসী বিজ্ঞানী দাবী করেছেন যে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তিনি, ক্ষতিকরহীন একটা ওষুধ উদ্ভাবনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ঘুমোবার আগে তার আবিস্কৃত এক ধরণের লুব্রিকান্ট নাকে দিলে নাসারন্ধ্র পরিস্কার থাকবে ফলে ঘুমোবার সময় নাক ডাকা বন্ধ হবে। এই ওষুধটা আট ঘন্টা পর্য্যন্ত সক্রিয় থাকবে। সাধারনতঃ নাসারন্ধ্রের ভেতরটা শুকিয়ে যাবার ফলেই ঘুমোবার সময় মানুষ নাক ডাকে।

গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা

শিশু জন্মাবার প্রায় আট সপ্তাহ আগে, অর্থাৎ শিশু যখন মাতৃগর্ভে তখন একটা যন্ত্রের সাহায্যে বলে দেওয়া যাবে যে ঐ শিশুটি পুত্র না কন্যা হবে। জয়পুরের সরকারী জানানা হাসপাতালে এই যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঐ যন্ত্রটি রাজস্থানে এই প্রথম স্থাপন করা হয়েছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে এও বলে দেওয়া যাবে যে মাতৃগর্ভে যমজ সন্তান আছে কিনা।

ক্ষুদে দৈত্য?

এবার একটা ক্ষুদে দৈত্যের কথা বলছি। সাত মাস বয়সের সিতানন্দিকে সামানে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দৈত্য। সে লম্বায় এখন এক দশমিক দু মিটার তার দেহের ওজন কুড়ি কেজি। আফ্রিকার

ট্রান্সকেই প্রদেশে ৭ মাস আগে অর্থাৎ ২৪শে মে সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার দেহের ওজন ছিল সাড়ে দশ কেজি। অবশ্য এর আগে ১৯৩০ সালে তুরস্কে ১১ কেজি ওজনের একটা শিশু জন্মেছিল। এখনো পর্য্যন্ত সেটাই হল বিশ্ব রেকর্ড।

মাছিধরা উদ্ভিদ

এক ধরণের উদ্ভিদ আছে যাতে রাত্রে ফুল ফোটে। আর সেই ফুলের আকর্ষণে মাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গরা সেই ফুলের কাছে ছুটে আসে। ফুলের মধ্যে পাতা থাকে ফাঁদ। সেই ফাঁদে ধরা পড়ে মাছি আর পতঙ্গরা। এই উদ্ভিদ বাড়ীর আসে পাশে লাগিয়ে প্রাকৃতিক মাছি ধরার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই উদ্ভিদের নাম হল সাত্তরোমাতাম গুট্টাতুম। সাধারণত মধ্য ভারতের কয়েকটি গ্রামের শস্যক্ষেত আর বাগানে এই জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

ভারতীয় ভাষায় বিশ্ব রেকর্ডের বই

বিশ্ব রেকর্ডের খবর সম্বলিত গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড এখন ভারতীয় পাঠকরা তাঁদের নিজেদের ভাষায় দেখতে পাবেন। চার খণ্ডের এই বই-এর প্রথম খণ্ড হিন্দিতে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। দিল্লী ভিত্তিক একজন প্রকাশক এর কপি রাইট অর্জন করেছেন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশের জন্য। এই বই-এর বাকী তিনখণ্ড ১৯৩০ সালের জুন মাসের মধ্যে বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে।

এসিয়াডের ষ্টেডিয়াম

নতুন দিল্লীতে নবম এশিয়ান গেমসের জন্য যে সমস্ত ষ্টেডিয়াম

নির্মান করা হয়েছে তাতে আমাদের সুন্দর স্থাপত্য দিল্লীর নিদর্শন চোখে পড়েছে। আর খুব কম অর্থাৎ রেকর্ড সময়ের মধ্যে এগুলি নির্মিত হয়েছে। এশিয়াডের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার জন্য ষ্টেডিয়ামগুলি নির্মিত হয়েছে। দিল্লী তখন রীতিমত কর্ম ব্যস্ত রাজধানী। বিদেশ থেকে নানান প্রতিযোগী এসেছিলেন এই এশিয়ান গেমসে অংশ নেবার জন্য।

এই সমস্ত ষ্টেডিয়ামের মধ্যে মূল ষ্টেডিয়াম ছিল জহরলাল নেহেরু ষ্টেডিয়াম। আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এই ষ্টেডিয়ামটি নির্মান করতে যত ইঁট লেগেছিল তা লম্বালম্বি জোড়া দিলে নতুন দিল্লী থেকে তা সিঙ্গাপুরে গিয়ে পৌঁছাবে। নতুনদিল্লী থেকে সিঙ্গাপুরের দূরত্ব ৪ হাজার কিলোমিটার। ষ্টেডিয়ামটা সাততলা বাড়ীর সমান উঁচু এর সামনের বারান্দা ১০৮ মিটার লম্বা এবং ৩৫ মিটার চওড়া।

রহস্যময় মানুষ

মানুষ যখন চাঁদে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি করেছে তখন এমনও লোকজন আছে যারা বহু বছর ধরে লবণের ব্যবহার জানত না। সোভিয়েট ইউনিয়নে ক্রামনয়াস্কি প্রদেশে এক দুর্গম অঞ্চলে লাইকভ পরিবারের বাস তাঁরা চল্লিশ বছর ধরে লবন ব্যবহার করেন নি। এমনকি তাঁরা এও জানেন না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলে একটা যুদ্ধ হয়েছিল।

একদল ভূতাত্ত্বিক হেলিকপ্টারে কোরে দুর্গম আবাকান নদীর অববাহিকার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে সেখানে মনুষ্য বসতি চিহ্ন দেখে আশ্চর্য্য হয়েছেন, ওই বিশেষজ্ঞ দল সেখানে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন তারা যা কাহিনী সংগ্রহ করে এনেছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক।

বহুমূত্র সম্পর্কে নতুন তথ্য

যারা বহুমূত্র রোগে ভুগছেন তাঁদের কাছে চিনি খুব লোভনীয় বস্তু। বৃটিশ ডায়াবেটিক এ্যাসোসিয়েশনের মতে এই সব রোগী ভবিষ্যতে ইচ্ছেমতো চিনি খেতে পারবেন। ঐ সমিতি চিরাচরিত কম কার্বোহাইড্রেট এবং উচ্চ প্রোটিন খেতে দেবার বিপক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা বহুমূত্র রোগীদের জন্য আঁশযুক্ত খাবারের পরামর্শ দিয়েদেন। এ সম্পর্কে গবেষণা করে বলা হয়েছে যে অর্দ্ধ শতাব্দি ধরে বহুমূত্র রোগীরা ভুল খাবার খাচ্ছেন। তারা আরো দাবী করেছেন যে এইসব রোগীদের জন্য এতদিন যে খাবার ও ইঞ্জেকশন পদ্ধতি চিকিৎসার জন্য চালানো হচ্ছে তা পরীক্ষিত নয়। এই চিকিৎসা ও খাদ্যপদ্ধতি ভুল।

তিমি সমাচার

মানুষের মৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না। সময় না এলে কারো মৃত্যু হয় না। এমন কি আত্মহত্যা করতে গেলেও তার মৃতু হবে না। প্রাণীরাও এই নিয়মের বাইরে নয়। একটি স্ত্রী পাইলট তিমি অন্য ৪০টি তিমির সাথে কেপ কোচের কাছে এসে পৌঁছালো। তাদের মাছ খেতে বাধ্য করা হল। সেই তিমি মাছটার ওপর ২৪ ঘন্টা নজর রাখা হল একটা সামুদ্রিক প্রাণীর এ্যাকুয়ারিম-এ রেখে। কিন্তু সেই তিমিটার অবস্থার কিছু পরিবর্তনের লক্ষণ চোখে পড়লো। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, তিমি মাছ সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছালে আত্ম হত্যা করে।

পা ও মুখের রোগের টিকা

বিজ্ঞানীরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পা এবং মুখের রোগের

বিরুদ্ধে একটা নতুন ধরনের টিকা আবিষ্কারের ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। তারা বর্তমান টিকার সব রকমের সমস্যা দুর করতে সক্ষম হবেন বলে জানিয়েছেন। এই সিনথেটিক টিকার দ্বারা মানুষ এবং জীবজন্তুর অনেক রোগ নিবাময় করা সম্ভব হবে। এই রাসায়নিক টিকা গিনিপিগদের ওপর প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। আগামী বছর বৃটেনে গবাদি পশুর ওপর এর প্রথম ব্যাপক পরীক্ষা শুরু হবে। সারা পৃথিবীতে ভেড়া, ছাগল, গবাদি পশু এবং শুয়োরের মধ্যে পা এবং মুখের রোগটা সংক্রামক রোগ হিসাবে দেখা দেয়।

কৃত্রিম গর্ভাশয়

আপনারা কি জানেন যে মহিলাদের গর্ভাশয়ের কোনো প্রয়োজন নেই? বেষ্টন মেডিকেল সেন্টারের মার্কিন বিজ্ঞানী এক ধরণের কৃত্রিম গর্ভাশয় তৈরী করেছেন। এই কৃত্রিম গর্ভাশয় অপুষ্ট শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এমন কি নিদ্ধারিত সময়ের তিন মাস আগে পর্যন্ত এইসব শিশু জন্মাতে পারবে। এমনকি অপুষ্ট যে সমস্ত শিশুর ওজন মাত্র এক পাউণ্ড তারাও বেঁচে থাকবে।

দড়ি বাজীকরের উক্তি

আপনারা সকলেই জানেন যে সারা দেশ গত ১৯৩০ সালে এশিয়াড নিয়ে মেতেছিল। নতুন দিল্লিতে সেবার নবম এশিয়ান গেমসের জিমন্যাষ্টিক্স প্রতিযোগিতায় চীন, জাপান আর কোরিয়ার প্রাধান্য চোখে পড়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দড়িটাঙিয়ে তার ওপর ব্যালান্সের খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এমন লোকের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। এদের বলা হয়

দড়ি বাজিকর। হ্যাঁ যেকথা বলছিলাম নতুন দিল্লীতে নবম এশিয়ান গেমসের জিমন্যাষ্টিকের প্রতিযোগিতা দেখতে এসেছিলেন এমনি একজন দড়িবাজীকর। সব দেখে শুনে তিনি মন্তব্য করেছে কি জানেন? যদি তাদের মত লোকেদের সামান্য কিছু তালিম দেওয়া হোত, তবে তাদের মাধ্যমে ভারত যে কোনো অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক লাভ করতো। ভুরা নামে এই দড়ি বাজীকর সংবাদ সংস্থা ইউ, এন, আই এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতে যে সমস্ত দড়ি বাজীকর পথে পথে খেলা দেখিয়ে থাকেন, তাদের মধ্যে থেকে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন লোকেদের খুঁজে বের করে সরকার জিমন্যাষ্টিক্সের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় দল গড়ে তুলতে পারেন। তাঁর মতে ভারতে এই ধরণের অন্তত: দশ হাজার দড়ি বাজীকর পথে পথে খেলা দেখিয়ে বেড়ান। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এতো ভাল খেলা দেখান যে, তাঁদের সামান্য একটু ট্রেনিং দিলেই তারা জিমন্যাষ্টিক্সে বিশ্বমানের সমান হতে পারেন, তাঁর আরো ব্যক্তব্য আমাদের ছেলেমেয়ের সামান্য একটু সুযোগ দিন দেখবেন আমরা কি করতে পারি।

বিন্দিটিপের আকর্ষণ

ভারতের মহিলা জিমনাষ্টদের কলাকৌশল এশিয়ান গেমে অংশগ্রহনকারী চীনা ও অন্য প্রতিযোগিদের মনে কোনো প্রভাব ফেলিতে পেরেছে কি পারেনি সেটা অন্য কথা। কিন্তু ভারতের মেয়েদের একটা জিনিষ তাঁদের খুব আকর্ষণ করেছে। সেটা হলো তাঁদের কপালের সুন্দর বিন্দি টিপ। ইন্দোনেশিয় ও চীনা মেয়ে জিমন্যাষ্টরা একটা ষ্টেডিয়ামে ভারতীয় মহিলা গাইড দের বিন্দি টিপ দেখে রীতিমত মোহিত হয়ে গেছেন। তারা ঐ সুন্দর টিপ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার একজন মেয়ে তার কপালে বিন্দিয়া

টিপ পরেতো সোজা আয়নার সামনে চলে গেলেন। নিজেকে দেখে তো তিনি নিজেই অবাক, কি সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছে। ঐ সব বিদেশিনীরা বিন্দি জোগাড় করে দেবার অনুরোধ জানালেন। ষ্টেডিয়ামের প্রধান কর্মকর্তা অবশ্য তাঁদের এই অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

ক্রীড়াবিদ ও মেদ সমাচার

জিমন্যাষ্ট এবং মেদবহুল শরীরের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে ক্রীড়াবিদদের মধ্যে যাঁরা জিমন্যাষ্টিক করেন তাঁদের শরীরে সবচেয়ে কম মেদ থাকে। কুস্তিগীরদের দেহ হয় ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সবচেয়ে মেদ বহুল। দিল্লীর ডিফেন্স ইনষ্টিটিউট অফ ফিজিওলজি এ্যাণ্ডি এ্যালায়েড সায়েন্সের পাঁচজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে, এটা ঠিক। তাঁরা দৌড়বিদ, মুষ্টি যোদ্ধা জিমন্যাস্ট সাঁতারু প্রমুখের মধ্যে এই সমীক্ষা চালিয়েছেন।

প্রভুভক্ত টুপি

একটা টুপি কেমন ভাবে তার মালিকের জীবন রক্ষা করেছিল এখন তার কথা শুনুন। তেল অভিভের উনসত্তর বছর বয়স্ক সাইমন কর্ন নামে একভদ্রলোক বাসে চড়ে যাবার সময় বাসের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন, হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় তাঁর মাথার টুপিটা উড়ে গিয়ে বাসের জানলা দিয়ে গিয়ে পড়লো রাস্তায়। বাসের পিছনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার মিকোভিচ। তিনি দেখলেন ঐ যাত্রীটার মাথা থেকে টুপিটা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়েছে অথচ যাত্রী ভদ্রলোক টুপিটা ফেরৎ পাবার কোনো চেষ্টাই করছেন না। তিনি বাসটি থামালেন, তারপর দেখলেন ঐ যাত্রী ভদ্রলোক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। রোগীকে প্রাথমিক

চিকিৎসার পর ডাক্তার তাকে একটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করলেন। রোগী মিঃ কর্ণ এখন ভাল হয়ে উঠছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার।

হৃদরোগ ঘটিত

এ্যাসপিরিন সম্পর্কে আপনারা কতটুকু জানেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতালে এক হাজারের বেশী লোকের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে দিনে একটা করে এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অর্ধেক কমে যায়। আগেকার গবেষনায় বলা হয়েছিল যে, এ্যাসপিরিন হৃদরোগ প্রতিরোধ সাহায্য করে। কিন্তু এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যে সমস্ত লোককে নিয়ে এই গবেষণা চালানো হয়েছে তাদের হৃদযন্ত্রের অবস্থা এমন ছিল যে, মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হত এবং এ থেকে হৃদরোগ পর্য্যন্ত হতে পারতো। তাদের সেখানে চিকিৎসার জন্য দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। একদলকে ১২ সপ্তাহ ধরে এ্যাসপিরিন খেতে দেওয়া হয়। অপর দলকে তা দেওয়া হয় নি। যাদের এ্যাসপিরিণ খেতে দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত ও মৃত্যোর হার অনেক কমেছে।

এ্যাসপিরিন সমাচার

এ্যাসপিরিনের যেমন ভাল ফল আছে, তেমনি এর খারাপ প্রতিক্রিয়াও আছে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে ফ্লু বা অন্য কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে, তাদের পক্ষে এই সাধারণ যন্ত্রনা নিবারক ওষুধ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৫ বছরের কম বয়েসী ছেলেমেয়েদের এ্যাসপিরিন খেতে দিলে তা থেকে এক ধরনের মারাত্মক রোগ হতে পারে, যাতে ৩০ শতাংশ আক্রান্তে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

গর্ভ নিরোধক বড়ি

উন্নতিকামী দেশগুলিতে জন সংখ্যার বৃদ্ধি একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী তাই জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা চলছে। এ সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ খবরের কথা শুনুন। ষ্টক হোমের একটা হাসপাতালে গবেষণা প্রকল্পের কাজ চালিয়ে মেয়েদের নিজের হাতেই গর্ভপাত করার একটি বড়ি আবিষ্কার হয়েছে। এই বড়িটা খেলে সময় সময় গর্ভবতী মেয়েদের প্রসব বেদনার মতো যন্ত্রণা হবে। অবশ্য এতে গর্ভপাত হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সাহায্যে এই প্রকল্পকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জন সংখ্যার বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জনপ্রিয় করার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য এই প্রকল্পের একজন মুখপত্র শতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন যে গর্ভপাতের ব্যাপারে অস্ত্রোপচারের বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে এই বড়িকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার আগে এনিয়ে আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো প্রয়োজন।

বিরাট পরিবারের জন্য

জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীকে জনপ্রিয় করার জন্য যখন এত কাজ করা হচ্ছে। তখন এর পাশা-পাশি আর একটা খবর শুনুন। কোয়ালালামপুরে ৪২ বছর বয়স্ক লেঢ়কু মানান সম্প্রতি চল্লিশটি আসন বিশিষ্ট একটি বাস সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য বাসটা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কাজে লাগানোর জন্য সংগ্রহ করা হয়নি। যেটা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁর ছজন পত্নী, তেত্রিশ জন ছেলেমেয়ে এবং চারজন নাতি নাতনিকে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার জন্য। মিষ্টার লেটকু মানান আরো বিয়ে করতে চান। কিন্তু বাদ বেধেছে মালয়েশিয়ার নতুন আইন।

কোয়ালালামপুরের একটা সংবাদপত্রে তাঁর এই বিরাট পরিবারের ছবিও ছাপা হয়েছে।

আদর্শ গ্রাম

আপনারা এমন কোন গ্রামের কথা শুনেছেন কি যেখানে গত এক শতাব্দি ধরে কোনো লোক মদ বা মাংস ছোননি? এমন কি ঐ সময়ের মধ্যে নারী ঘটিত কোন অপরাধও কেউ করেন নি। হ্যাঁ মধ্যপ্রদেশের রাইপুর জেলার সিধোয়া গ্রামের অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে এরকম আদর্শ জীবন যাপন করাব দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী। তাঁরা সম্প্রতি এক সমাবেশে মিলিত হয়ে এই রকমভাবেই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করার সপথ গ্রহণ করেছেন।

ক্যান্সার সমীক্ষা

সম্প্রতি মাদ্রাজে ভারতের মহিলা চিকিৎসক সমিতির সপ্তম সর্বভারতীয় সম্মেলনে জানানো হয়েছে যে, দেশে সমস্ত ক্যান্সার রোগাক্রান্ত পুরুষের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশের ক্যান্সার হয় মুখে। মেয়েদের মধ্যে ক্যান্সারের ৮০ শতাংশ হয় সার্ভিক্যাল ক্যান্সার। পুরুষদের মুখের ক্যান্সারের হারের দিক থেকে কেরালার স্থান আবার ওপরে। মেয়েদের ঐ ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার ওপরে। ঐ সম্মেলনে পেশকরা তথ্যে জানানো হয়েছে যে ঐ রোগাক্রান্ত মেয়েদের এক চতুর্থাংশের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। পুরুষদের মুখের ক্যান্সার হয় সাধারণত তামাক চিবোনোর নেশা থেকে।

জাতীয় সংহতির দৃষ্টান্ত

উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলার একটা ছোটগ্রাম বড়গাঁও

জাতীয় সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঐ গ্রামে এবারই প্রথম একজন মুসলীম গ্রামপ্রধান রাসলীলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গ্রামের সমস্ত মুসলীম সমাজ দশদিন ব্যাপী ঐ দশেরা উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রতিদানে ঐ গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাও গ্রামের পথ দিয়ে মহরমের মিছিলে যাবার সময় তাদের লাউডস্পীকার বন্ধ করে দেন এবং মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন।

পরশ পাথর

পাথরকে সোনায় রূপান্তরিত করার পুরানো স্বপ্ন একরকম সফল হয়েছে। ব্রাজিলের একজন বিজ্ঞানী কুড়ি হাজার অকেজো পাথরকে পারমানবিক শক্তি সমন্বিত নীল পোখরাজ পাথরের রূপান্তরিত করেছেন। ফলে এই পাথরগুলি এখন অলঙ্কার তৈরীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত মুল্যবান পাথরে পরিণত হয়েছে। এই পাথর পরিশ্রুত করার সময় এতে তেজস্ক্রিয় শক্তি দেখা দেয়। এগুলি যার কাছে থাকবে তাঁকে লিওকেমিয়র প্রভৃতি অনেক রকমের রোগ হবার আশঙ্কা আছে বলে জানানো হয়েছে।

নির্দোষ ধুমপান

সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর—এই বিধিবদ্ধ সতর্কবাণীর কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এখন ধুমপায়ীদের উদ্বিগ্ন হবার কারন নেই। তাঁরা এখন আয়ুর্বেদের দৌলতে শ্লোগান দিতে পারেন, না ধুমপান নির্দোষ। অবশ্য এই সিগারেট তৈরী হয় তের ১৪ রকমের শুকনো লতাগুল্ম দিয়ে। আর এই সিগারেট খেলে তা স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি তো করে না, উপরন্তু এটা স্বাস্থ্যের

পক্ষে ভাল। যারা মাথাধরা, সর্দ্দিকাশি, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে ভোগেন তাদের পক্ষে এটা খুবই ভাল। তাছাড়া এটা ধূমপায়ীদের ধূমপানের অভ্যাস ছাড়াতেও সাহায্য করে।

ডিসকো গানে গরুর দুধ

গরুদের মধ্যেও ডিসকো গানের প্রতি প্রীতি দেখা দিয়েছে। থানে জেলায় মহারাষ্ট্র সরকারের ডেয়ারী প্রকল্পে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, একটি বিশেষ হিন্দি গানের রেকর্ড বাজালে গরুরা বেশী দুধ দেয়। সেখানকার দোহশালায় স্টিরিও গান বাজিয়ে দেখা গেছে যে, গরুর দুধ বেশী দিচ্ছে।

মুত্রাশয়ে বৃহত্তম পাথর

কেরালার আলেপ্পির একটি সরকারী হাসপাতালে সম্প্রতি এক রোগীর মুত্রাশয়ে অপারেশন কোরে ডিম্বাকৃতি একটা পাথর পাওয়া গেছে। প্রস্রাব আটকে যাওয়ায় ঐ রোগীর কিডনী ফুলে উঠতে থাকায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অপারেশনের পর ৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৩ দশমিক ৭৫ সেন্টিমিটার বেড়ের একটা পাথর বের হয়। এযাবত কোনো রোগীর মুত্রাশয় থেকে এতবড় পাথর আর বের হয়নি। এর আগে সবচেয়ে বড় পাথর যার মুত্রাশয় থেকে পাওয়া গিয়েছিল তার দৈর্ঘ্য ছিল ১ দশমিক ৭৫ সেন্টিমিটার। অপারেশনের পর ঐ রোগী এখন দিব্যি সুস্থ জীবন যাপন করছেন। ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোশিয়েশনের আলেপ্পি শাখা আয়োজিত এক সভায় সম্প্রতি ঐ রোগী ও ঐ পাথরটা দেখানো হয়েছে।

রামায়নের ঐতিহাসিক ভিত্তি

রামায়ণের ঘটনাবলীর স্থান সমূহের প্রত্নতত্ব সম্পর্কে একটি জাতীয় প্রকল্পের কাজে এই আভাষ পাওয়া গেছে যে রামায়ণ শুধু একটা উপাখ্যান নয়, এটা বাস্তব ইতিহাস নির্ভরও হতে পারে। ঐ প্রকল্পের নেতা বিশিষ্ট প্রত্নতত্ববিদ্ অধ্যাপক বি, বি লাল বলেছেন যে ঐ মহাকাব্যে যদিও কবির কল্পনা রয়েছে, তবুও এর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। রামায়নের যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু জিনিষপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেগুলি খৃষ্টজন্মের সাতশো কি আটশো বছরের পুরানো। ১৯৩০ সালে ঐ জাতীয় প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতি বছরে এরজন্য বরাদ্দ একলক্ষ টাকা। অযোধ্যা, নন্দিগ্রাম, পেরিয়ার এবং এলাহবাদের ভরদ্বাজ আশ্রমে মাটি খননের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। শ্রীনগরের পুরাতে পোড়া ইটের বাধানো একটা পুকুরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটা দুশো মিটার দৈর্ঘ্য।

পরিশ্রমী যুবক

কঠোর পরিশ্রমের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। একজন যুবকের কথা শুনুন যিনি দিনে অন্ততঃ ৪৫ কিলোমিটার পথ হাটছেন। থানায়, বেসরকারী ক্লাব অথবা ফুটপথের ওপর ঘুমোচ্ছেন। শারিরিক ক্ষমতা তার যথেষ্ট। ২৫ বছর বয়স্ক এই যুবক বেকার। তিনি দমবার পাত্র নয়। তিনি এখন পায়ে হেঁটে সারা ভারত পরিভ্রমণ করছে। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলায় এক কৃষকের পুত্র আবদুল রশিদ মণ্ডল নামে এই যুবকটি গত বছর ১লা নভেম্বর হুগলী থেকে পায়ে হেঁটে তাঁর অভিযান শুরু করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখা এবং পরে একটা বই লেখা। দেশের পূর্ব

উপকূল সফরের পর ইতিমধ্যে তিনি শ্রীলঙ্কা সফর করেছেন। বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি তার এই সখ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সমন্বিত সার্টিফিকেট জোগাড় করেছেন। যদিও তিনি ন্যাশনাল ইউথ হোষ্টেল অফ ইণ্ডিয়ার আওতায় তাঁর এই অভিযান চালাচ্ছেন তবুও তাঁকে প্রতিদিন নিজের খরচ নিজেকেই যোগাতে হচ্ছে।

টিভির জন্য বাবাকে ছাড়বো

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মধ্যে সারাদিন ধরে সর্বাধুনিক টেলিভিশান ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সেখানে একজন নিষ্ঠাবান দর্শক হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হবার আগে ১৭ বছর বয়সে টেলিভিশানে ১১ হাজার খুনের দৃশ্য দেখতে পাবেন। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সেখানে চার পাঁচ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কাছে বলা হয়েছিল যে, তোমরা টেলিভিশন ছাড়ো অথবা তোমাদের বাবাকে ছাড়ো। আশ্চর্য্যের কথা কি জানেন? এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ছেলেমেয়ে এই দুটির মধ্যে বাবাকে ছাড়তে প্রস্তুত।

বিরল ধুমকেতু দর্শন

ক্যালটেকের মার্কিন বিজ্ঞানীরা হেলির ধূমকেতুকে সম্প্রতি আকাশে দেখেছেন। সান দিয়াগোর কাছে মাউণ্ট প্যালোমারে দুশো ইঞ্চির একটি বড় দুরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে এক বছরের বেশী সময় ধরে পর্য্যবেক্ষণের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড ড্যানিয়েলসন এবং স্নাতক ছাত্র ডেভিড জেউইট্ এই ধূমকেতুটিকে দেখেছেন। প্রতি ৭৬ বছর অন্তর এই ধূমকেতুটিকে দেখা যায়। ধূমকেতুটি এখন সূর্য্য এবং পৃথিবী থেকে ১১ অগ দুরে রয়েছে বলে মিঃ ড্যানিয়েলগণ জানিয়েছেন। এক অগ হল প্রায় ১৪ লক্ষ ৮ হাজার

৮শো মিলিয়ন কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দুরত্ব ঐ এক অগ। ১৯৮৭ সালে এই ধূমকেতুটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এলে তখন পৃছিবী থেকে এর দুরত্ব হবে প্রায় ১ দশমিক ৫ অগ।

কৃত্রিম প্রজনন

কোলকাতায় একটি হাসপাতালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সম্প্রতি এক মহিলার একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। কোলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অজয় ঘোষ এই কৃত্রিম প্রজননের সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে দেশের একটি হাসপাতালে এই প্রথম কৃত্রিম প্রজনের মাধ্যমে সন্তান জন্মালো। ঐ নবজাত সন্তানের ৩৪ বছর বয়স্ক জননী এখন ভালই আছেন, নবজাতকও ভাল আছে।

প্রজননক্ষম সিংহ

লক্ষ্ণৌ এর চিড়িয়াখানায় একমাত্র প্রজননক্ষম সিংহটি বয়স এখন তেরো বছর। তার প্রজনন ক্ষমতা এখন কমে আসায় চিড়িয়াখানা কতৃপক্ষ রীতিমত চিন্তিত। প্রিন্স অফ ওয়েলস্ চিড়িয়াখানার অধিকর্তা সংবাদ সংস্থায় প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, সেলিম নামে ঐ সিংহটিকে সিংহের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গত পাঁচ বছর ধরে কাজে লাগানো হয়েছে। তাকে ব্যাপক প্রজননের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু এখন তার ক্ষমতা কমে আসায় কতৃপক্ষ চিন্তায় পড়েছেন।

শিশুর দাম সতেরো টাকা

দারিদ্র্যের তাড়নায় কোনো মহিলা কি মাত্র ১৭ টাকায় তার শিশুকে বিক্রী করতে পারেন? উত্তর প্রদেশের বিজনোর জেলায়

এই ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে। মোরদাবাদের জেলা হাসপাতালে সম্প্রতি এক মহিলা তাঁর অসুস্থ থাকায় পুত্র সন্তানের জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁর ঐসন্তানকে বিক্রী করেছেন। বিজনোর জেলায় চাঁদপুর গ্রামের ঐ মহিলা তার সন্তানের জন্য ২০ টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু পেয়েছেন ১৭ টাকা। শিশুটিকে কিনেছেন নিঃসন্তান এক পাঞ্জাবী দম্পত্তি !

পেনসিলের খোঁজে

একটা হারিয়ে যাওয়া পেনসিলকে কেউ তন্ন তন্ন করে খোঁজার কথা শুনেছেন কি ? না শুনলেও এটা ঘটেছে, অবশ্য অন্য পেনসিলের থেকে এই পেনসিলটা আলাদা ধরণের। এতে তেজস্ক্রিয়া সংযোজন করা ছিল। এ মাসের গোড়ার দিকে পেনসিলটা উত্তর পূর্ব বোম্বাই-এর ভান্দুপের শেরুগুভা শিল্প এলাকা থেকে হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এই হারানো পেনসিলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করে দিলেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক বার্তাও জারী করলেন। শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য পেনসিলটার খোঁজ পাওয়া গেল মধ্য রেলওয়ের ঘটকোপার সাবারবার্ণ ষ্টেশনের গুদামে। ভাবা পারমানবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা উৎকণ্ঠা নিয়ে কয়েকদিন ধরে এই হারানো জিনিষটার খোঁজ করেন। উত্তর পূর্ব বোম্বাই-এর চেম্বুর থেকে মুলান্দ পর্য্যন্ত জায়গায় তিন দল বিজ্ঞানী স্পর্শকাতর সব যন্ত্রপাতি নিয়ে হারানো পেনসিলের খোঁজে নেমে পড়লেন। তাদের সেই সব যন্ত্রপাতিতে সংকেত ধরা পড়লো ঘটকোপার ষ্টেশনের কাছে। এ থেকে তারা প্রথম একটা সূত্র পেলেন। তারপর সমগ্র এলাকাটা ঘিরে পেনসিলের খোঁজ চললো। অনুসন্ধান কারী বিজ্ঞানীর দল যখন ঐ ষ্টেশনের চার নম্বর প্লাটফরমে পৌছালেন, তখন তাদের যন্ত্রপাতিতে তেজস্ক্রিয় সমন্বিত পেনসিলের

অস্তিত্ব ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁদের আঞ্চলিক রেডিও লজিক্যাল প্রোটেকশন কেন্দ্রে বার্তা পাঠালেন। সেখান থেকে অধিকতরো সক্রিয় যন্ত্রপাতি নিয়ে একদল চলে এলেন ঘটনাস্থলে। শেষ পর্য্যন্ত সেখানকার মাল খানায় একটা নাইলনের ব্যাগ থেকে পেনসিলটা উদ্ধার করা হল।

দৃষ্টিহীনদের জন্য

দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের জন্য একটা নতুন ধরণের যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই যন্ত্রের বোতাম টিপলেই তা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের যে কোনো দ্রব্যের রঙ সঠিকভাবে বলে দিতে পারবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে বর্ণ নির্ণায়ন যন্ত্র। অকল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের একজন প্রবীণ লেকচারার এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। গত ১৪ মাস ধরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে এই যন্ত্রটা উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটি ২৪ রকমের রঙ নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। তবে এই যন্ত্রটা আরো নির্ভুলভাবে গড়ে তুলতে আরো দেড় বছর সময় লাগবে বলে জানান হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের জন্য রয়াল নিউজিল্যাণ্ড ফাউণ্ডেশনের একজন মুখপাত্র একে একটা বড় ধরণের সাফল্য বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এর ফলে দৃষ্টিহীনদের নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে। ইলেকিট্রক্যাল ওয়ারিং এবং বর্ণ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে এর সাহায্যে দৃষ্টিহীনরা নিয়োজিত হতে পারবেন।

কৃষি সংক্রান্ত

ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানীরা জন বিস্ফোরণের যোগ্য উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক ভারতীয় বাগিচা সংস্থা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান হর্টিকালচার সংস্থার কৃষি বিজ্ঞানীরা 'ভাওসসেরা' নামে

রবার গাছের মতো এক ধরণের উদ্ভিদের আবিস্কার করেছেন। এটা জমির উর্বরাশক্তি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। সম্প্রতি পুনেতে ভারতীয় কৃষি গবেষক পর্ষদের আঞ্চলিক বৈঠকে ঐ সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল এই তথ্য জানিয়েছেন।

উদ্বেগ ও ক্যান্সার

মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে মানসিক উদ্বেগের ফলে মানুষের দেহ থেকে অত্যধিক পরিমাণ হর্মোন নির্গত হয়। এর ফলে শরীরের ক্ষতি হয়। মার্কিন বিজ্ঞান পত্রিকা 'সায়েন্স ডাইজেস্টের' সাম্প্রতিক সংখ্যাতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। কয়েক ধরণের বাছাই করা ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এই সব ইঁদুরকে একটা খাঁচায় রেখে কিছু সময় অন্তর তাদের খাঁচা শুদ্ধ জোরে ঘোরানো হয়েছে; ফলে তাদের উদ্বেগ বেড়ে গেছে। শতকরা ৬০ ভাগ ইঁদুরের দেহে এর ফলে টিউমার দেখা দিয়েছে।

বিরল যমজ সন্তান

বিহারের মুঙ্গের জেলার একটা গ্রামে যখন হায়দারের জন্ম হল তখন তাঁর মা জানতেন না যে তার মতো ছেলে লাখে একটা জন্মায়। হায়দার আসলে ছিল অসম্পূর্ণ এক যমজ সন্তান। তার একটা মাথা, একটা হৃদপিণ্ড এবং বুকের সঙ্গে জোড়া দুটি দেহ। বুকের সঙ্গে জোড়া অপর দেহটা একেবারে কোনো কাজেরই নয়। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর হাসপাতালের ডাক্তাররা সাড়ে ৪ ঘণ্টা ধরে অপারেশান করে তার অকেজো দেহটা তার আসল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। হায়দারের বয়স তখন তিনমাস।

পাঁচ বছর বিয়ের পর হায়দার তাঁর মায়ের প্রথম পুত্র সন্তান। এখন সে আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মত বেড়ে উঠছে।

পাখী মারা খেলা

আপনারা ভলিবল, হকি, ক্রিকেট, এ্যথলেটিক প্রভৃতি সাধারণ খেলাধূলার কথা শুনেছেন। কিন্তু এমন অনেকে আছে যারা একটু অন্যান্য ধরণের খেলা পছন্দ করে। আসামের সাতীঙ্গা অঞ্চলের লোকেদের শখ হল পাখী মারা। এটাকে তাঁরা একটা খেলা হিসাবে ভাবেন। ঐ অঞ্চলে অনেক পাখিকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সকলের ধারণা ঐসব পাখীরা সেখানে গিয়ে দলবেঁধে আত্মহত্যা করে। সম্প্রতি ভারতীয় ভূতত্ব সমীক্ষা বিভাগ ও পূর্বাঞ্চলের বিশ্ব বন্য প্রাণী তহবিল যৌথভাবে সমীক্ষা চালিয়ে এই সত্য উদঘাটিত করেছেন যে ঐ সব পাখীরা আত্মহত্যা করে না। তাদের মারা হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কয়েক ধরণের পাখী ঐ অঞ্চলে ঘন কুয়াশায় আলো দেখলে সেই আলোর দিকে ধাবিত হয়। গ্রামবাসীরা সেখানে পেট্রোমাক্স আলো জ্বালিয়ে কাছাকাছি অপেক্ষা করে। পাখীর দল সেখানে এলে তারা বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে তাদের হত্যা করে। ঐসব তরুণ গ্রামবাসীদের জন্য বিকল্প ক্রীড়ার ব্যবস্থা কোরে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে।

ব্যাঙের খাদ্য

ব্যাঙ কাঁকড়া খায় একথা শোনা গেছে। কোঙ্কন কৃষি বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞানীরা ব্যাঙকে ব্যবচ্ছেদ করে প্রমাণ করেছেন যে, তারা কেবল কাঁকড়া নয়, ছোট ছোট সাপ, এমনকি পাখি পর্য্যন্ত খেয়ে থাকে। তারা গবেষনা চালিয়ে আরো দেখেছেন যে, ব্যাঙেরা কি ভাবে পোকা মাকড় খেয়ে কৃষি খামারের পোকার আক্রমণ

প্রতিরোধে সাহায্য করে। ব্যাঙেরা শুধু নয় মাছেরাও পোকা মাকড় খেয়ে থাকে।

জলজ প্রাণীর গবেষনায় উপগ্রহ

স্কটল্যাণ্ডের আবেরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে মাছেদের অস্তিত্ব জানার দুঃসাহসিক কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন। পৃথিবীর সমুদ্রের জলভাগের মধ্যদিয়ে কিভাবে জলজ প্রাণীরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ভ্রমণ করে সে সম্পর্কে তাঁরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। এই সব বিজ্ঞানীরা একটা বিশেষ ধরনের রেডিও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। এটা একটা হাঙ্গরের সঙ্গে স্থাপন করা হবে। এতে একটা আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি বেতার সংকেত ও উপগ্রহ অনুসন্ধান ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হবে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর উপরি ভাগে যে কোনো জায়গায় প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ণয় করা যাবে। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে সাত টন ওজনের ন মিটার লম্বা একটা হাঙ্গরের সঙ্গে এটা সংযুক্ত করা হবে। মার্কিন ফ্রান্স যৌথ উপগ্রহের গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এর সাহায্যে জলদ প্রাণীর অস্তিত্ব জানা যাবে। এই ব্যবস্থায় ঐ হাঙ্গরের গতিবিধি সম্পর্কে আবেরদিনের বিজ্ঞানীরা টেলেক্স যোগাযোগে সব কিছু জানতে পারবেন। এটা রিলে করা হবে। ঐ উপগ্রহটা আবার সমুদ্রের তলাকার তাপমাত্রা সম্পর্কে ছবি পাঠাবে। জলের রঙের ছবিও পাঠাবে। ঐ হাঙ্গরের খাদ্যের ব্যাপারে আচরনের তথ্যও আবেরদিনের বিজ্ঞানীরা জানতে পারবেন।

কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশের প্রথম শিশুটি শীঘ্রই ভূমিষ্ঠ

হতে চলেছে অবশ্য এটিকে সিজারিয়ন অপারেশন করে বের করা হবে। ঐ প্রদ্ধতি ভদ্রমহিলা এখন কোলকাতার ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতলে ভর্তি হয়েছেন। ৩৪ বছর বয়স্ক ঐ মহিলা বিব্রত হতে চান না তাই তাঁর নাম গোপন রাখা হয়েছে। যে পুরুষের ঔরসে এই শিশু ভুমিষ্ঠ হতে চলে, এবং যে মহিলা এই ঔরস গ্রহণ করেছে তারা কেউই পরস্পর পরস্পরকে জানে না। সম্ভবত কোনোদিনই তাঁরা পরস্পরকে জানতে পারবেন না। ঐ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিচ্ছেন।

বহুমুত্র রোগের আরো ওষুধ

যে সমস্ত বহুমুত্র রোগী ইনসুলিন ইনজেকশান নিতে ভয় পান, তাদের অদুর ভবিষ্যতে আর এর জন্য উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। কেন না এই ইনসুলিন ইনজেকশনের বদলে তাঁরা নাক দিয়ে এই ওষুধ গ্রহণ করতে পারবেন। একদল ইটালিয়ান চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, গুড়ো আকারে বা ড্র:পর মাধ্যমে নাক দিয়ে ঐ ইনসুলিন টেনে নেবাব ফলে তা সরাসরি রক্তে গিয়ে মেশে এবং তা রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রনে আরো বেশী সফল ভাবে কাজ করে।

বিরল দৃশ্য

বুদ্ধদেব আমাদের আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন। কুয়ালালামপুরে বুদ্ধের একটা মুর্তি থেকে লাল বর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এই মুর্তি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করছে। সেখানকার ভক্তরা দাবী করেছেন যে, যে পদ্মফুলের ওপর ঐ মুর্তিটা বসানো আছে সেই পদ্মফুল থেকেও লাল বর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সম্প্রতি এই

আভা প্রায় ৬ ঘন্টাকাল স্থায়ী ছিল। ঐ অঞ্চলের বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে মার্বেল পাথরের নির্মিত ঐ মূর্তিটার ভেতর থেকে এই জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। তারা মনে করেন যে, এই জ্যোতি সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির নিদর্শন। একশো বছর বয়স অতিক্রম করেও দিব্যি সুস্থ সবল থাকাটা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের হয়। মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ১০৩ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি সম্প্রত সেখানকার সবচেয়ে বেশী বয়স্ক লোক। তিনি এখনো সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী।

ক্যান্সারের ঔষধ

কয়েক ধরনের ক্যান্সার রোগ নিরাময় করা সম্ভব। সাদাবাহার নামে এক রকমের গাছের পাতা, মূল আর কাণ্ড শুধু ক্যান্সার নয়, যকৃতের গোলযোগ সারাতে সক্ষম। এই ধরনের গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ভিংকা রোজি। লাখিমপুর খেরি পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উদ্ভিজ বিদ্যা বিভাগের প্রধান ডাঃ চৌহান এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি সংবাদ সংস্থা ইউ, এন, আই এর প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, ঐ উদ্ভিদের পাতা, মুল, আর কাণ্ডের রস থেকে এক ধরণের আরক নিগত হয়। কয়েক ধরণের ক্যান্সারের চিকিৎসায় এর অতি মূল্যবান ভেষজ গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে।

রসুন সমাচার

অনেকে সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক কিছু রসুন খেয়ে থাকেন। কিন্তু রসুন খাওয়া সব সময় সুস্থ থাকতে সকলকে সাহায্য করে না। ঝাঁসির মেডিকেল গবের্ষণাকারীরা বলেছেন যে, হৃদযন্ত্রের পক্ষে রসুন খাওয়া ভাল, এই ধারণাটা ঠিক নয়। রসুনকে ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। একটানা রসুন খাবার ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ ও অন্য উপসর্গ হতে পারে

বলে তাঁরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন যে রসুন রক্তের কোলেষ্টরেলের ভাগ কমাতে ব্যর্থ হয়েছে।

কিছুই যায় না ফেলা

জঞ্জাল সংগ্রহ করাটা একটা আকর্ষনীয় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে শহর অঞ্চলে। বাড়ী এবং অফিসের পরিত্যক্ত আবর্জনা সংগ্রহ করার মাধ্যমে শত শত লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। একটা খবরে প্রকাশ যে, কায়রো, ইস্তাম্বুল, নতুন দিল্লী এবং সিউল শহরে শতকরা এক থেকে দু ভাগ লোক আবর্জনা বিক্রী করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এই পেশাতে কিছুই ফেলা যায় না। এই সব আবর্জনা সংগ্রহ করে তা থেকে সব জিনিষ আলাদা আলাদা করে বাছাই করা থেকে কাজ শুরু হয়। বিশেষ দক্ষ কর্মীদের দ্বারা এই কাজ করা হয়। তাঁরা ঐ সব আবর্জনা থেকে ভাঙা কাঁচ, প্লাষ্টিক, ধাতব টুকরো সব আলাদা আলাদা করে তা ফঁড়েদের কাছে বিক্রী করেন। আর এইসব ফঁড়েরা ঐ সব সামগ্রী ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কারখানায় তা বিক্রী করে কারখানাগুলোতে ঐ সব জিনিষ কাজে লাগে। ধরুন কাগজের কলে ছেঁড়া কাগজ থেকে আবার নতুন করে কাগজ তৈরী হয়, কাচের কারখানায় তৈরী হয় কাচের বিভিন্ন জিনিষ ইত্যাদি। আবার কিছু দুর্গন্ধময় জঞ্জাল থেকে তৈরী হয় কৃষি কাজের মুল্যবান সার।

জঞ্জাল বা পরিত্যক্ত সমগ্রীর কথাতে যখন এলাম তখন আরো একটা খবর দিই। আমাদের গ্রামগুলোতেও পরিত্যক্ত কৃষিজ সামগ্রী কাজে লাগছে। প্রচুর পরিমান গম ও ধানের তুষ আর শুকনো পাতা থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিকল্প প্রোটিন তৈরীর কাজ হয়। পরিত্যক্ত কৃষিজ সামগ্রীকে কাজে লাগিয়ে আবার ছত্রাক উৎপাদন

করা যায়। ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক ভারতীয় বাগিচা গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডাঃ এইচ, এস, সোহী একথা জানিয়েছেন।

পূর্বপুরুষের ভিটে

নতুন সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের পূর্বপুরুষ বর্তমানে যাকে ইস্রাইল বলা হয় সেখানে বসবাস করতেন। ৫ লক্ষ বছর আগে সেখানে তাঁদের বসবাস ছিল। আফ্রিকায় মানব জাতির উদ্ভব—বর্তমান এই ধারনাকে এই নতুন তথ্য চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মার্কিন ভূতত্ব সমীক্ষা দপ্তরের মিঃ চার্লস রিপেনিং গবেষণা করে এই তথ্য আবিস্কার করেছেন বলে দাবী করা হয়েছে। তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন।

গাছের ভেষজ মূল্য

মাট্রিকারিকা চ্যামোমিল্লা যা সাধারণত ছোট চ্যামোমিল্লা নামে পরিচিত, এই ধরণের গাছের ভেষজ এবং শিল্পগত গুরুত্ব কম নয়। লাক্ষ্ণৌ এর জাতীয় উদ্যান গবেষণা সংস্থায় ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গাছের শুকনো ফুলকে পরিশ্রুত করে তা থেকে যে নীল রঙের তেল পাওয়া যায়, তাতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সামগ্রী থাকে। এই তেল প্রতি লিটার ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা দামে বিক্রী হয়। এই তেলের ভেষজ মূল্য খুব বেশী।

খাদ্যে রঙের প্রতিক্রিয়া

খাদ্য সামগ্রী, পানীয় এবং ওষুধ রং করার জন্য এক ধরনের

সাধারণ রং ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা চামড়ার ফুসকুড়ি এবং হাঁপানি রোগের আক্রমণের কারণ হতে পারে। সাম্প্রতিক মেডিকেল রিপোর্টে জানা গেছে যে, টারটাজাইন নামে কমলালেবু রঙের এই রং যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিরাপদে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে। প্রতি দশ হাজার জনের মধ্যে এক জনের ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে বলে একটা মোটামুটি হিসাবে ধরা হয়েছে। শুধু এই রঙ নয়, খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত এ্যাসপিরিন এবং বেনজোয়াটেক থেকেও এ ধরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে বলে গবেষণায় জানা গেছে।

ছাত্রদের পোষাক

বৃটেনের ব্রাড ফোর্ডে তিনশোর বেশী বিদ্যালয়ে, এশীয় ছাত্রছাত্রী-দের চুড়িদার এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পোষাক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সেখানকার এশীয় বংশোদ্ভুত ৫০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিলো যে তাঁরা নিজেদের বিদ্যালয় গড়ে তুলবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এটা পছন্দ নয়। তাই এখন সেখানকার বিদ্যালয় গুলিতে গরীব এশীয় ছাত্রদের বিনামুল্যে পাগড়ী আর চুড়ীদার পোষাক সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের পোষাক হিসাবে তাদের এই সব দেওয়া হবে। তাদের প্রার্থনা সভাতেও যোগ দেবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর এক আদর্শ গ্রাম

মধ্যপ্রদেশের রাইপুর জেলার গিধাওয়া গ্রামের অধিবাসীরা পুরুষানুক্রমে আদর্শ জীবন যাপন করছেন। ঐ গ্রামের প্রধান জানিয়েছেন যে, গ্রামের কোনো অধিবাসীই মদ, মাংস অথবা মাছ

ছোঁননা। কবীরপন্থীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক শতাব্দি আগে তাঁদের পূর্বপুরুষরা ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদি কেউ প্রলুব্ধ হয়ে ঐসব জিনিষ খান, তবে তাঁকে ঐ গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে। গিধাওয়া গ্রামে প্রায় ছশো লোকের বাস। তাদের অধিকাংই হলেন গোণ্ডা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। গত শনিবার ঐ গ্রামের অধিবাসীরা মিলিত হয়ে ঐ সব জিনিষ না খেয়ে জীবনষাত্রা নির্বাহের শপথ গ্রহণ করেছেন। পুলিশী সূত্রে জানানো হয়েছে যে, সেখানকার গ্রামবাসীদের এই সেচ্ছামাদক, মাংস ও মাছ বর্জনের শপথ গ্রামে অপরাধ প্রতিরোধে সহায়ক হয়েছে।

তেলের নতুন উৎস

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখন দ্রুত নিঃশোষিত তৈল সম্পদের বিকল্প খুঁজে বের করার প্রয়াস চলেছে। পশ্চিম ভারত অটোমোবাইল এ্যাশোসিয়েশনের মতে যদি অশোধিত শবজী তেল পরিশোধিত করা যায় তবে সেটা ডিজেলের পরিপূরক হিসাবে কাজ চালাতে পারে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে মোটরগাড়ী, বাস বাদাম তেলে ও সূর্য্যমুখী তেলে চলতে পারে, এটা আশা করা যায়। মোটরিং নামে তাদের মুখপত্রে বলা হয়েছে যে, অনেক দেশে মোটর চালানোতে সাফল্যের সঙ্গে সবজী তেলের ব্যবহারের পরীক্ষা করা হয়েছে। ব্রাজিল এ বছর তাদের জ্বালানি তেলে ছয় শতাংশ সবজী তেলের সাহায্যে পূরণ করাবার আশা করছে। সেখানে স্থানীয় বাস চলাচলে ডিজেল ও সবজী তেলের মিশ্রণ ব্যবহারের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন চতুর্থাংশ সবজী তেল ও এক চতুর্থাংশ সূর্য্যমুখী তেলের মিশ্রণে যান চলাচলের পরীক্ষায় পূর্ণ সাফল্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। ঐ নিবন্ধে তাই প্রশ্ন তোলা হয়েছে, অধিক তৈল কুপ খনন কোরে তেলের সন্ধান না চালিয়ে

বেশী করে সবজী উৎপাদনের দিকে আমরা মনোযোগী হবো না কেন?

কর্তব্যের টানে

কর্তব্যের টান রক্তের টানের চেয়ে যে সময় সময় কত বড় হয়ে ওঠে সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের বান্দার প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে গিওয়ান থেকে তার খবর পাওয়া গেছে। সেখানকার একটা কলেজের অধ্যক্ষ দেখলেন যে, তাঁর পুত্র কলেজে শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজ করছে। তিনি তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। ছেলেকে তিনি কলেজ থেকে বহিস্কার করে দিয়েছেন।

ঝাড়ুদারের বাড়ী

রাষ্ট্রায়ত্ব ইউনাইটেড কমার্শিয়ল ব্যাঙ্কের বদান্যতায় চণ্ডীগড় প্রশাসনের ঝাড়ুদার রামস্বরূপের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তিনি একটা বাড়ীর মালিক হতে পেরেছেন। বস্তীবাসীদের বাড়ী তৈরীর প্রকল্প অনুযায়ী ঐ ব্যাঙ্ক তাঁকে ঋণ দিয়েছে। তাতেই বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক রামস্বরূপ তাঁর বাড়ী তৈরী করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, তিনি এখন সহজ কিস্তিতে তাঁর ঋণের টাকা শোধ করছেন।

ফসিল

উত্তর কোরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশ থেকে ১০ কোটি বছরের পুরানো একটা ডাইনোসোরের ফসিল পাওয়া গেছে। ষাট সেন্টিমিটার লম্বা এবং দশ সেন্টিমিটার চওড়া ফসিলটা ঘন বাদামী রঙের পাথর পলির মধ্যে পাওয়া গেছে।

ময়দা মাখা থেকে রেহাই

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা রুটি তৈরীর একটা নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এটা খাবার তৈরী শিল্পে একটা বিপ্লব আনবে। এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী জলদিয়ে মাখা ময়দার দলা থেকে নয়, সরাসরি শস্য দানা ভিজিয়ে তা থেকে বিশেষ দলা তৈরী করে সরাসরি রুটি তৈরী করা যাবে। এতে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ খাদ্যে ঠিকমত বজায় থাকবে। এতে ময়দা থেকে তৈরী রুটিব চেয়ে ক্যালরী মূল্য অনেক বেশী থাকবে। তাই একই পরিমাণ রুটি অনেক বেশী লোক খেতে পারবেন।

বোমা নির্ণায়ক যন্ত্র

আগামী এক বছরেব মধ্যে বাজারে বোমা অনুসন্ধান যন্ত্র আসবে। ক্যানাডার এক খবরে প্রকাশ যে অ্যাটাচি কেসে রাখা এই যন্ত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বোমার অস্তিত্বের খবর দেবে। এক বোমার অস্তিত্ব নির্দ্ধারক যন্ত্রটা হল একটা সিগারেট কেসের মতো। এখন এটা জেমস্ বণ্ডের চলচ্চিত্রে দেখা যায়।

থুথু ছিটানোর প্রতিযোগিতা

খাওয়া প্রতিযোগিতাটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। যাঁরা খেতে ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই প্রতিযোগিতাটা হল এ ব্যাপারে তাঁদের পারদর্শিতা প্রদর্শনের একটা বড় সুযোগ। শুধু খাওয়া নয়; এর সঙ্গে থুথু ফেলার এক মজার প্রতিযোগিতার খবর পাওয়া গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের পারদিভিল্লেতে এই ধরণের প্রতিযোগিতায় চারশোর বেশী প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে খবর পাওয়া গেছে। সম্প্রতি সেখানে তরমুজ খাওয়া ও থুথু

ফেলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ দশমিক ৮ মিটার দূরত্ব পর্য্যন্ত থুথু ফেলার বিশ্ব রেকর্ড আছে, যা প্রায় তিন বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল। এবারকার ঐ প্রতিযোগিতায় কেউই এর চেয়ে বেশী দূর পর্য্যন্ত থুথু ফেলতে পারেনি। তবে স্থানীয় একজন সূত্রধর ১২ দশমিক ৩ মিটার পর্য্যন্ত থুথু ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু তরমুজ খাওয়া প্রতিযোগিতায় সেখানে রেকর্ড হয়েছে। এককিলো ওজনের তরমুজ মাত্র ৬ দশমিক ৫. ৫ সেকেণ্ডে খেয়ে ফেলে একজন রেকর্ড করেছেন।

বিশ্ব রেকর্ডের জন্য

নতুন নতুন রেকর্ড স্থাপন করাটা একটা বড় ধরণের আগ্রহের ব্যাপার। অনেকে নতুন কিছু রেকর্ড করে গিনিস বুক অফ রেকর্ডসে নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। একটা প্রবাদ আছে যে, মানুষ যে কোনো উপায়ে হোক পাত্র ভেঙ্গে, গাধার পিঠে চড়ে নতুন কিছু করতে চায়। নাম কেনার সহজ রাস্তাও আছে। অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি গিনিস রেকর্ড বুকের প্রকাশকদের আয়োজিত প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী দিবসে একটা বিষয় ছিল মানুষ কর্ত্তৃক বৃহত্তর বৃত্ত রচনা করা। লেক ফাঁকের চারপাশে পনেরো হাজার লোক হাত ধরাধরি কোরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু এটাকে নতুন বিশ্বরেকর্ড বলে গণ্য করা গেল না। কারণ ঐ বৃত্তের এক জায়গায় হাত ধরায় ফাঁক ধরা পড়েছে। গিনিস বুক অব রেকর্ডসে এই ধরণের মানুষের হাত ধরাধরি করে যে বৃত্ত রচনার রেকর্ড রয়েছে পাঁচ হাজার আটশো দশ জন জাপানীর।

সর্বোচ্চ পর্বত

সামোয়াতে সমুদ্রের তলায় বিশ্বের উচ্চতম পর্বতের সন্ধান পাওয়া

গেছে। এই পর্বতের নাম দেওয়া হয়েছে উ মাহায়ে। সামোয়াতে এর অর্থ মৈত্রী। সোভিয়েট গবেষনা জাহাজের বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কার করেছেন। টোঙ্গা পরিখাতে তাঁরা অবিরাম একটা আওয়াজ শুনেছেন যাতে মনে হচ্ছে যেন কেউ উচ্চৈস্বরে কথা বলছে।

পরিবার পরিকল্পনার শপথ

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এশিয়ার দেশগুলিতে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেজিং কর্তৃপক্ষ শহরের জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার হাজার প্রতি দশের কমে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছেন বলে চীনের একটি সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে। সন্তান উৎপাদনে সক্ষম বেজিং-এর চার লক্ষ ২০ হাজারের বেশী দম্পতি শপথ নিয়েছেন যে, তারা একটি বেশী সন্তানের জন্ম দেবেন না। বেজিং পৌর কর্তৃপক্ষ শহরের যুবক-যুবতী যাঁরা বেশী বয়েসে বিয়ে করবেন অথবা সন্তান উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করবেন, তাঁদের অতিরিক্ত কিছু সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য নতুন আইন পাশ করেছেন। এই নতুন আইন অনুযায়ী যে সমস্ত পুরুষ পঁচিশ বছর বয়সের পর এবং যে সমস্ত নারী তেইশ বছর বয়েসের পর বিয়ে করবেন, তাঁরা ২২ দিন ছুটি পাবেন। বর্তমানে তাঁদের পনেরো দিন ছুটি নিতে দেওয়া হয়। যাঁরা কঠোরভাবে পরিবার পরিকল্পনার আদর্শ মেনে চলবেন তাদের এর মধ্যে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেবারও ব্যবস্থা হয়েছে।

বন্যাত্রাণে কিশোর

ওড়িশার জনসাধারন অভূতপূর্ব বন্যার ফলে দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছেন। সেখানে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য একটি কিশোরের এগিয়ে আসার খবর পাওয়া গেছে। এই কিশোর হল একজন ডিম বিক্রেতা। সে তার এক বছরের জমানো পুরো টাকাটাই কটক

শহরের আশেপাশের বন্যার্তদের ত্রাণের কাজে খরচ করছে। রমেশচন্দ্র রথ নামে এক কিশোরকে খাবারের প্যাকেট নিয়ে কোমর সমান জলের মধ্য দিয়ে বন্যার্ত জনগণের ত্রানের কাজ করতে দেখা গিয়েছে। রমেশ প্রতিদিন নিজের হাতে রান্না করে ৩ হাজার খাবারের প্যাকেট করে নিয়ে গিয়ে বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণ করেছে।

প্রেমালাপে টেলিফোন

জাপানে টেলিফোনের ব্যবহার এত সুবিধাজনক যে সেখানে প্রেমপত্রের চেয়ে প্রেমালাপের জন্য টেলিফোনের ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে। কখনো কখনো দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে সেখানে এই ধরণের টেলিফোন কল চলে। আরে বাবা প্রেমের কথা কি আর সহজে ফুরায়! জাপানের একটি টেলিফোন কোম্পানীর এক সমীক্ষায় এই তথ্য জানা গেছে।

প্রাচীন উৎসব

অক্টোবর মাসটা হল উৎসবের মাস। এইসব উৎসবের মধ্যে অন্যতম হল ফুল ওয়ালংকি সায়ির। এটা জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা প্রতীক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। দিল্লীর কাছে মেহেরালিতে বখতিয়ারকাকির দরগায় ফুলের চাদর দেওয়া হয়। এই উৎসব সেই ১৮১২ সাল থেকে চলে আসছে। সে বছর রানী মমতাজ তাঁর ছোট ছেলে মীর্জা জাহাঙ্গীর বৃটিশদের হাত থেকে ছাড়া পেলে সেখানে ফুলের আচ্ছাদন দিয়েছিলেন। তিনি কাছাকাছি যোগমায়া মন্দিরে ফুলের পাখাও অর্ঘ হিসাবে দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে বৃটিশরা এটা বন্ধ করে দিয়েছিল। তার আগে বরাবর এই উৎসব চলে এসেছে। পরে অবশ্য স্বাধীন ভারতে

১৯৩০ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে এটা আবার চালু করা হয়।

ঋণ পরিশোধের জন্য

বহুক্ষণ ধরে প্রেমালাপের ব্যাপারটা কেমন মজার বলে মনে হয়। নিজের সম্মান রক্ষার জন্য যে মানুষটি চোখ বিক্রী করতে চেয়েছিলেন তাঁর কাহিনী কিন্তু তেমনি করুণ। আর্জেন্টিনার বুয়েনস এয়ার্সে এক বেকার পিতা ঋণ পরিশোধের জন্য নিজের দুটো চোখ আর একটা কিড্‌নী বিক্রী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিবারকে যাতে ঋণের দায়ে বাস্তুচ্যুত হতে না হয় তার জন্য ছেচল্লিশ বছর বয়স্ক এই ভদ্রলোক ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন।

চিংড়ী শিকারী পাখী

আমরা মাছরাঙা পাখির কথা শুনেছি। খালে বিলে যেখানেই মাছ আছে, এই পাখি তা শিকার করে খেয়ে ফেলে। এ ধরণের আরো পাখি আছে যারা মাছ খেতে ভালবাসে। কিন্তু তামিলনাড়ুর একটা জায়গাতে সমুদ্রে শীতকালে ফ্লেমিংগো নামে এক ধরণের যাযাবর পাখির দল এসে হাজির হয়। তাদের কাছে কিন্তু চিংড়ী মাছ খুবই প্রিয়। তাই চিংড়ীর লোভে তারা দলে দলে সেখানে গিয়ে সমবেত হয়। কিন্তু এখন সেখানে চিংড়ীর সংখ্যা নানান ভাবে কমে গেছে। একটা বেসরকারী নুন তৈরীর কারখানা সেখানকার সমুদ্রের জল ব্যবহার করার জন্য নাকি চিংড়ীর সংখ্যা কমে গেছে। ফলে সেখানকার প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা এবার হয়তো ঐ যাযাবর পাখির দল সে জায়গাটা বয়কট করবে।

সুন্দরী ও রক্তচাপ

মানুষ চিরদিন সুন্দরের পূজারী। একটা কথা আছে, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের আবার কতকগুলি অসুবিধা আছে। একটা মেয়ে যত সুন্দরী তার রক্তচাপ নাকি তত কম। বালটিমোরের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিদদের মতে সাধারণ চেহারার মেয়েদের চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের রক্তচাপ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম।

অন্ধদের জন্য

ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে ম্যানচেষ্টার আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রেঁস্তোরায় এখন অন্ধ খরিদ্দাররা নিজেরাই পছন্দমতো খাবার বেছে নিতে পারছেন। সেখানে ব্রেইল খাদ্যতালিকা চালু করার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের জীবন কাহিনী

অধিকাংশ প্রতিবন্ধীই কিন্তু সুস্থ সবল জীবন সঙ্গিনী চান। পাটনার ইনষ্টিটিউট অব সোস্যাল ষ্টাডিজের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, প্রায় ৭১ শতাংশ অবিবাহিত প্রতিবন্ধী চান সুস্থ নিখুঁতদেহী জীবনসঙ্গিনী। কেবল তিন শতাংশ অন্য রকম চেয়েছেন। ২৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোনোরকম পছন্দের কথা জানাননি।

খুশীর খবর

মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুরের আন্ধিরা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে অন্য কোনো গ্রামের লোকেরা তাদের মেয়েদের বিয়ে দিতে চাইতেন না। কারণ, আন্ধিরাতে জলের কোনো উৎস ছিল না। গ্রামের বৌদের

তিন কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে কষ্ট করে অন্য জায়গা থেকে জল আনতে হত। গ্রামবাসীদের এই দুর্দ্দশার কথা রাজ্য সরকারকে জানানো হলে, রাশিয়ার বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে দুশো নব্বই ফুট গভীর একটা নলকূপ সেই গ্রামে খোড়া হল। এখন ঐ গ্রামের বিবাহযোগ্য যুবকরাই সবচেয়ে বেশী খুশী। সুখের কথা হল যে, ঐ গ্রামটিতে জলের সমস্যা ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। গ্রামের কৃষিক্ষেত্রগুলোও উর্ব্বর। সেখানে বিনা সেচে আখও জন্মায়। গ্রামের লোকেরাও, বিশেষ করে বৌঝিরা এখন সবাই খুশী।

একি নিষ্ঠুরতা!

স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে মানুষ কতটা নির্দয় হতে পারে? মানুষের আচরণের মধ্যে ভারসাম্য আনার জন্য তাই আইনও তৈরী হয়েছে। শাস্তির ভয়ে অথবা আপনা থেকেই সংশোধনের মাধ্যমে মানুষ তার আচরণের পরিবর্তন করতে পারে কি? এ সম্পর্কে সঠিক কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেননা তা হলে কেনই বা বা বারো বছর বয়েসী এক কিশোরকে এক দম্পতি একটা নিভৃত কক্ষে সাত বছর ধরে আটকে রাখবে? কিশোরটি সম্প্রতি নেহাৎই এক আকস্মিক ঘটনার ফলে তার ঐ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার মা কদিন ছুটি কাটাতে অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাবার আগে তিনি ঐ বন্ধ ঘরের তালাটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিম প্যারিসের শহরতলীতে এই ঘটনা ঘটেছে। ছেলেটাকে এক প্রতিবেসীর বাগানে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেছে। দু মিটার লম্বা ডেভিড নামে এই ছেলেটার ওজন মাত্র ৩০ কিলোগ্রাম। সে দুর্বল, কারণ তাকে শুধু রুটি আর জল খেয়ে কাটাতে হয়েছে। জ্ঞান হওয়া অব্দি সে দেখছে যে, তাকে ঐ ঘরে তালাচাবি বন্ধ করে

রেখে দেওয়া হয়েছে। ছেলেটার মা এবং মায়ের প্রেমিককে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। ছেলেটা ভাগ্যিস বাইরে বেরিয়েছিল।

ইচ্ছেমত বাড়ীঘর

বৃটেনের এক স্থপতি অদ্ভুদ ধরণের এক বাড়ীর নক্সা তৈরী করছেন। এটা হল পৃথিবীর মধ্যে প্রথম বুদ্ধিদীপ্ত বাড়ী। বাড়ীটার মজা হচ্ছে যে কম্পিউটরের থেকে পাওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী বাড়ীটাতে ইচ্ছেমত ঘরগুলো পরিবর্তণ করা যায়। এই ধরণের বাড়ীর নক্সা পৃথিবীতে বাড়ী নির্মাণের স্থাপত্যবিদ্যার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনবে বলে মনে করা হচ্ছে। বৃটেনের বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা স্পেকট্রামে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বৃটিশ স্থপতি সেড্রিক প্রাইস এই ভবনের নক্সা তৈরী করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই ডিজাইনটা খুবই সহজ ব্যাপার। এই ভবনের মৌলিক উপাদান হল চারকোণা কোরে তৈরী। এতে একটা কাঠের গুঁড়ির ফ্রেম থাকে, যার প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ দশমিক ৭ মিটার। বাড়ীর ভিত্‌টা হয় কংক্রীট আর ইস্পাত পাতের ওপর। একটা বিরাট আকারের দাবার বোর্ডের ওপর গুটিগুলোকে যেমন নাড়ানো হয়, তেমনি চাকাওয়ালা একটা ক্রেনের সাহায্যে ঐ বাড়ীর আলাদা আলাদা অংশগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে ইচ্ছে মতো ঘরের নক্সা তৈরী করা যাবে। ছোট ঘর চাইলে ছোট ঘর, আর বড় ঘর চাইলে বড় ঘর, এমনকি অতিরিক্ত জানলা চাইলেই তা ঐ ভাবে বসিয়ে নেওয়া যাবে। আপনি রান্নাঘর আর বাথ সাওয়ার চান ? তারও ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটরের সাহায্য নিন সব চটপট তৈরী হয়ে যাবে।

কম্পিউটরে গান শেখা

যাঁরা সঙ্গীত সাধনা করে থাকেন তারা বলেন, যদি কেউ একজন

নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ হতে চান, তবে তাকে অন্ততঃ তিরিশ বছর ধরে সঙ্গীত সাধনা করে যেতে হবে কিন্তু এখন কম্পিউটরের যুগে আমাদের কাছে সব জিনিষ সহজ কোরে দিয়েছে। কম্পিউটরের পদ্ধতির মাধ্যমে এখন কণ্ঠসঙ্গীতে একজন ছাত্র নিজে থেকে তাল লয় সম্পর্কে সহজেই তালিম নিতে পারবেন। মাদ্রাজের সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা সংস্থার সম্প্রসারণ কেন্দ্র এই নতুন ধরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ থেকে তাল ও শ্রুতির উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী এই তাল ও শ্রুতির গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ন্যনতম সংখ্যক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এই পদ্ধতি কার্য্যকর করা যায়। গোড়া থেকে সঙ্গীতের তালকেও আবার আলাদা করা যায়। ভবিষ্যতে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত শেখাটা তাই এতে প্রশস্ত হয়েছে।

লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসা

জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা কোনো রকম বড় পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসার এক নতুন পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে উদ্ভাবন করেছেন। হোক্কাইডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার হাইদেমাৎসু হিরাই বলেছেন যে, বিশেষ ধরণের এ্যাসিডের সমন্বয়ে এ ক্যান্সার প্রতিরোধক ওষুধের মাধ্যমে একদল বিজ্ঞানী লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসা কোরে ভাল ফল পেয়েছেন। ইঁদুরের ওপর এর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে ৬টির মধ্যে ৩টি ইঁদুরের লিভার ক্যান্সার এতে সেরে গেছে।

মানব বিবর্তনের নতুন তথ্য

পূর্ব আফ্রিকা থেকে সম্প্রতি সাড়ে তিমফুট লম্বা লুসি নামে এক

ধরণের প্রাণীর আংশিক কঙ্কালের একটা ফসিল পাওয়া গেছে। এর মাথাটা হল শিম্পাঞ্জীর মাথার মতো, দেহটা মানুষের মতো। ...এটা সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের কাছে একটা নতুন উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। কেননা এতে মানব জাতির অস্তিত্বের গোড়ার দিক সম্পর্কে অনেক রহস্যজনক বিষয় জানা যেতে পারে। ৩০ লক্ষ বছর আগে এই লুসি নামে প্রাণী আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন যে, এই প্রাণীকুল মানুষের মত কিনা। এই নতুন ফসিলটা মানব বিবর্তনের বিষয়ে নতুন তথ্য আবিষ্কারে সহায়ক হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

হৃদপিণ্ড ঘটিত

হৃদপিণ্ড শুধুমাত্র মানুষের দেহে জীবন ধারণের একটা যন্ত্রই নয়, এটাতে মানুষের আবেগ অনুভূতি, এমনকি অন্যের প্রতি ভালবাসা সূচিত হয়। ডাঃ বার্ণি ক্লার্কের পত্নীর এ ব্যাপারে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সল্টলেক সিটিতে ডাঃ ক্লার্ক এখন কৃত্রিম হৃদ্‌পিণ্ড নিয়ে বেঁচে আছেন। কয়েকদিন আগে সেখানকার এক হাসপাতালে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড অপারেশান কোরে বাদ দিয়ে তার বদলে পলিথিন ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম হৃদযন্ত্র বসানো হয়েছে। মিসেস ক্লার্ক এরপর তাঁর স্বামীকে প্রশ্ন কোরেছেন, এই কৃত্রিম হৃদপিণ্ড নিয়ে তিনি কি আগের মতোই তাঁকে ভালবাসছেন? ডাঃ ক্লার্ক একটু মৃদু হেসে জবাব দিয়েছেলেন, হ্যাঁ, তাঁর প্রতি তাঁর আগের মতোই ভালোবাসা আছে। এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্র শুধু ডাঃ ক্লার্ককেই সাহায্য করে নি, হৃদয়ঘটিত সমস্যা সমাধানে এক নোতুন দিগন্ত উন্মোচিত কোরেছে। এই কৃত্রিম হৃদযন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছে জারভিক—7, কেননা এটা তৈরী কোরেছেন ডাঃ রবার্ট কে জারভিক।

প্রেস মেকার ব্যাঙ্ক

আমরা এ পর্য্যন্ত চক্ষু ব্যাঙ্ক, ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নাম শুনে এসেছি। এখন তার সঙ্গে আর একটা ব্যাঙ্ক যুক্ত হল, তা হল পেস মেকার Bank। বোম্বাই এর পৌর হাসপাতালে তো এই Bank থেকে দরিদ্র হৃদরোগীদের পেস মেকার সরবরাহ করা হবে। সেখানে গরীব রোগীদের জন্য হাট ভালভ ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী সরবরাহের জন্য একটি সাহায্য তহবিল খোলা হয়েছে। প্রাচ্যে এই জাতীয় পেস মেকার Bank এইটাই প্রথম।

ভেল্কিবাজী

চোখের সামনে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখতে কার না ভালো লাগে? বিশেষ কোরে যখন আপনার সামনে আপনার টাকাকে দ্বিগুণ কোরে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, যোগনী দেবীও এর ব্যতিক্রম নন্। তিনি সাত সকালে দুধ আনতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাঁর চোখের সামনেই একটা লোক অন্য আর একটা লোকের কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে চোখের নিমেষে তা দশ-টাকায় পরিণত কোরে দিলো! যোগনী দেবা তো অবাক সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কানের দুল দুটি খুলে দিলেন লোকটার হাতে। কেননা তাঁর বিনিময়ে যোগনী দেবী পাবেন অনেক সোনা। লোকটা সোনার দুলদুটো নিয়ে যোগনী দেবীকে ১৫ পা হেঁটে যেতে বললো। যোগনী দেবী হাঁটছেন, আর ইতিমধ্যে লোকটিও হাওয়া। সোনা পাওয়া তো দূরের কথা, যোগনী দেবী দিব্যি বোকা বনে গেলেন।

বেতন বৃদ্ধি ?

প্রত্যেকেই চান যে তাঁর বেতন বাড়ুক। আর ঐ বেতন বাড়ানোর জন্যে চলে বিক্ষোভ প্রদর্শন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি। এইভাবেই হয়ত বেতন বাড়ে। কিন্তু আপনারা কি বিশ্বাস কোরবেন যে দুটো প্রাণী কিছু লোকের বেতন বাড়াতে সাহায্য কোরেছে। ঘটনাটা ঘটেছে চীনে। সেখানকার একটা চিড়িয়াখানায় অধিকর্তা ও রক্ষক দুটো পানডাকে না বেঁধে এবং অজ্ঞান না কোরে তাদের দেহ পরীক্ষা কোরেছেন। এর জন্যেই তাঁদের বেতন বেড়েছে।

হাতির প্রতিশোধ

প্রাণীরা যেমন বেতন বাড়াতে সাহায্য করেছে, তেমনি আবার প্রাণী কিছু মানুষের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার শুকাটি গ্রামে একজন গ্রামবাসী একটা হাতিকে তীর মেরে আহত কোরেছিলেন। ব্যস্ এতেই ঘটলো যত বিপদ। ৪০টা হাতির একটা দল প্রত্যেক দিন রাত্রে ঐ গ্রামে ঢুকে বাড়ী ঘরের ক্ষতি করতে লাগলো এবং গাছ পালা উপড়ে ফেলতে লাগলো। গ্রামের লোকজন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পলাতক। এই ভাবেই ঐ হাতির দল প্রতিশোধ নিয়েছিল।

স্মরণীয় এশিয়াড

নতুন দিল্লীতে নবম এশিয়াড শেষ হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন এটা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের দেশের পক্ষে এটা খুবই গর্বের বিষয় যে, এ ধরণের একটা বৃহত্তম এশিয়ান গেমস এখানে অনুষ্ঠিত হ'ল। মোট ২১টি বিভাগে এবার প্রতিযোগিতা

হয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা পরিকল্পনা মাফিক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নতুন দিল্লীর এশিয়ান গেমস্ ভিলেজে দু সপ্তাহের বেশী সময় ধরো শত শত যুবক যুবতী থেকেছেন। ভারতীয় মহিলা হকি দলের খেলোয়াড় রাজবীর কাউর এবং পুরুষ হকি দলের খেলোয়াড় গুরমেল সিং-এর কাছে এশিয়াড চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেননা তাঁরা প্রথম দর্শণেই প্রেমে পড়েছেন। তাদের পরস্পরের বাবা মায়েরা একটা শুভ দিন স্থির করলেই তাঁদের বিয়ের ঘন্টা বাজবে।

সিন্ধু সভ্যতার বিকল্প?

সিন্ধু সভ্যতার কি আর কোনো শাখা আছে? এ ব্যাপারে বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কর্তা থর হেয়ডাল নতুন আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁর মতে, সিন্ধু সভ্যতার মতো মালদ্বীভস দ্বীপেও একই ধরণের প্রাচীন সভ্যতা বিরাজ করতো। মিঃ হেরডাল সম্প্রতি মালদ্বীপে অভিযান চালিয়ে কলম্বোতে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি সেখানে গণহাবারু দ্বীপে মন্দিরের সন্ধান পেয়েছেন যেখানে লোকেরা উপসনা করতেন এবং তা লাইট হাউসের কাজ করতো। মন্দিরটা রয়েছে একটা পাহাড়ের চূড়ায়। এটা দেখতে ধবধবে সাদা রঙের। সমুদ্র থেকেও এজন্য এটিকে দেখা যায়। মন্দিরে সূর্য্যদেবতার মূর্ত্তি আঁকা আছে। মিঃ হেরডালের অভিমত হল, প্রাচীনকালে সমুদ্র অভিযানের নাবিকরা সিন্ধু উপত্যকা থেকে হয়তো এই দ্বীপে এবং মালদ্বীভসের রুয়া মুসাকুতে যেতেন। তিনি আরো বলেছেন যে, সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা নৌবানিজ্যের ব্যাপারে হয়তো পশ্চিম আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিষুব রেখার একেবারে দক্ষিণাংশের পর্য্যন্ত যেতেন।

নারী প্রধান

আমাদের দেশে মেয়েরা চাকুরী করছেন, এটা মোটেই নতুন

কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন আই নাই করুন, দশম শতাব্দিতে দক্ষিণে চোল রাজাদের রাজত্বকালে মেয়েদের ওপর সুপারভাইজারের দায়িত্ব দেওয়া হত। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ডঃ আর নাগস্বামী সম্প্রতি তামিলাড়ুর কুম্বাকোনালে এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন যে, প্রথম চোল রাজার আমলে ৯৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১ হাজার ১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ লিপিতে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। তখন বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানরা মহিলা সুপারভাইজারের অধীনে কাজ করতেন। চোল রাজাদের সঙ্গিণীদের হাতে চুড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল।

ধূমপানের বিপদ

ধূমপায়ীরা সাবধান! আপনারা ধূমপানের ফলে শুধু নিজেদেরই নয়, এমনকি আপনাদের পরিবারের আপনজনদের পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যের বিপদ ডেকে আনতে পারেন। বোম্বাই-এর কে, ই, এম হাসপাতালের চেষ্ট মেডিসিনের অধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়ান চেষ্ট সোসাইটির ডাঃ এস, আর, কামাথ বলেছেন যে, ধূমপায়ীদের পরিবারের লোক-জনেরা বুকের সংক্রামক রোগ, মাঝে মাঝে ব্রঙ্কাইটিস এবং ক্যান্সার রোগে পর্য্যন্ত আক্রান্ত হতে পারেন। গবেষণার ফলে এই তথ্য জানা গেছে। আর ধূমপায়ীরা তো গলা খুসখুস, বদ হজম, খাবারে স্বাদ ঠিকমত না পাওয়া, সর্দিকাশী, গলা জ্বালা, ব্রঙ্কাইটিস, এমন কি আন্ত্রিক ঘা এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন। ডাঃ কামাথ জানিয়েছেন যে, ভারতে প্রতি বছর ৪৫ কোটি কেজি থেকে ৫০ কোটি কেজি তামাক ব্যবহার হয়। আর আমাদের নাবালক পুরুষ জন-সংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ ধূমপান করে থাকেন।

চাকুরীরতা মা

গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, চাকুরী না করা মায়েদের

সন্তানদের তুলনায় চাকুরীরত ভারতীয় মহিলাদের অধিকাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুরা অধিকতর অপুষ্টিতে ভোগে এবং তাদের নানান মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা দেখা দেয়। ভিলাই-এর দু জন ডাক্তার চারশো কর্মরত ও কর্মরত নয় এমন মায়েদের নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। এই দু জন ডাক্তার আরো দেখেছেন যে, কর্মরত মায়েদেব বাড়ন্ত শিশুর প্রতি যত্ন নেওয়া এবং তাঁদের কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে অত্যাধিক পরিশ্রম করতে হয়। এতে তাঁদের ওপর খুব বেশী চাপ পড়ে।

কৃত্রিম হৃদযন্ত্র

এই বিজ্ঞানের যুগে কত অসম্ভবই না মানুষ সম্ভব করে তুলছে। একষট্টি বছব বয়স্ক ডাঃ বার্ণি ক্লার্ক দুবারোগ্য হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বলতে গেলে মরতেই বসেছিলেন। কিন্তু না, মরাতো দুরের কথা, তিনি এখন বিছানায় উঠে বসছেন এবং শীঘ্রই হেঁটে চলে বেড়াতে পারবেন। তাঁর বুকে অপারেশন করে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হৃদযন্ত্রটা অ্যালুমিনিয়মের। তাঁর ফুসফুসে ছোট একটা কাটা জায়গা বন্ধ করতে দ্বিতীয়বার অপারেশন করতে হয়েছে।

লটারীর পুরস্কার পেয়ে

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ রাত্রে ঘুম না হওয়া এবং খিদে না হবার অন্যতম প্রধান কারণ। আবার অপ্রত্যাশিত আনন্দও ঘুম ও ক্ষিদে না হবার কারণ হতে পারে। ব্যাঙ্গালোরের চান্নাপাতনা গ্রামের একটি বিড়ি ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ৩৮ বছর বয়স্ক রেভাম্মা রাতারাতি লাখোপতি হয়ে উপর্যুপরি তিনদিন তিনরাত কিছুই খেতে পারেননি বা ঘুমোতে পারেননি। তিনি রাজস্থান ষ্টেট লটারির ৬১ লক্ষ

টাকার প্রথম পুরস্কার বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। রেভাম্না রাজ্য লটারী বিভাগের কাছে তাঁর প্রথম পুরস্কার বিজয়ী টিকিটটা পেশ করতে সম্প্রতি জয়পুরে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, গত আঠারো বছর ধরে তিনি লটারীর টিকিট কিনে আসছেন। এবারই প্রথম ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না হলেন।

বাকশক্তি ফিরে পাওয়া

এবার জম্বু ও কাশ্মীরের এক ভদ্রমহিলার কথা শুনুন। শ্রীনগরের কাছে বিল্লার গ্রামে ঐ মহিলা তাঁর তিন বছর বয়স্ক পুত্র সন্তানের মৃত্যুতে শোকে বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি তাঁর পুত্রের মৃতদেহ দেখে আবার হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছেন। তিন মাস আগে তাঁর পুত্র জলে ডুবে গিয়েছিল। পুলিশী সূত্রে বলা হয়েছে যে, পুত্রের মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনে ঐ ভদ্রমহিলা বাকশক্তি হারিয়েছিলেন। তিনমাস পরে পুত্রের মৃতদেহ দেখে তিনি আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছেন।

অতিকায় ইঁদুরের জন্ম

গরুর মতো বড় একটা ভেড়া, গাধার মতো বড় একটা শূঁয়োর, কিংবা জলহস্তীর মতো বড় একটা গরু দেখতে খুবই আশ্চর্য্য লাগে তাই না?

কিন্তু বিজ্ঞানীরা এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার মাধ্যমে প্রাণীদের স্বাভাবিক আকারের চেয়ে দ্বিগুণ আকারের করে তোলা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিতে সাফল্যের সঙ্গে একটা বিরাট ইঁদুরের জন্ম দিতে পেরেছেন। একটা মেয়ে ইঁদুরের থেকে পুষ্ট ডিম নিয়ে ইঞ্জেকশন করে তাতে

অতিরিক্ত কোষ যোগ করে তা আবার মাদি ইঁদুরের গর্ভে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এতে বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে বাড়ে এবং স্বাভাবিক আকারের বাচ্চা ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু জন্মের পর বাচ্চাগুলো দ্রুত বাড়তে থাকে। বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে এই বৃদ্ধিটা বংশগত-ভাবে চলবে। এই পদ্ধতি প্রাণীদের শুধু তাড়াতাড়ি বাড়তেই সাহায্য করবে না, অন্যান্য উপকারও হবে।

হস্তী সমাচার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ১৯৮২ সালের আগষ্ট মাসে হনুলুলু চিড়িয়াখানাকে যে বাচ্চা হাতিটা উপহার দিয়েছিলেন সেটা এখন কিছু নতুন আদব কায়দা শিখেছে। এখন সে রীতিমতো আরামের জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। মারী নামে এই হস্তীর শোবার ঘর সম্প্রতি এক লক্ষ টাকারও বেশী খরচ করে সংস্কার করা হয়েছে। ঐ চিড়িয়াখানায় মারীর নতুন কোয়ার্টারে একটা প্রবীণ হাতি রয়েছে। তার নাম এমপ্রেস। এমপ্রেস মারীর চেয়ে ৪৭ বছরের বড়। আর মারীর বয়স এখন মাত্র আট বছর। কিন্তু তা হোক, তাদের মধ্যে এখন বেজায় ভাব।

মুরগীর ডিম বাড়াতে

উত্তরপ্রদেশের ইজ্জতনগরের গবেষণা কেন্দ্রের পোলট্রি সংক্রান্ত বিজ্ঞানীরা সাদা লেগহন জাতের এক নতুন ধরণের শংকর জাতের মুরগীর প্রজনন ঘটিয়েছেন। এই জাতের মুরগীরা ৫ শো দিন বয়সেই সাধারণ আয়তনের ২৬০ টার বেশী ডিম পাড়তে পারে। এই জাতের মুরগীরা তাড়াতাড়ি বড় হয়, খুব তাড়াতাড়ি ডিম দিতে শুরু করে খুব বেশী দিন ধরেও এরা ডিম দেয়। ডিমগুলোর খোলাও খুব শক্ত।

ফলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চালান দেবার সময় এই ডিম ভাঙে কম।

শংকর গাভী

পালানপুরের হিমাচল প্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সীমান্ত জেলা কিন্নাউরের তুষাংলায় চামরী গাই প্রজনন কেন্দ্রে জারসি জাতের ষাঁড় ও চামরী গাই এর সংমিশ্রণে এক নতুন ধরনের শংকর জাতের গরু প্রজননের পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ এইচ, আর, কালিয়া বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রজাতির গরুর মধ্যে সংমিশ্রণে নতুন জাতের গাভী সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বনভূমি ও আদিবাসী

হায়দ্রাবাদের জাতীয় পুষ্টি সংস্থার বিজ্ঞানীদের মতে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বন ধ্বংস করা এবং ভূমি হস্তান্তরের ফলেই প্রধানতঃ আদিবাসীদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। ঐ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, ঠিকমত পষ্টির অভাব, শিশুস্বাস্থ্য সহায়ক কার্য্যক্রম না থাকা, প্রভৃতির ফলে আদিবাসীদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার বাড়ার কারণ। নিকোবরের আদিবাসী, আন্দামানের ওঙ্গে, অন্ধপ্রদেশের সাভারা ও চঞ্চু ও অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, যাঁরা বনজসম্পদের ওপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন, তাঁদের স্বাস্থ্য অন্যান্যদের চেয়ে ভাল।

নতুন ধরণের পলিথিন

জাপানী মহিলা কলেজের একদল গবেষক একটা নতুন ধরণের পলিথিন উদ্ভাবন করেছেন, যা ইস্পাতের মতো শক্ত। এই নতুন

সিনথেটিক প্লাষ্টিক প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় ৬০ টন ভার সইতে পারে। তবে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের তাপে এটা গলে যায়।

একসঙ্গে সাতটা শিশুর জন্ম

বুলন্দসর জেলার আহমেদপুর গ্রামে ধনবতী নামে এক মহিলা একসঙ্গে সাতটি শিশুর জন্ম দিয়েছেন। ছটিশিশু জন্মের কিছু পরেই মারা গেছে। সপ্তমটি ভালই আছে। কাছাকাছি গ্রাম-গুলোতে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মা এবং তাঁর শিশুদের দেখবার জন্য কাতারে কাতারে লোক সেখানে এসে জড় হতে লাগলেন।

মায়ের জন্য প্রাণ

রাজস্থানের কোটা জেলার নওয়ালী গ্রামের রামপ্রসাদ দেখলো যে, তার মা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাঁচাতে গেলো। মা বাঁচলেন বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ মারা গেছে। তার মায়ের কাপড়ে আগুন ধরে গিয়েছিল। মায়ের গোঙানি শুনে রামপ্রসাদ ছুটে গেলো। সে আগুন নিভাতে চেষ্টা করলো। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মা ও ছেলেকে হাসপাতালে পাঠানো হল। সেখানে ছেলের মৃত্যু ঘটলো, মা বেঁচে গেলেন।

সাহসী ছেলে

দিল্লীর কাশ্মিরীগেট বাস ষ্টপে তেরো বছরের একটা ছেলে তার মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলো। হঠাৎ এক মহিলা সেখানে এসে তাঁর মায়ের গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় দিল। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঐ মহিলার পিছু ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেললো। মহিলাটিকে পুলিশের হাতে তুলে

দেওয়া হয়েছে। মহিলাটি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে যে. সে তিনবার এভাবে হার ছিনতাই করেছে। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঐ ছিনতাইকারী মহিলার কাছ থেকে চার হাজার টাকা মূল্যের ঐ হারটা উদ্ধার করেছে। ছেলেটাকে এই সাহসিকতার জন্য দেড়শো টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া দেওয়া হয়েছে একটা প্রশংসা পত্র।

মানুষের মাথার খুলি

স্পেনে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আনুমানিক নয় এবং ১৬ লক্ষ বছর আগেকার সময়ের মধ্যে বসবাসকারী একটা মানুষের মাথার খুলি পেয়েছেন। ইউরেশিয়াতে এইটাই সবচেয়ে পুরানো মানুষের দেহাবশেষ বলে অনুমান করা হচ্ছে। এর চেয়ে প্রাচীন দেহাবশেষ আর আবিস্কৃত হয়নি। দক্ষিণ স্পেনের অর্স সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে থেকে এই মাথার খুলিটা পাওয়া গেছে বলে প্রত্নতত্ত্ব-বিদরা জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক আবিস্কারের মধ্যে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিনের বিতর্ককে অর্থাৎ ইউরোপে কবে প্রথম মানুষ বসবাস শুরু করে, এ সম্পর্কীত বিতর্ককে আরো বাড়িযে দিয়েছে।

মাথার খুলিতে বুলেট

কুড়ি বছর বয়স্ক এক ফরাসী মহিলার দশদিন ধরে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিলো শেষ পর্য্যন্ত জানা গেলো যে, তিনি যখন রাত্রে ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর স্বামী তাঁর মাথায় গুলি করেছিলেন। আর তা থেকে তাঁর এই মাথার যন্ত্রণা। ঐ ভদ্রমহিলার সেই দিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি তাঁর মাথার চুলে রক্তের অস্তিত্ব বুঝতে পেলেন। কিন্তু

তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। যাই হোক মাথা জল দিয়ে ধুয়ে তিনি ফের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ফ্রান্সের লায়ন্সের কাছে সেন্ট এটিনের ঐ মহিলার পরদিন থেকে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা শুরু হল। দশদিন পরে তিনি হাসপাতালে গেলেন। সেখানে এক্সরে করে দেখা গেলো যে তাঁর মাথার খুলির মধ্যে একটা কি বস্তু রয়েছে। শল্য-চিকিৎসকরা অপারেশন করে তাঁর মাথার খুলির ভেতর থেকে একটা বুলেট উদ্ধার করলেন। পুলিশ জানিয়েছে যে, তাঁর স্বামী ভদ্রমহিলাকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

দেনা শোধে বৌ বিক্রী

বাংলাদেশের রংপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের একটা লোক জুয়া খেলার দেনা শোধ করতে তাঁর নব বিবাহিত বিবিকে তাঁর এক বন্ধুর কাছে বারো ডলার মূল্যে বিক্রী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিবি তা মানতে রাজী হলেন না। তিনি ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে। পরে গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে লোকটার দেনার টাকা মিটিয়ে দিলেন। তাঁর বিবিও স্বামীর কাছে ফিরে গেলেন।

ক্যান্সার প্রতিরোধে

মানুষ যদি স্বাস্থ্য সম্মত আহার করে এবং ধূমপান বন্ধ করে দেয় তবে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার শতকরা ৬০ ভাগ কমানো যেতে পারে। লণ্ডনের একজন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে গবেষণাকারীরা যকৃতের ক্যান্সার আরোগ্যের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তণ্ডুল, আঁশ এবং সবজি জাতীয় আহার্য্য গ্রহণ করলে গলব্লাডার, জননেন্দ্র, এমনকি বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার রোগী প্রতিরোধ করা যায়। কেননা এর

সঙ্গে ঐ সব ক্যান্সারের সম্পর্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন। তিনি বলেছেন যে, ফুসফুসে ক্যান্সারের প্রধান কারণ হল ধূমপান।

শিশুদের ক্যান্সার প্রতিরোধে

ক্যান্সার অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। এই রোগ শতকরা একশো ভাগ নিরাময় করার উপযোগী ওষুধ এখনো মানুষ তৈরী করতে পারেনি। ডাক্তারদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। গ্রেট বৃটেন থেকে খবর এসেছে যে, সেখানে শিশুদের মধ্যে এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ডাক্তাররা সাফল্য অর্জন করেছেন। সেখানে গত কয়েক বছরে ডাক্তারদের প্রয়াসের ফলে এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ বেড়েছে। বৃটেনের ইম্পিরিয়াল ক্যান্সার রিসার্চ ফাণ্ডের গবেষণা বিভাগের ডাইরেক্টর, অধ্যাপক জিম ম্যালপাস বলেছেন যে, কয়েক ধরণের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীদের বেঁচে থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বর্তমান শতাব্দির চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। ঐ সংস্থার পক্ষ থেকে যে পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, লিউকোমিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুদের এখন ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে। ২৫ বছর আগেও এই সব রোগীদের বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

জাতীয় সংহতি

আমরা আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য থেকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়ে থাকি। আর সেটা হল—সর্বযুগে সর্বদা ঐক্যের শিক্ষা। আমাদের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য হল দেশের ঐক্য এবং জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখা। উত্তর প্রদেশের

বেরিলি থেকে জাতীয় সংহতি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের খবর পাওয়া গেছে। সেখানে একজন মুসলমান একটা মন্দিরের জন্য শুধু জমি দানই করেননি, তিনি ঐ মন্দিরটা নির্মাণ করিয়েছেন। তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন ফজুর-উর-রাম বলে। যদিও কিছুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তবুও এখন তাঁর পুত্র সেই মন্দিরটা এবং একটা হাসপাতাল দেখাশোনা করছেন।

অপরাধী ধরতে বাঁদর

অপরাধ নির্ণয়ে কুকুর সাহায্য করে থাকে এটা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু বাঁদর অপরাধী ধরতে সাহায্য করেছে এমন ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই। চীনের ইউনান প্রদেশে এরকম একটা ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। চীনের একটা সংবাদপত্রের খবরে জানা গেছে যে, একদল ডাকাত সেখানকার একটা বাড়ীতে ডাকাতি করে এবং গৃহস্বামীকে হত্যা করে। বাঁদরটা ঐ বাড়ীতে থাকতো। তার প্রভুকে হত্যা করার সব ঘটনা সে নিজের চোখে দেখেছে। কোনো রকমে সে সেই বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা রাস্তার মাঝখানে গিয়ে লম্ফঝম্প ও কিচির মিচির করে ডাকতে শুরু করে দিলো। উদ্দেশ্য পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিছু লোক সেখানে জড়ো হলেন। বাঁদরটা তাঁদের নিয়ে সেই ঘটনাস্থলে এলো, যেখানে তার প্রভুকে ডাকাতরা পুঁতে ফেলেছে। এমনি করে যখন পুলিশ ঘটনাস্থলে এলো, তখন সেখানে সমবেত গ্রামবাসীদের ভীড়ের মধ্য থেকে সে তার প্রভুর হত্যাকারীদের চিনিয়ে দিলো। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করলো।

বন্দী বাঁদরের বাচ্চা

বাঁদরের কথায় যখন এলাম তখন আর একটা খবর দিই।

মাদ্রাজের ন্যাশানাল পার্কে বন্দী অবস্থায় এই প্রথম সিংহের ল্যাজের মত লেজওয়ালা একটা বাঁদর জন্মেছে। সাধারণতঃ তামিলনাড়ুর বৃষ্টিবহুল পশ্চিমঘাট এবং কেরালায় এই জাতের বাঁদর দেখা যায়। বন্দী অবস্থায় এই বাঁদরের প্রজননের ফলে এদের অস্তিত্ব রক্ষার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। এই জাতের বাঁদরের সংখ্যা দ্রুত লোপ পাচ্ছে। এখন এদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটশোর মতো।

সারস গণনা

রাজস্থান-ভরতপুর অঞ্চলে কেওলাদেও ন্যাশানাল পার্কে ভারতের মধ্যে এই প্রথম বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা উড়তে পারা পাখী সারসের গণনা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংক্রান্ত বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডঃ ষ্টীভেন ল্যাণ্ডফ্রায়েড এই গণনার কাজ চালান। তিনি বোম্বাইতে বলেছেন যে, সর্বসাকুল্যে ঐ পার্ক এবং তার আশেপাশে দুশো ৫৮ টি এই প্রজাতির পাখী দেখা গেছে। এরা স্থানান্তরে যায় না। তিনি জানিয়েছেন যে, একই পাখীকে দুবার যাতে গণনা করা না হয়, তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ডঃ ল্যাণ্ডফ্রায়েড এর আগে পৃথিবীর নানাস্থানে সারস পাখী গণনা করে এসেছেন। তিনি দু মাসের একটা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। সারস গণনা সংক্রান্ত ঐ প্রশিক্ষণ শিবিরে মোট ৭৯ জন অংশ নিয়েছিলেন।

সাইকেলে পথ পরিক্রমা

সাইকেলে অথবা পায়ে হেঁটে দেশ পরিক্রমার অভিযানের স্পৃহা যুবকদের মধ্যে বাড়ছে। চৌত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক ভাস্করণের অভিযান কিন্তু একটু অন্যরকমের। তিনি সাইকেলে করে মহাত্মা গান্ধী, বুদ্ধদেব এবং যিশুখ্রীস্টের জন্মস্থানে পৌঁছাবার উদ্দেশ্য নিয়ে

অভিযানে বেরিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী পরিদর্শন করেছেন। এখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর জন্মস্থান পোরবন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। সাগরপাড়ি দিয়ে যিশুখ্রীষ্টের দেশ দেখার ইচ্ছা তাঁর আছে। বর্তমানে তিনি সাইকেলে ভারত নেপাল পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। কেরালা থেকে তিনি তাঁর এই তিনশো দিনের অভিযান শুরু করেছেন গত বছর ৩০ শে নভেম্বর। এর মধ্যে তিনি তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ ও নেপালের মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়ে গেছেন। হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর পাড়ি দেবার আগে তিনি নতুন দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং এর সঙ্গে দেখা করেছেন ।

জন্ম ও মানসিক অসঙ্গতি

আপনি যদি জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মে থাকেন, তবে আপনার মানসিক অসঙ্গতির সম্ভাবনা বেশী। অর্থাৎ আপনি অবাস্তব থেকে ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যদি জুলাই বা আগস্ট মাসে জন্মে থাকেন তবে আপনি এ থেকে মুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, জন্মের ঋতুর সঙ্গে মানসিক অসঙ্গতির সম্পর্ক থাকতে পারে। গবেষণাকারীরা দেখেছেন যে, গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালে ৩৫ শতাংশের মতো বেশী মানসিক অসঙ্গতি সম্পন্ন লোক জন্মে থাকেন। ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে যাঁরা জন্মান এই ধরণের লোকের সংখ্যা তত বাড়তে থাকে। তারপর মার্চ থেকে তা কমে জুলাই-আগস্ট মাসে জন্মানো লোকের মধ্যে এর আশঙ্কা খুবই কম থাকে।

স্বয়ম্বর অনুষ্ঠান

প্রাচীনকালে স্বয়ম্বর অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করুন। রাজদরবারে বিভিন্ন রাজ্যের রাজা এবং রাজপুত্ররা এসে সমবেত হতেন রাজকন্যাদের পছন্দ অনুযায়ী বরমাল্য পেতে। সেটা ছিল খুব জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। এখন স্বেচ্ছাসেবী কল্যাণমূলক সংস্থাগুলি সভায় সম্বলহীনা ও অন্যান্যদের জন্য গণ বিবাহের ব্যবস্থা করছে। কিছুদিন আগে মাদ্রাজের কল্যাণমন্ডপমে একশো পঁচাত্তর জনের বেশী পাত্রপাত্রী স্বয়ম্বরম্ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ অভিনব অনুষ্ঠানে প্রায় একশো মেয়ে এবং ৭৫ জন ছেলে তাঁদের জীবন সঙ্গী ও সঙ্গীনি বেছে নেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের চা খাবার নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের ঠিকুজী মিলিয়ে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য সেখানে একজন জ্যোতিষীও উপস্থিত ছিলেন। সম্ভাব্য বরেদের মধ্যে একজন স্নাতকোত্তর ডাক্তারও ছিলেন, আর সম্ভাব্য বধূদের মধ্যে ছিলেন একজন প্রধান শিক্ষিকা এবং একজন বানিজ্যের স্নাতক। তুলুভা ভেল্লালা এ্যাসোসিয়েশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

ক্যাসেটের সাহায্যে বিয়ে

গুজরাটে সবরকান্ত জেলার একটা গ্রামে একটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেট এক বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালিত করেছে। ঐদিন এতবেশী বিয়ে ছিল যে, কোনো পুরোহিত পাওয়া গেলো না। একজন চতুর পুরোহিত, যিনি আগে থেকে অন্য বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবার কথা দিয়েছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনি পথ বাৎলে দিলেন। বিয়ের মন্ত্র পাঠ একটা ক্যাসেটে তুলে নিয়ে তিনি তাঁর এক শিষ্যকে পাঠালেন

ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে। শিষ্যও টেপ চালিয়ে ঐ পাত্রপাত্রীর বিয়ে দিয়ে দিলেন। অবশ্য নগদ দক্ষিণা কত মিলেছিল তা জানা যায়নি।

হৃদরোগীদের জন্য

হৃদরোগীদের পক্ষে একটা সুসংবাদ আছে। বাল্টিমোরে গবেষণার ফলে এমন একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা হৃদযন্ত্রের বিপদ এবং অস্বাভাবিকতা থেকে আপনা আপনি হৃদযন্ত্রকে বাঁচিয়ে তুলবে। এর মাধ্যমে হাজার হাজার হৃদরোগীর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। ব্যাটারী চালিত এই যন্ত্র হৃদরোগের আক্রমণও প্রতিরোধ করবে।

শতায়ু ব্যক্তি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন শতায়ু অর্থাৎ একশো বছর বয়স হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা ৩২ হাজার। এঁদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ হলেন মহিলা। গত বছর জুলাই মাসের আদমসুমারী অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা হল ২৩ কোটি ২০ লক্ষের বেশী। ১৯৭০ থেকে ঐ সময়ের মধ্যে সেখানে লোক সংখ্যা বেড়েছে ৫০ লক্ষের বেশী।

বিচারের বাণী

একটা কথা আছে না বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন লোককে হত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ২২ বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পর জানা গেল যে, তিনি সেই হত্যাটা করেন নি। তাই শেষ পর্য্যন্ত তিনি জেল থেকে তো ছাড়া পেলেনই, উপরন্তু সেখানকার ষ্টেট কোর্ট

থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁকে ১০ লক্ষ ডলার দেবার ব্যবস্থা হল। মিঃ ইশিডোর জিম্মেরম্যান নামে নিউইয়র্কের ৬৬ বছর বয়স্ক এক ভদ্রলোককে ১৯৩৮ সালে একজন পুলিশকে হত্যার ব্যাপারে বন্দুক সরবরাহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচার করে বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসিয়ে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সেদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে ষ্টেট কোর্টে এক আপীলে শুনানীর পর রায় বের হল—আগেকার বিচার সঠিক হয়নি। সুতরাং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল।

লক্ষ টাকার চিঠি ও ডাকটিকিট

পূর্ব আফ্রিকার কিছু ঐতিহাসিক ডাক টিকিট এবং চিঠি লণ্ডনের নীলাম বাজারে ১ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী দামে বিক্রী হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন সৈনিকরা, মিশনারীরা এবং ডেভিড লিভিং ষ্টোন, হেনরী মর্টন ষ্ট্যানলীর মতো আবিস্কারকগণ। এগুলোতে কোনো ডাকটিকিট নেই। কেননা, এগুলি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল রানার। কিছু বহন করা হয়েছিল নৌকা করে। এই সব চিঠির ক্যাটালগে একটি নোটে বলা হয়েছে যে, অনেক চিঠির খামে ভাঁজ পড়ার দাগ রয়েছে। কারণ, আফ্রিকার যেসব পত্রবাহক এগুলি বহে নিয়ে গেছেন, তাঁদের বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। হাতে লাঠি ছিল, সেই সব লাঠিতেই খামে ভাজের দাগ পড়েছে।

যৌন অপরাধের বিরুদ্ধে

সিঙ্গাপুরের মহিলা সংগঠনগুলি এখন সেদেশে যৌন অপরাধ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জোর অভিযান চালাচ্ছেন। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী

সেখানে গত ১৯৮২ সালে প্রতি ৪ দিন অন্তর একটা করে নারী ধর্ষনের ঘটনা এবং চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর একটা করে শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। সিঙ্গাপুর কাউন্সিল অফ উইমেন্স অর্গানাইজেশন ঘোষণা করেছেন যে, এই অপরাধীদের মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক পন্থা পদ্ধতি মেয়েদের শেখাবার জন্য তাঁরা এমাসে একটা ফোরামের ব্যবস্থা করবেন।

মৌমাছির কামড়ে

বার্লিনে ইউনিভারসিটি ক্লিনিকের ডাক্তাররা প্রায় ৫ শো মৌমাছির কামড়ে মৃত্যুপথযাত্রী পাঁচ বছরের একটা বালককে বাঁচিয়ে তুলেছেন। একটা গাড়ীতে করে মৌমাছি ভর্তি মৌচাক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হঠাৎ দমকা ঝড়ে মৌমাছিগুলো দিশেহারা হয়ে চাক থেকে বেরিয়ে সামনে ঐ ছেলেটার ওপর গিয়ে পড়লো। মৌমাছিরা তার মাথায়, মুখে ঘাড়ে বসে হুল ফুটিয়ে দিলো। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য। সেই অবস্থায় তাকে ঐ ডাক্তারদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। একজন মক্ষিকাপালকের দেহ থেকে মৌমাছির বিষ অবরোধক রক্ত নিয়ে তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ব্যস, এতেই ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

বিচিত্র কম্পিউটার

বিশ্বে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেশিন ও কম্পিউটার মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে। রোবোটেরও সৃষ্টি হয়েছে। সৌদি আরবের একজন ছাত্র দুটি কম্পিউটার নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। একটাকে কাজে লাগানো যায় উপাসনার সময় এবং অপরটি ইসলামিক আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিতে পারে। সৌদি আরবের আল রিয়াদ সংবাদপত্রের খবর

অনুযায়ী একটা কম্পিউটর এমনভাবে অঙ্ক এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে হিসাবমতো তৈরী যা ইসলামিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপাসনার সময় বলে দেবে। সম্পত্তি ভাগ করে দেবার কথা উল্লেখ করে ঐ পত্রিকাটি বলেছে যে ঐ ছাত্রটি এ ব্যাপারে পড়াশুনা করে তা স্মরণে রেখে সেটা রূপান্তরিত করেছে ঐ কম্পিউটরে। ধর্মীয় নেতারা এই ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এর ফল একেবারে সঠিক বলে মনে করা হচ্ছে।

স্মৃতিশক্তি বাড়াতে যন্ত্র

প্রযুক্তি, প্রতিবন্দীদেরও সাহায্যের কাজে এগিয়ে এসেছে। বৃটেনের একজন ইঞ্জিনিয়ার বহু উদ্দেশ্য সাধক একটা স্মৃতিশক্তির বোর্ড তৈরী করেছেন। এটা অন্ধ, বধির অথবা শারিরীক দিক দিয়ে অক্ষম ব্যক্তিদের শিক্ষা এবং যোগাযোগের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। মিষ্টার পিটার ফ্রি বর্ন নামে এই ইঞ্জিনিযারের জন্ম আসস্কে। তিনি যে বোর্ড তৈরী করেছেন তা থেকে বধির অথবা অন্ধ ছেলেমেয়েরা বর্ণমালা চিনতে পারবে।

সংস্কৃত প্রেমী গ্রাম

কে বলে সংস্কৃত মৃত ভাষা? কর্ণাটকের সিমেরসা জেলার মাত্তুর গ্রামের অধিবাসীরা এটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, সংস্কৃত এখনো একটা জীবন্ত ভাষা। একটা খবরে জানা গেছে যে, ঐ গ্রামের মোট ৩০টি পরিবারের সকলেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেন। ব্যাঙ্গালোর ভিত্তিক হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এটা সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান দুশোর বেশী শিক্ষককে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে তারা ১০ দিনের মধ্যে কাজ চালাবার উপযোগী

সংস্কৃত শিক্ষা দিতে পারেন এর জন্য চারশো কথ্য শব্দ বেছে নেওয়া হয়েছে। গত ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে ৩০ জন সংসদ সদস্যের জন্য নতুন দিল্লীতে একটা সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত শিক্ষাক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল।

বৃহত্তম পোলট্রি

সৌদি আরবে পৃথিবীর বৃহত্তম পোলট্রি ফার্মের মধ্যে একটা ফার্ম অবস্থিত। সে দেশের কৃষি ও জলসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, তাঁদের এই হাঁস মুরগী পালনের খামারটি গড়ে তোলা হয়েছে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার মিটার জায়গার ওপর। সেখানে বছরে ছত্রিশ কোটি ডিম এবং সাত কোটি মুরগী উৎপাদন করা হয়।

জৈব সারের কদর

গোবর হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট প্রাকৃতিক সার। ভারতীয় কৃষকরা দীর্ঘকাল ধরে জমিতে চাষের কাজে এই প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করে আসছেন। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ব্যাপকভাবে এই জৈব সার ব্যবহৃত হতে চলেছে। নিউইয়র্ক শহরের একটি বিভাগীয় বিপনী স্থানীয় চিড়িয়াখানার প্রাণীদের বিষ্ঠা পরিস্কার প্যাকেটে মুড়ে তা বিক্রীর ব্যবস্থা করছে। যে সমস্ত লোক তাঁদের বাগানে ব্যাপক ভাবে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করতে চান, তাঁদের জন্যই এটা বিক্রীর ব্যবস্থা হচ্ছে। জু-ডু নামে এই সার প্রায় চব্বিশ টাকা কিলো দরে বিক্রী হবে। শুধু মাংসাসী প্রাণীদের বিষ্টাই নয়, নিরামিষ ভোগী প্রাণী যেমন হাতি, উট, জেব্রা, গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণীর বিষ্টাও এই সার হিসাবে বিক্রী হবে।

বিচিত্র খেয়াল

মানুষের কিছু কিছু অভ্যাস এবং আচরণ তার মানসিক বিপর্য্যয়ের আভাষ দেয় এবং এ সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদদের দ্বারা চিকিৎসা প্রয়োজন। নিজের চুল নিজে হাতে তুলে ফেলার অভ্যাস ও এই ধরনের মানসিক অভিব্যাক্তি ঘটিয়ে থাকে। লাক্ষ্ণৌ এর কিংজর্জ মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ডাঃ জিতেন্দ্র কুমার ত্রিবেদী সেখানে এ ধরনের বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা করছেন। গত ছয় মাস ধরে তিনি চল্লিশ বছর বয়স্ক মধ্যবিত্ত ঘরের এক রোগীকে নিয়ে চিকিৎসা করছেন। ঐ রোগী তার শরীরের সমস্ত জায়গা থেকে চুল তুলে ফেলেছে। সে তার মা, স্ত্রী, ভাই বোনকে হারিয়েছে। এতেই তার নিজের ওপর আক্রোশ দেখা দিয়েছে, তাই সে ঐ কাণ্ড ঘটিয়েছে।

শিশুদের দামী উপহারের বিরুদ্ধে

বাবা মায়েদের উচিত তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েদের দামী উপহার না দেওয়া। সোভিয়েট কমুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদায় বলা হয়েছে যে, দামী উপহার ছেলেমেয়েদের নষ্ট করে দেয় সোভিয়েট ইউনিয়নে বেশীর ভাগ সন্তানই বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। তাই স্বভাবতই ছেলেমেয়েদের ক্ষুদ্রতম চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে পূরণ করা হয়। শিশুদের যেমন কাঁদতে দেওয়া হয়না, তেমনি কিশোর বয়েসের ছেলেমেয়েদের চাহিদা বাবা মারা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেন, দামী দামী উপহার দেন। ভাবখানা যেন তাদের ছেলেমেযেরা তখানো আট নয় বছরের শিশু কিন্তু তারা ভেবে দেখেন না যে দামী উপহার দেবার ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যাবে। কেন না এতে তাদের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। ফলে তারা বেহিসাবী হয়ে পড়ে।

প্রতিবন্ধীর রক্তদান

রক্ত হল আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে অতি মূল্যবান জিনিষ। তাই রক্তদান হল একটা মহান কাজ। হাসপাতালে রোগীদের জন্য সর্বদা রক্তের প্রয়োজন। সম্প্রতি চণ্ডীগড় হাসপাতালে এক রক্তদান শিবিরে ত্রিশ জন প্রতিবন্ধী রক্তদান করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এদের মধ্যে জন্মাবধি প্রতিবন্ধী এমন অনেকে ছিলেন।

ন্যায় বিচারের জন্য

ন্যায়বিচার পেতে দেরী হচ্ছে এবং দিন দিন এটা ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছে একথা যখন বলা হচ্ছে, তখন এ ব্যাপারে নতুন একটা খবর আশার আলো নিয়ে এসেছে। জয়পুরে এক মোটর দুর্ঘটনার ব্যাপারে একটা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। এক মহিলা শ্রীমতী লিল্লো এক আবেদন জানিয়ে তাতে লিখেছিলেন যে, রাজ্য সড়ক পরিবহনের একটি বাস দুর্ঘটনায় তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু এর জন্য তাঁকে কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। আপনারা হয়তো জানেন যে, মোটর ভেহিকেল আইনের সাম্প্রতিক সংশোধনীতে বাস মালিককে ড্রাইভারের কোনো দোষ না থাকলেও বাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। ঐ ভদ্রমহিলার আবেদনক্রমে ট্রাইব্যুনালে আবেদন কারীর পক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারী এ্যাড-ভোকেট নিযুক্ত করা হয়। আবেদন কারীকে কোর্ট ফি প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

উপকারী বন্ধু কুকুর

কুকুরের বিশ্বস্ততার অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি। এমনি

ধরণের আর একটা ঘটনার কথা শুনুন। একটা বুড়ো কুকুরকে তার প্রভু বুড়ো হবার দরুন কোনো কাজে লাগবে না ভেবে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু এই পুলিশ কুকুর আরকো তার উপযোগিতা প্রমাণ করেছে। এই জার্মান শেফার্ড জাতের কুকুরটা তার নতুন প্রভুকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন বাড়ীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। দশ বছর বয়েসী আরকো তার প্রভুকে টেনে রাস্তায় নিয়ে এলো এবং অস্বাভাবিক ভাবে ডাকতে লাগলো। এই ভাবে সে পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সেই লোকগুলো তখন তার অচৈতন্য প্রভুকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। এতেই তার প্রভুর জীবন রক্ষা পেলো।

গণক পাখী

আমরা জানি যে, মানুষেরা গুনতে পারে এবং অঙ্ক জানে। কিন্তু ভারতের বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের এক সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে. পাখীরাও গুনতে পারে কয়েক প্রজাতির পাখী এক অঙ্কের সংখ্যা গুনতে খুব পটু বলে জানা গেছে। পাখীদের আচরণ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, কয়েক ধরণের টিয়া এবং দাঁড়কাক ছয়টি শস্য দানা খুঁটে খেয়েছে। সপ্তমটি তারা নেয়নি, কারণ এটা তাদের পক্ষে বেশী হয়ে যাবে। পায়রাকে কেবলমাত্র পাঁচটি শস্যদানা খেতে শেখানো হয়েছিল। একটা ফসলের গাদার সামনে তিনটি দানা রাখা হয়েছিল। সে সেই তিনটি দানা খেয়ে অপর দুটি দানা খাবার জন্য সেই ফসলের গাদায় গিয়ে হাজির হল। এই ভাবে সে মোট পাঁচটি দানা খেয়েছিল। গবেষণার ফলে আরো দেখা গেছে যে, জলা জায়গায় থাকা মাছ শিকারে পটু করমোরান্টস পাখী কেবলমাত্র সাতটি মাছই শিকার করে। এর বেশীও নয়, কমও নয়।

বিরল পাখী

ভারতীয় উপমহাদেশে লেসার ফোরিকান (Lesser Forican) এবং হোবারা বাস্টার্ড (Hobara Bustard) পাখী ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে চলেছে। পক্ষী সংরক্ষণ সম্পর্কীত আন্তর্জাতিক পরিষদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সত্তর দশকের গোড়ার দিকে দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড পাখীর সংখ্যা সাড়ে সাতশোর বেশী ছিলনা। বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, লেসার ফোরিকান ও হোবারা বাস্টার্ড অতীত দিনের পাখাতে পরিণত হতে চলেছে। ১৯৮১ সালে এই পাখীদের সম্পর্কে নতুন করে সমীক্ষা করা হয়েছিল। এতে দেখা গেছে যে, লেসার ফোরিকান পাখীর ভবিষ্যত খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই পাখীর গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন ক্ষেত্র হল গুজরাটের জামনগর জেলা। সেখানে কেবলমাত্র আটটি পুরুষ পাখী রয়েছে, কোনো পক্ষিনী নেই।

চিড়িয়াখানায় পাখীর ডিম

যোধপুর চিড়িয়াখানায় দি গ্রেড ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড পাখীর প্রজননের যে আশা দেখা দিয়েছিল তা অন্তর্হিত হতে চলেছে। কেননা সেখানে যে পক্ষিনী, দুটি ডিম পেড়েছিল, সে তাতে তা দিচ্ছে না। বন্দী দশায় এই পাখী চিড়িয়াখানার ইতিহাসে এই প্রথম ডিম পেড়েছে। প্রথম ডিম পাড়ার পর পাঁচ সপ্তাহ চলে গেছে। গত বছর ১৯ শে মার্চ সে দ্বিতীয় ডিম পেড়েছে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ এখন পালিকা পাতি হাঁসের মাধ্যমে ঐ ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করবার চেষ্টা করছেন। তবে এতেও তাঁরা উদ্বিগ্ন কারণ সাধারণতঃ ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে সময় লাগে তিন সপ্তাহ।

মৎস্যপ্রিয় গাধা

পাকিস্তানের জিওয়ানী এলাকায় একটা গাধা এখন ঘাসের পরিবর্তে মাছ খেতেই বেশী পছন্দ করছে। আসলে কিন্তু এটা ঐ প্রাণীর কোনো রুচির ব্যাপার নয়। খবরে জানা গেছে যে, ঘাস খুব ব্যয় বহুল হওয়ায় তার মালিক তাকে সার্ডিনস্ মাছ খেতে দেন। গাধাটা এখন তাই খায়। তার প্রভুর ইচ্ছা অনুযায়ী সে এখন আর ঘাস মোটে পছন্দ করছে না। ঐ গাধার মালিক জানিয়েছেন যে, এতে তার স্বাস্থ্য ও আচরণ স্বাভাবিকই রয়েছে। এর কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রতিবন্ধীদের যন্ত্র

বৃটিশ স্কুলে অধ্যয়নরত সতেরো বছর বয়স্ক যুবক নাদিম সিদ্দিকী একটা পকেট সাইজের রিমোট কন্ট্রোল আলট্রাসনিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তিনি এই যন্ত্রে কণ্ঠ সংযোজন করার ব্যাপারে কাজ করেছেন। সিদ্দিকীর এই যন্ত্রটাতে ১৩ টা বোতাম আছে। সেই বোতাম টিপে বিছানায় শুয়ে থাকা যে কোনো লোক ঘরের দরজা বা জানলা খুলতে ও বন্ধ করতে পারেন। যে কোনো প্রতিবন্দী ব্যক্তির পক্ষে সহজেই এই কাজ করা সম্ভব। এই যন্ত্রের সাহায্যে শারিরীক দিক দিয়ে অক্ষম যে কোনো লোক ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে রেডিও এবং টেলিভিশানের সুইচ অথবা বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ অন করতে পারবেন। এতে যদি এখন কণ্ঠ সংযোজন করা যায়, তা হলে কথা বললে সেই ধ্বনি তরঙ্গের মাধ্যমে এই কাজ করা সম্ভব হবে। এতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়তা অনেকটা দুর হবে। সিদ্দিকীর এই যন্ত্রের দাম পড়ে মাত্র দুশো চল্লিশ পাউণ্ড। এর জন্য তিনি ইতিমধ্যে রয়্যালটিও পাচ্ছেন।

প্রতিবন্ধীর পথ পরিক্রমা

এবার একজন প্রতিবন্ধীর কথা বলছি। পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ের কুল ভূষণ শর্মা নামে এই প্রতিবন্ধীর দুটো পা-ই পঙ্গু। চণ্ডীগড় থেকে দিল্লী এই ২৬০ কিলোমিটার পথ তিনি হুইল চেয়ারে করে পরিক্রমা করেছেন। তাঁর সময় লেগেছে দু'দিনের মত। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় অভিযান। প্রথম বারে ১৯৩০ সালে তিনি চণ্ডীগড় থেকে হুইল চেয়ারে করে দিল্লী পাড়ি দিয়েছিলেন। কুলভূষণ শর্মা একজন প্রাক্তণ সৈনিক। ১৯৩০ সালে ভারত—চীনের যুদ্ধে তাঁর পা দুটো খোয়া যায়।

চারমাসের শিশু সাঁতার কাটছে

মাত্র চার মাস বয়েসের শিশু জলে সাঁতার কাটছে, এটা কি আমাদের দেশের কোনো মা চিন্তা করতে পারেন? হ্যাঁ, এক সপ্তাহের শিশুও নিজে থেকে জলে সাঁতার কাটতে পারে। তবে সেই শিশুর ওপর মা বা বাবাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সে যেন জল খেয়ে না ফেলে।

অস্ট্রেলিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করে বিশেষ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট চিকিৎসকরা মনে করেন যে, শিশুদের সাঁতার কাটা খেলা তাদের শারিরীক ও মানসিক গঠনে বিশেষ সাহায্য করে। তাদের স্নায়ু এবং মগজকে গড়ে তুলতে এটা খুব সাহায্য করে।

অস্ট্রেলিয়ার বিশিস্ট সাঁতার শিক্ষকরা তাঁদের চার মাস বয়সের শিশুকন্যা এবং পনেরো দিনের শিশুপুত্রকে সাঁতার শিখিয়ে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। মস্কো শারীর শিক্ষণ কলেজের একজন ছাত্র ও পেশাদার সাঁতারু তাঁর শিশুকে জন্মাবার কয়েকদিন পরেই সাঁতার

শেখান। হিসাবে দেখা গেছে যে, যে সমস্ত শিশু তাড়াতাড়ি সাঁতার শেখে, তারা অন্যান্য শিশুদের তুলনায় তাড়াতাড়ি হাঁটতেও শেখে।

খুনী শিল্পীর দামী ছবি

উন্মাদ ও খুনী বলে অভিহিত একজন শিল্পী রিচার্ড দা'দের আঁকা ভিক্টোরিয়া যুগের ছবি কিছুদিন আগে লণ্ডনে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রী হয়েছে। এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড। এর আগে কায়রোতে জন ফ্রেডরিক লুইস্ নামে এক শিল্পীর ওরিয়েন্টাল দৃশ্য আঁকা ছবি ১ লক্ষ ১৮ হাজার পাউণ্ড দামে বিক্রী হয়েছিল। সেটা ছিল আগেকার বিশ্ব রেকর্ড।

শিল্পী দা দের আঁকা এই ছবিটাতে শেক্সপীয়রের এ মিড সামার নাইটস্ ড্রীমের একটা দৃশ্য রয়েছে। এতে আছে ওবেরণ ও টিটিয়ানার ছবি। তাদের চার পাশে রয়েছে খুব সূক্ষ্মভাবে আঁকা পরী, লতাপাতা, ফুল, দৈত্য প্রভৃতি। ৭৬ সেন্টিমিটার চওড়া এই ছবিটা কিনেছে লণ্ডনের ফাইন আর্টস সোসাইটি আর্ট ডিলার্স।

দাদ ১৮১৯ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি বন্দী ছিলেন বেথলেম হাসপাতালের অপরাধী বিভাগে। ৮৪৩ সালে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় তিনি তাঁর বাবাকে খুন করেছিলেন। সেই অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁর ছবিগুলো আঁকা হয়েছে ১৮৫৯ থেকে ১৮৫৮ সালে মধ্যে।

আদিম মানুষের অস্তিত্ব

দক্ষিণ তিব্বতে একটা অভিযান চালিয়ে ন হাজার বছর আগেকার নিওলিথিক যুগের আদিম মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য জানতে পারা গেছে। তেরোশো মিটার নান এজ বারোয়া পর্ব্বতের পূর্ব ঢালে পাথরের কুঠার, বাটালি এবং অন্যান্য অস্ত্র পাওয়া গেছে।

পক্ষী সমাচার

যাযাবর পাখীদের কথা আমরা জানি। আর প্রতি বছর হাজার হাজার যাযাবর পাখী বিষুব রেখার উত্তরে এসে বাসাবাঁধে। আর এদের বেশী পছন্দ বিষুব রেখার উত্তর ভাগ। কেননা সেখানে ডাঙ্গা বেশী। বিষুব রেখার দক্ষিণ ভাগে তাপ বেশী আর জলভাগ বেশী। সেখানে শুধু সাগর আর সাগর। ডাঙ্গা আছে উত্তরের তিনভাগের একভাগে। এছাড়া উত্তরে এই সব যাযাবর পাখীদের বাসা বাঁধার আর একটা বড় কারণ হল সেখানে দিন অনেক বড়। বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলে দিন থাকে বারো ঘন্টার মতো। জুন মাসে চল্লিশতম সমান্তরাল উত্তর অক্ষাংশে লবণ হ্রদ থেকে নিউ জার্সির মধ্য দিয়ে তুরস্ক, স্পেন এবং মধ্য চীনে সূর্য্য আকাশে থাকে প্রতিদিন পনেরো ঘন্টা। ষাটতম সমান্তরালে উত্তর ল্যাব্রেডার স্কাণ্ডিনেভিয়া সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণ আলাস্কায় জুন মাসে আকাশে সূর্য্য থাকে প্রায় একুশ ঘন্টা। অন্যান্য সময়ে সেখানে সূর্য্য থাকে উনিশ ঘন্টা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, দিন বড় হবার ফলে যাযাবর পাখীরা সারাদিন অনেকক্ষণ ধরে খাবার জোগাড় করতে পারে। একটা ছোট পাখী দিনে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পোকার ডিম খেতে পারে। একটা গায়ক পাখী ঘন্টায় পনেরোটি পোকা খেতে পারে। সারাদিন তাদের খাবারের জন্য প্রয়োজন হাজার তিনেক পিঁপড়ে। সবচেয়ে বেশী যাযাবর পাখী থাকে উত্তর আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকায়।

বিবাহ সমাচার

সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর যে সমস্ত পুরুষ বিদেশী মহিলাকে বিয়ে করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন তার আগে পাঁচ থেকে

আটবার বিয়ে করেছেন। সে দেশের শ্রম এবং সমাজ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষায় আরো প্রকাশ পেয়েছে যে, বিদেশিনী পাণী গ্রহণকারী সেখানকার শতকরা ২০ জন পুরুষের দেশী বৌ আছে। আর এই তথ্যও প্রকাশ পেয়েছে যে, তাদের বিদেশিনী পত্নীরা হচ্ছেন শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় অথবা মিশরীয় বংশোদ্ভূত। তবে সংযুক্ত আরব আমীরশাহীর পুরুষদের কাছে ভারতীয় মেয়েরাই বেশী পছন্দসই। যে দেশের যে সব পুরুষ বিদেশী মহিলা বিয়ে করেছেন, তাঁদের বেশীর ভাগেরই বয়স ৬০ বছরের বেশী। এই সব পুরুষের কয়েকজনের বয়স আরব ৭০ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে।

বিয়ের উদার নীতি

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পুরানো প্রথা অনুযায়ী আগে থেকে দেখাদেখি কথাবার্তা বলে বিয়ে হবার ব্যাপারটা দিন দিন একেবারে কমে আসছে। এর বদলে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে বিয়ে করাটা প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। ডারবানে ভারতীয় নৃবিজ্ঞানী শ্রীমতী সবিতা জিথো এ ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, শিক্ষা এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফলে ভারতীয় মহিলারা ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন।

পুরানো পদ্ধতিতে চিকিৎসা

রোগীকে উপোষ করিয়ে রেখে রোগের চিকিৎসা করার প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেখানকার একটা হাসপাতালের বিশেষ বিভাগে গুরুতর আর জটিল রোগে আক্রান্ত সাড়ে চারশোর বেশী রোগীকে

এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে সেখানকার চিকিৎসকরা সাফল্য লাভ করেছেন।

আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসা

শ্রীনগরের ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে আন্ত্রিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে এক অভিনব পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে। দেশে এ ধরণের পদ্ধতি এই প্রথম। ঐ সংস্থার গ্যাষ্ট্রো—এনটারোলজি বিভাগের একজন প্রবীন চিকিৎসক ও চেয়ারম্যান জানিয়েছেন যে, এণ্ডোস্কোপ নামে একটা বিশেষ যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো দৃশ্য ক্যামেরার ভিডিও ক্যাসেট ফিল্মে রেকর্ড থেকে রঙীন টেলিভিশনে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রোগীর পাকস্থলী ও অন্ত্রের ভেতরটা দেখা যায়। তিনি বলেছেন যে, এর সাহায্যে একজন রোগীর রোগ সম্পর্কে স্থায়ীভাবে রেকর্ড করা যাবে। এতে ভালভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা সম্ভব।

সুখের স্বপ্ন দেখতে চান?

আপনি কি সুখকর স্বপ্ন দেখতে চান? তবে এক কাজ করুন। বিশল্যকরনীর মূল, ওষুধের গুণসম্পন্ন নির্য্যাস, হপস্ এবং ল্যাভেণ্ডার প্রত্যেকটি জিনিষ ২০ গ্রাম করে নিন, আর নিন ৫ গ্রাম দারুচিনি। এরপর দু থেকে তিন লিটার লাল মদের সঙ্গে ঐসব জিনিষগুলো মিশিয়ে দিন। এবার এই অনুপান অর্থাৎ মিক্সচারটা দুদিন রেখে দিন। তারপর সেটা এমনভাবে একটা বোতলে ঢালুন যাতে তলানিটা বোতলে না যায়। এবার শুতে যাবার আগে ঐ অনুপান এক গ্লাস পান করে নিন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনি সুখকর স্বপ্ন দেখবেন। সুইজারল্যাণ্ডের ডাভোসে গৃহস্থালী চিকিৎসা সম্পর্কীত একটি

ফেডারেল মেডিকেল কাউন্সিলের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কুর্ট ওয়েদনার এই অনুপানের কথা বাতলেছেন। ডাঃ ওয়েদনার মিউনিখের কাছে বাস করেন এবং ৫৭ বছর ধরে তিনি চিকিৎসকের কাজ করছেন। তিনি বিকল্প দাওয়াই এর ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়।

অগ্নিকাণ্ড, মূর্তি অক্ষত

বরোদায় চারশো বছরের পুরানো বৈষ্ণব মন্দিরটা এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে। মাঝরাতের পর আগুন লাগে এবং তা পরদিন সকাল পর্য্যন্ত জ্বলতে থাকে। কাঠ এবং ইঁট দিয়ে তৈরী ঐ তিনতলা মন্দিরটার দোতলায় সেখানকার পুরোহিত তাঁর পরিবারের ৬ জনকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তাঁদের কোনো ক্ষতি হয়নি। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে, মন্দিরের একতলায় যেখানে গোবর্দ্ধন নাথের মূর্তি আছে সেই জায়গাটা বাদে গোটা মন্দিরটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

ছত্রপতিরা সাবধান!

জাপান হল এমন একটা দেশ যেখানে অপরাধের ঘটনা ঘটলেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেখানে হাত বন্দুক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখন সেখানে আর একটা মারাত্মক অস্ত্র অর্থাৎ ছাতা নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আসলে ঘটনাটা ঘটেছিল কি, না টোকিওতে দুই ক্রুদ্ধ মোটর চালক অপর একজন মোটর চালককে ছাতা নিয়ে আক্রমণ করেছিল। ছাতার বাটের তলাকার সরু অংশটা ঐ মোটর চালকের গলায় বিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্যস, জাপানের ছাতা উন্নয়ন পরিষদ পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন এখন থেকে

ছাতার বাটের তলাটা হবে ভোঁতা। ডিসেম্বর থেকে এই আইন পাশ হয়।

হতাশার কারণ

সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মধ্যে একটা হতাশা দেখা দেয়। উন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের মধ্যে হতাশা বেশী করে দেখা দেয়। এই তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে বুড়ো বয়সে হতাশাটা অনেক কম। ভারতে এটা কম হবার কারণ হল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপ। মাদ্রাজের মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থার মনস্তত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ ভি. রামচন্দ্রণ শহরতলীর সাড়ে আঠারো হাজারের বেশী মানুষের মধ্যে এক সমীক্ষ চালিয়েছিলেন। এতে দেখা গেছে যে, ২৪ শতাংশ মানুষ সামান্য হতাশায় ভুগছেন। এর লক্ষণ হল— ঠিকমত ঘুম না হওয়া, উদ্বেগ, মানসিক রোগ প্রভৃতি। এতে বলা হয়েছে যে, মহিলা এবং বিধবাদের মধ্যে হতাশাটা বেশী করে দেখা যায়। এর কারণ হল নিঃসঙ্গতা এবং আয় কমে যাওয়া। সমাজের নিম্নশ্রেণীর এবং বেকার লোকেদের মধ্যে হতাশাটা বেশী করে চোখে পড়েছে।

পাও সমাজে বিবাহ প্রথা

বার্মার শান ষ্টেটের 'পাও' সমাজের যুবকরা এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে যুবতীদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। প্রত্যেক জায়গার মতো সেখানকার ছেলেরাই মেয়েদের কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ছেলেটা গিয়ে তার পছন্দসই মেয়েটার বাড়ীর রান্নাঘরের পাশে বা খামারের পাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। তারপর এমন একটা জায়গায় ছেলেটি রঙিন কাগজে মোড়া একটা উপহার

মেয়েটির জন্য ফেলে রেখে আসে, যাতে সেটা সহজেই মেয়েটার নজরে পড়ে। মেয়েটা যদি সেই উপহার গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে ছেলেটাকে তার পছন্দ হয়েছে। পছন্দ না হলে মেয়েটা সেই উপহার ফিরিয়ে দেবে। যেহেতু পান-সুপারি পাও জাতির একটা প্রিয় নেশা, তাই সাধারণতঃ ছেলেরা রূপো ও ব্রঞ্জের পানের বাটা পান সুপারিসহ উপহার দিয়ে থাকে। এই উপহার দেবার উদ্দেশ্য হল মেয়েটা যখন পান-সুপারি খাবে, তখন ছেলেটার কথা তার মনে পড়বে। এছাড়া সোনার চুলের কাটা, কানের দুল, সোনার হার, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতিও উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। মেয়েটা যদি উপহার গ্রহণ করে তবে সে তার মাকে সেটা জানাবে। মাও সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার বাবাকে তা জানাবেন। তারপর একটা দিন ঠিক করে গ্রামের বৃদ্ধদের উপস্থিতিতে ঘটা করে সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

বিয়ের আগে মেয়েটা যদি নতুন কোনো ছেলের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করে, তবে বুঝতে হবে সে আগেকার প্রেমিককে স্বীকার করছে না। সে প্রকারান্তরে সে কথাটা তার আগেকার প্রেমিককে জানিয়ে দেয়। পাও জাতির রীতি অনুযায়ী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। বড় বোনের ছেলের সঙ্গে ছোট ভাই এর মেয়ের বিয়ে হতে পারে। আবার বড ভাই এর মেয়ের সঙ্গে ছোট বোনের ছেলের বিয়ে হতে পারে তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

মৃত্যুর পরে রোগ নির্ণয়

কোনো মানুষের মৃত্যুর পাঁচশো বছর পরে তার রোগ নির্ণয় করা হয়েছে, একথা আপনারা কি কোনোদিন শুনেছেন? Paleo প্যাথোলজিষ্টরা মানুষের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষ থেকে রোগ নির্ণয়

করে থাকেন। সম্প্রতি ক্যানাডার টোরান্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরণের একজন বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্যাট্রিক হর্ণ পাঁচশো বছর আগে ৯ বছর বয়স্ক একটি বালকের মমিকরণ দেহাবশেষ পরীক্ষা করে রোগের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। জানা গেছে যে, ঐ শিশুটিকে সম্ভবতঃ সূর্য্য দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তাকে দেশী মাদকদ্রব্য খেতে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে মরতে দেওয়া হয়েছিল। রাজধানী সান্টিয়াগো থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে স্থায়ী হিমশীতল ভূমিতে ঐ দেহটা পাওয়া গেছে। এথেকে জানা গেছে যে কলম্বাসের অভিযানের আগে দক্ষিণ আমেরিকাতেও ছোঁয়াচে রোগ জীবাণুর অস্তিত্ব ছিল। এটা ইতিহাসের নতুন দিক তুলে ধরেছে। ডাঃ হর্ণ বলেছেন যে, ঐ বালকের মৃতদেহের মাংসপেশীতে ল্যাকটিক এ্যাসিডের পরিমাণ কত তাও অনুসন্ধান করে দেখা হয়েছে। শিশুটি কষ্ট পেয়ে মরেছিল কি না, এ থেকে সেটা জানা যায়। শরীরের পাচনযন্ত্র থেকে তার মৃত্যুর সঠিক বছরটা জানা গেছে

পাখীর বাসায় নিমপাতা

আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের ঘরের ঘুলঘুলিতে চড়াই পাখী বাসা তৈরী করছে। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে চড়াই পাখী শুধুমাত্র নিমপাতা দিয়ে বাসা তৈরী করছে কেন? জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া বিশিষ্ট পক্ষীতত্ত্ববিদ ডঃ সুধীন সেনগুপ্ত বলেছেন যে, চড়াই পাখীরা পোকামাকড় ও অন্যান্য উপসর্গের মোকাবিলা করার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের বাসায় নিমপাতা ব্যবহার করে। তিনি এ সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেছেন যে, চড়াই পাখীরা বাসা বাঁধার গোড়া থেকেই এবং যতক্ষণ না তাদের সাবকরা বাসা ছেড়ে বের হয় ততক্ষণ নিমপাতা

বিশেষ করে কাঁচা নিমপাতা বাসায় বহন করে আনে। অন্যান্য কাঁচা পাতার চেয়ে এরা কাঁচা নিমপাতা বেশী পছন্দ করে।

রক্ত চোষা ছারপোকা

একটা ব্লাডব্যাঙ্ক থেকে যে পরিমাণ রক্ত পাওয়া যায় তার চেয়েও বেশী রক্ত ছারপোকা শুষে নিতে পারে। রাজস্থানের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। পরিসংখ্যান বিদরা দেখিয়েছেন যে, ২৫টি ছারপোকা একজন রোগীর দেহ থেকে খাবার হিসাবে প্রত্যেকে ০.০৫ মিলিমিটার রক্ত নিয়ে ফিরে আসে। ঐ হাসপাতালে ৩ শো রোগী আছে, আর আছে সমসংখ্যক কর্মী। পরিসংখ্যানবিদদের হিসাব অনুযায়ী ছারপোকারা দৈনিক ২ হাজার দুশো মিলিমিটার বা পাঁচ বোতল রক্ত চুষে নেয়। এই হিসাবটা বছরে গিয়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৮শো বোতল। তা হলে ব্যাপারটা বুঝুন!

মধুর গুণ

মিশরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মধু অনেক রোগ সারাতে সক্ষম। চোখ এবং চর্মরোগও সারাতে পারে মধু। মিশরের একজন বৈজ্ঞানিকের মতে মধুই হচ্ছে একমাত্র জিনিষ যাতে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক সামগ্রী আছে। তিনি বলেছেন যে, মধুতে জৈব খার, জীবাণু নাশক, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ আছে, যা শরীরের পক্ষে খুবই সহায়ক।